Contents

প্রথম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

جمعیت اہل الحدیث

اللّٰه نزّل أحسن الحديث

القرآن الحكيم ٣٩:٢٣

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।৩ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

ছফর—১৩৬৯ হিঃ

বিষয়—সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১। আবাহন ...	মোহাম্মদ আব্দুর রায্যাক বি, এ, বি, টি, ...	৫৩
২। বিশুদ্ধতম তফছির	অধ্যাপক মুহম্মদ আদমুদ্দীন এম্, এ, ...	৫৫
৩। ইছলামি অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্র	হুজ্জাতুল ইছলাম দেহলভী	৬০
৪। এক্বাল সাহিত্যের মর্ম্মবাণী (২)	মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার	৬৫
৫। সভাপতির অভিভাষণ ...	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ...	৬৯
৬। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও উহার বিশ্লেষণ— ...	মোহাম্মদ আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি, ...	৭৪
৭। রছুলুল্লাহ্'র নবুওতের বিশ্বজনীনতার প্রতি ঈমান ...	আল্‌মোহাম্মদী	৮০
৮। গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি ...	... ...	৮৫
৯। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)...	... ...	৯১
১০। তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে অভিমত	... ...	১০০
১১। চয়নিকা (সংবাদ চয়ন) ...	... ...	১০২

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য-চিত্ত ভাবনা হীন"

স্বাধীন পাকিস্তানের প্রত্যেকটী নাগরিক এর ইহাই হউক জীবনের লক্ষ্য।—

কিন্তু সর্ব্বনাশা ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশে সুস্থদেহ ও সুস্থমনের মানুষ হওয়া কি সম্ভব?

আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এই অসম্ভবও সম্ভব হইতে চলিয়াছে।—

কুইনো-ভিনা

ম্যালেরিয়া জ্বর সমূলে বিনাশ করে, দেহে তাজা রক্ত সঞ্চার করে এবং দুর্ব্বল শরীরে বল আনয়ন করে।

প্রত্যহ শত ... ব্যবস্থামত অসংখ্য ম্যালেরিয়া রোগী ইহা সেবনে নিরাময় হইতেছে।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্‌
এণ্ড
কেমিক্যাল্‌স্‌, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ || ছফরুল-মুযাফ্ফর ১৩৬৯ হিজরী || দ্বিতীয় সং

আবাহন

মোহাম্মদ আবদুর রয্‌যাক, - বি, এ-বি, টি।

তমিস্রা রজনী, অঘোরা যামিনী,
নিমেষে নিমেষে চমকে দামিনী।
লক্ষ বজ্র বিষাণ নিনাদে,
ইছ্‌রাফিলের সিঙ্গার নাদে,
থর থর কাঁপে মেদিনী
মহারব উঠে—লা-দীনী।

এ হেন কাতর ক্রন্দন শুনি
বিগলিত হল কার হৃদি খানি
কোন্ সে অমৃত কোন্ স্রোতধায়
নামিয়া আসিল কওছর পারা
বিলাইতে সুধা পাপীতাপী জনে
জীবন দানিতে জীবন্মৃতগণে ?

পাপে তাপে ধরা ক্ষত জর্জ্জর
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে "রক্ষ সত্বর,
কে আছ কোথায় অগতির গতি,
বাঁচাও আমারে আসি শীঘ্রগতি,
নতুবা আমার ধ্বংস নিশ্চয়
চিরদিন তরে হয়ে যাব লয়।"

"তর্জুমানুলহাদিছ" সে যে
দুই হাতে তার হাদিছ বিরাজে,
এক হাদিছ তার খোদার কোরআন্
আর হাদিছ তার রছুলফরমান।
দিশেহারা দিগ্‌ভ্রান্ত মানবে
সত্যের পথ দেখাইয়া [illegible]
জ্ঞানের আলোন [illegible] অতিক্রম [illegible]
শয়তান সে [illegible] তখন তাঁ[illegible]

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

শিরক বেদাতের হিমালয়চূড়
প্রচণ্ড আঘাতে হয়ে যাবে চূর
পৌত্তলিকতার অন্ধ তামস
দূরে যাবে পেয়ে নূরের পরশ
খোদাই 'মুজদা' 'বুশরা' 'নযীর'
নূরে মোনাওওয়ার মুখ ধরণীর।

সমাগত ঐ ধরণীর পরে,
শ্যামলা পৃথিবী যাহার তরে,
জানায় অভিনন্দন বিপুল পুলকে,
তরু লতা ফুলে আলোক ঝলকে।
তটিনীতরঙ্গ বহিছে উজান
কোকিল বুলবুল ধরিয়াছে তান
এ ভরা বাদরে মাহ ভাদরে
বসন্ত ঋতুরাজ পৌঁছিল ফিরে?
শরত বসন্তে এযে কোলাকুলি
প্রকৃতি বাসরে খুশীর দোলাদুলি
কার আগমনী করে গো সূচনা
দিকে দিকে শুনি কাহার ঘোষণা?

দেখ নূহের প্রলয় প্লাবনের চেয়ে
কঠিন বন্যা আসিয়াছে ধেয়ে
ডুবে গেছে সব অতল তলে
যাহা কিছু ছিল ইছলাম বলে;
কলেমা রোযা ও নামায গিয়েছে
যাকাৎ একেবারে বিদায় নিয়েছে
হজ কমে গেছে জেহাদ ভুলেছে
মুছলিম আজ রসাতলে গেছে।

মুছলিম আজ অপরাধী প্রায়
লুকায়ে ফিরিছে প্রতি পায় পায়।
ঘুচিয়াছে তার নূরাণী চেহারা
হয়েছে হিন্দু খৃষ্টান পারা
চেনা নাহি যায় মুছলিম বলে
ভুল ক'রে স[illegible] [illegible]র বলে।
মনেতে তা[illegible]আমার অহংকার
দুনিয়াকে জানে কিছু না বা[illegible]
[illegible] জিত

চারিদিকে সবে ইছলাম ছাড়ি।
ইজ্‌মের (ism) ভীড়ে করে হুড়াহুড়ি
ইউরোপ বস্তুতান্ত্রিক ফাঁসে
বেঁধেছে সকলে কাল নাগপাশে।
ঐতিহ্য কৃষ্টি সকলে ভুলেছে
সব বর্ণ ঘুচে এক হয়ে গেছে।
কোট প্যাণ্টালুনে ছেয়ে গেছে সব
সাজ সাজ বলি উঠে কলরব।

পীরপরস্তী ও গোরপূজাতে
কলঙ্ক এনেছে তৌহিদেতে
তাক্‌লিদ আর ফেরকাবাদে
ঘুমায় আলস্যে নির্বিবাদে।
দেখে না সত্য আলোক কোথা
কোথায় জীবন চঞ্চলতা?
কোথায় খোদাই বাণী সে কোরান
কোথায় রছুল, তাঁর হাদিছ মহান?"

দূরে ফেলে সব মাণিক মণি
ধরেছে যাহা তা, প্রমাদ-খনি
মনগড়া সব কল্প কাহিনী
হয়েছে শাস্ত্র, জীবন বাণী।
ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ জীবন
পেচকের মত করিছে যাপন
দলে দলে শুধু কলহ কোন্দল
জাতীয় জীবনে উঠে হলাহল।
দুনিয়ায় তাই যলীল হয়ে
অমূল্য জীবন যাইছে বয়ে।

কুফরী, শেরেকী, বেদাতীর ধূম
বেড়ে গেছে, হায়, ইছলাম গুম।
শাওন বাদল অমানিশা তলে
ইছলাম রবি গেছে অস্তাচলে।

জাগাইতে পুনঃ মুগ্ধ জগজনে
নকীব হাঁকিছে, ঘোষিছে সঘনে
দূর হোক যত কুহেলী আঁধার
চারিদিক হোক নূরে আনোয়ার।
ফেরদৌসী হুর গেল্‌মানেরা
খিলাক মদিরা শারাব তুহুরা
ঘুচে যাক লগও বেহুদা কালাম
উঠুক ধ্বনি শুধু 'ছালাম, ছালাম'।

www.ahlehadeethbd.org

تفسير القرآن
কোর্‌আনের ভাষ্য

বিশ্বস্ততম তফ্‌ছির

— পূর্ব্বানুবৃত্তি

অধ্যাপক—মুহাম্মদ আদমুদ্দীন
এম, এ।

১৭। স্বরা বানী ইস্‌রাইল।

২২। ان قران الفجر كان مشهودا

নিশ্চয়ই প্রাতঃকালীন (কোরআনের) আবৃত্তি (নামায, ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক) দৃষ্ট হয়। ১৭ : ৭৮।

হয্‌রত আবু হোয়াররা (রাঃ) রস্থলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—জামাতের নামাযের ফজীলত একাকী নামায অপেক্ষা ৩৫ গুণ বেশী। প্রাতঃকালীন নামাযের সময় রাত্রির ফেরেশতাগণ ও দিবসের ফেরেশ্‌তাগণ সম্মিলিত হন।

১৮। স্বরা আল কাহফ।

২৩। ذلك تأويل হইতে واذ قال موسى لفتاه مالم تستطع عليه صبرا -

পর্য্যন্ত আয়াতগুলি। ১৮ : ৬০—৮২। ৯ ও ১০ রুকূ।

উবাই ইবন কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে. তিনি রাস্থলুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, "একদা হয্‌রত মূসা (আঃ) বানী ইস্‌রাঈলদের মধ্যে ওয়ায করিতেছিলেন। সেই সময় কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে? মূসা (আঃ) বলিলেন যে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। ইহাতে আল্লাহতাআলা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন, কেন না তিনি আল্লাহতাআলার প্রতি জ্ঞানের আরোপ করিলেন না। আল্লাহ তখন মূসা (আঃ) এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, "আমার যে ভৃত্য দুই নদীর সম্মিলনস্থলে আছেন তিনি তোমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।" মূসা (আঃ) বলিলেন,—"হে প্রভু আমি তাঁহাকে কিরূপে পাইব?" আল্লাহ বলিলেন,—"তুমি ঝুড়িতে করিয়া একটী মৎস্য লও। যেখানে গিয়া তুমি সেই মৎস্যটি হারাইবে সেই স্থানেই তাঁহাকে পাইবে। অতঃপর মূসা (আঃ) ঝুড়িতে একটি মৎস্য লইয়া ইউশা ইবনে নূন নামক জনৈক যুবকের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের নিকট আসিয়া সেখানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত হইলেন। তথায় মৎস্যটি জীবিত হইয়া ঝুড়িতে লাফালাফি করিতে লাগিল এবং উহা হইতে বাহির হইয়া নদীর মধ্যে চলিয়া গেল। আল্লাহ নদীতে উহার সন্তরণ বন্ধ করিয়া দিলেন (কাজেই উহা দূরে যাইতে পারিল না) এবং নদী উহার জন্য একটী নিরেট দেওয়ালের মত হইল। অতঃপর তাঁহারা যখন জাগ্রত হইলেন তখন মূসা (আঃ) এর সঙ্গী মৎস্য ঘটিত ব্যাপারটি তাঁহাকে বলিতে ভুলিয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিনের বাকী অংশ এবং প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি গমন করিলেন। মূসা (আঃ) তখন তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন,—"এখন প্রাতঃকালীন নাশ্‌তা আন, কেন না আমরা পথ চলিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি ৬২। তিনি (রাস্থলুল্লাহ দঃ) বলিলেন,—"আল্লাহ মূসা (আঃ) কে যেখানে যাইতে বলিয়াছিলেন—সেস্থান অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত তিনি ক্লান্ত হন নাই।" তখন তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের উপর বিশ্রাম করি তখন আমি

www.ahlehadeethbd.org

মৎস্যটির বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম এবং শয়তান ব্যতীত আর কিছুই আমাকে উহা আপনাকে বলিতে বিস্মৃত করে নাই—তখন উহা নদীতে চলিয়া গিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ৬৩। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—মৎস্যের জীবিত হইয়া নদীতে গমন মূসা ও তাহার সঙ্গীর জন্য আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল"। মূসা (আঃ) বলিলেন, "উহারই সন্ধানে আমরা বহির্গত হইয়াছি।" ৬৪। অতঃপর তাঁহারা পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন যতক্ষণ না তাঁহারা সেই প্রস্তরখণ্ডের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। অতঃপর সেখানে তাঁহারা বস্ত্রাবৃত একটি লোককে দেখিতে পাইলেন। মূসা (আঃ) তাঁহাকে সালাম দিলেন, তখন খিযর (আঃ), কেন না লোকটি খিযর (আঃ)ই ছিলেন বলিলেন এখানে আপনার এই পৃথিবীতে সালাম বা শান্তি কোথায়? তিনি (মূসা আঃ) বলিলেন, "আমি মূসা।" খিযর (আঃ): "বানীইসরাইলের মূসা।" তিনি বলিলেন, "জী হাঁ, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি যেন আপনি যে সৎপথের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমাকে শিক্ষা দেন ৬৬। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে সক্ষম হইবেননা। ৬৭। কেন না হে মূসা! আল্লাহর জ্ঞান হইতে আল্লাহ আমাকে এমন কিছু শিক্ষাদান করিয়াছেন যাহা আপনি জানেন না। পক্ষান্তরে আপনি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা আমি জানি না।" তখন মূসা (আঃ) বলিলেন—"আল্লাহ চাহেনত আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাইবেন এবং আমি কোনও ব্যাপারে আপনার অবাধ্যতা করিব না।" ৬৯। তখন খিযর (আঃ) বলিলেন,—"আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন তবে যতক্ষণ আমি আপনাকে কিছু না বলি ততক্ষণ আপনি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন না।" ৭০। অতঃপর তাঁহারা নদীতীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের নিকট দিয়া একখানি নৌকা অতিক্রম করিল। তাঁহারা নৌকার চালকের সহিত তাঁহাদের উহাতে আরোহণ করা বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। তাঁহারা খিযর (আঃ) কে চিনিলেন এবং বিনা ভাড়াতেই তাঁহাকে নৌকায় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। নৌকায় চড়িয়া অনতিকাল মধ্যেই খিযর (আঃ) কুঠার দ্বারা নৌকার একখানি তক্তা তুলিয়া ফেলিলেন। মূসা (আঃ) বলিলেন,—"লোকগুলি আমাদিগকে বিনা ভাড়ায় লইয়া গেল অথচ আপনি তাহাদের নৌকার একখানি তক্তা তুলিয়া ফেলিলেন? এরূপ করিয়া আপনি নৌকায় একটি ফাটল সৃষ্টি করিলেন যেন আরোহীগণ নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। আপনি নিশ্চয়ই একটি গুরুতর কাজ করিলেন" ৭১, ৭২। তিনি বলিলেন—"আমি কি আপনাকে পূর্বে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে সক্ষম হইবেন না? ৭৩। তিনি (মূসা আঃ) বলিলেন,—"আমি যে ভুল করিয়াছি তার জন্য আমার ত্রুটি ধরিবেন না এবং আমার বিষয়ে আমার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।" রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—"কাজেই মূসা (আঃ) এর ভুলের জন্যই প্রথম ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল।" তিনি আবার বলিলেন,—"অতঃপর একটি চড়ুইপক্ষী আসিয়া নৌকার ধারে বসিল এবং উহার চঞ্চু দ্বারা এক চুমুক পানি তুলিয়া লইল। ইহাতে খিযর (আঃ) মূসা (আঃ) কে বলিলেন,—"আমার ও আপনার জ্ঞান ঐ চড়ুইপক্ষী নদী হইতে যতটুকু পানি তুলিয়া লইল ততটুকু বই নয়।" তার পর তাঁহারা নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং নদীতীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা একটি বালককে অপর কতগুলি বালকের সহিত খেলা করিতে দেখিলেন। খিযর (আঃ) বালকটির মস্তক ধারণ করিয়া স্কন্ধ হইতে উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া বালকটিকে হত্যা করিলেন। তখন মূসা (আঃ) বলিলেন, "আপনি একটি পবিত্র প্রাণ প্রাণের প্রতিদান ব্যতিরেকেই বিনাশ করিলেন? আপনি ইহা একটি অতি গর্হিত কাজ করিলেন।" ৭৫। খিযর (আঃ) বলিলেন,—"আমি কি আপনাকে

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বেই বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে সক্ষম হইবেন না?” ৭৬। রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোর। মূসাঃ (আঃ) বলিলেন,—“ইহার পর আর যদি কোন প্রশ্ন করি তাহা হইলে আমাকে আর সঙ্গে লইবেন না, কেন না, আপনি আমার পক্ষ হইতে আমাকে পরিত্যাগ করার যথেষ্ট ওজুহাত পাইয়াছেন। ৭৭। অতঃপর তাঁহারা রওয়ানা হইলেন এবং একটি গ্রামের অধিবাসীর নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। ইহাদের নিকট তাঁহারা খাদ্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা আতিথ্য প্রদানে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাঁহারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ দেওয়াল দেখিলেন। রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—“উহা মায়েল অর্থাৎ কাত হইয়াছিল।” তখন খিযর (আঃ) উত্থান করিলেন এবং স্বহস্তে উহা মেরামত করিয়া দিলেন। তখন মূসা (আঃ) বলিলেন—“এই লোকগুলির নিকট আমরা খাদ্য প্রার্থনা করিলাম ইহারা আমাদিগকে খাইতেও দিল না, আপনি ইচ্ছা করিলে উহার জন্য পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন। ৭৮। তিনি (খিযর আঃ) বলিলেন, “ইহাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ। আর উহাই আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করিতে সক্ষম হন নাই তাহার তাৎপর্য্য। রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, “মূসা (আঃ) যদি আরও ধৈর্য্যধারণ করিতেন এবং আল্লাহ তাঁহাদের ঘটনা আমাদের নিকট বিবৃত করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।

১৯। ছুরা মারইয়াম।

২৩। و انذرهم يوم الحسرة

এবং তাহাদিগকে হতাশা ও আফসোসের দিবস সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দাও। ১৯ : ৩৯।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলিতেছেন যে,—রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—“একটী ধূসর বর্ণের মেষের আকারে মৃত্যুকে আনয়ন করা হইবে। অতঃপর একজন আহ্বানকারী বেহেশতের অধিবাসীগণকে আহ্বান করিবেন এবং তাঁহারা উহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবেন। আহ্বানকারী তখন বলিবেন,—“তোমরা কি ইহা চিন?” তাঁহারা বলিবেন—“হাঁ, ইহা মৃত্যু” এবং প্রত্যেকেই এক নজর দেখিয়া লইবেন। অতঃপর দোজখের অধিবাসীগণও আহূত হইবে এবং তাহারাও উদ্‌গ্রীব হইয়া উহা দেখিবে। আহ্বানকারী তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিবেন,—“তোমরা কি ইহা চিন?” তাহারা বলিবে “হাঁ, ইহা মৃত্যু” এবং প্রত্যেকেই উহাকে এক নজর দেখিয়া লইবে। তার পর উহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহাদিগকে (দোজখ ও বেহেশ্‌তের অধিবাসীগণকে) সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, “হে বেহেশ্‌ত বাসীগণ! চিরকালের জন্য (অবস্থান কর) আর মৃত্যু হইবে না। হে দোজখের অধিবাসীগণ! চিরকালের জন্য (অবস্থান কর) আর মৃত্যু হইবে না।” অতঃপর রাছুলুল্লাহ (দঃ) পাঠ করিলেন, “এবং তাহাদিগকে হতাশা ও আফসোসের দিবস সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দাও যখন তাহাদের অনবহিত অবস্থাতেই ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করা হইবে, আর ইহারা (জগদ্বাসিগণ) অনবহিত এবং তাহারা বিশ্বাস করে না।

২১। ছুরা আম্বিয়া।

২৫। كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا

আমরা যেমন প্রথম সৃষ্টি উদ্ভাবন করিয়াছি তদ্রূপই উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিব, উহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ২১ : ১০৪।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেছেন,—“একদা রাছুলুল্লাহ (দঃ) উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিলেন,—“নিশ্চয়ই তোমরা উলঙ্গ এবং অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় উত্থিত এবং আল্লাহর নিকট নীত হইবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন “আমরা প্রথম সৃষ্টি যেরূপে উদ্ভাবন করিয়াছি সেইরূপেই উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিব উহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।”

২৪। ছুরা নূর।

২৬। و الذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين -

আর যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের উপর ব্যভিচারের

www.ahlehadeethbd.org

দোষারোপ করে অথচ তাহারা স্বয়ং ব্যতীত আর কোন সাক্ষী থাকে না এরূপ অবস্থায় তাহাদের প্রত্যেককে চারি বার সাক্ষ্য দিতে হইবে এবং (তাহাদিগকে) আল্লাহর নামে শপথ করিয়া (বলিতে হইবে) যে 'সে সত্যবাদী'। ২৪ ঃ ৬।

ওয়াইমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিতেছেন যে, ... তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ কে বলিলেন,—"হে রাসূলুল্লাহ কোনও লোক যদি অপর একটি লোককে তাহার স্ত্রীর সহিত দেখে এবং সে (স্বামী) যদি সেই লোকটিকে হত্যা করে, তাহা হইলে কি করিবেন? হত্যাকারীকে কি (নরহত্যার অপরাধে) প্রাণদণ্ড দিবেন।" রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—"আল্লাহ তোমার এবং তোমার সঙ্গিনীর সম্বন্ধে ওহী নাযেল করিয়াছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ তাহাদিগকে আল্লাহ তাঁহার গ্রন্থে যেভাবে বিধান দিয়াছেন সেই ভাবে মুলায়েনা (পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত) করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাহারা মুলায়েনা করিল। সংক্ষিপ্ত।

২৫। সূরা আল-ফোরকান।

২৭। الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا

যাহারা তাহাদের চেহরার উপর ভর রাখিয়া কেয়ামতের দিন উত্থিত হইবে এবং দোজখের দিকে প্রেরিত হইবে উহারা সর্বাপেক্ষা হীন অবস্থাপন্ন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক বিপথগামী। ২৫ ঃ ৩৫।

কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিতেছেন যে, একটি লোক বলিল, "হে রাসূলুল্লাহ (দঃ)! কাফেরগণ কি কেয়ামতের দিন তাহাদের চেহরার উপর ভর দিয়া উত্থিত হইবে?" তিনি বলিলেন, "যিনি তাহাকে পৃথিবীতে পায়ে ভর দিয়া চলাইতে সক্ষম তিনি কি কেয়ামতের দিন তাহাকে চেহরার উপর ভর দিয়া চলাইতে পারেন না?" কাতাদা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই, আমাদের প্রভুর সম্মানের শপথ (তিনি পারেন)।

২৬। সূরা আশ-শো'আরা।

২৮। ولا تخزنى يوم يبعثون

আপনি আমাকে যে দিন তাহারা উত্থিত হইবে সেদিন (কেয়ামতের দিনে) অপমানিত করিবেন না। ২৬ ঃ ৮৭।

আবু হোরায়রা (রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—"ইবরাহীম (আঃ) কেয়ামতের দিন তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং আল্লাহকে বলিবেন,—"হে আমার প্রভু! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহারা যেদিন উত্থিত হইবে সেই দিন আমাকে অপমানিত করিবেন না।" তখন আল্লাহ বলিবেন,—"নিশ্চয়ই আমি কাফেরগণের জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিয়াছি।"

৩০। সূরা আর-রূম।

২৯। لا تبديل لخلق الله

আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ৩০ ঃ ৩০।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—"সব শিশুই ফিৎরাত অর্থাৎ স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহার পিতামাতাই তাহাকে ইয়াহুদী, নাছারা মজুসী প্রভৃতিতে পরিণত করে। যেমন পশু সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিখুত শাবক প্রসব করে, তোমরা কি তাহাদের কোন শাবককে কানকাটা বা নাক কাটা দেখিতে পাও?" অতঃপর তিনি বলিলেন,—আল্লাহর নিয়ম, যে নিয়মের উপর আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনই পরিবর্তন নাই। উহাই সুদৃঢ় ধর্ম।

৩২। সূরা আস-সাজদাহ।

৩০। فلا تعلم نفس ما اخفى لهم

কেহই জানে না তাহাদের জন্য কি গুপ্ত রাখা আছে। ৩২ ঃ ১৭।

হযরত আবু হোরায়রা বলিতেছেন,—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,—আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন দ্রব্য

www.ahlehadeethbd.org

সমূহ প্রস্তুত রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষ ও মনে ধারণা করিতে পারে নাই।" অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, "কেহ জানে না তাহার জন্য চক্ষু শীতলকর কি বস্তু গুপ্ত রাখা আছে, উহা তাহারা যে কার্য্য সমূহ করিয়াছে তাহারই পুরস্কার।

৩৩। সূরা আল আহযাব।

৩১। النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم (সকল দিক দিয়া) নবী (দঃ) মুমেনদিগের জন্য তাহাদের নিজ অপেক্ষাও যোগ্যতর। ৩৩ : ৬।

হযরত আবু হোরায়রা বলিতেছেন রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, এমন কোন মুমেন ব্যক্তি নাই যাহার কাছে আমি ইহকাল ও পরকালে তাহার নিজ হইতে প্রিয়তর ও যোগ্যতর (বিবেচিত) নই। অতএব তোমরা যদি চাও তবে পাঠ কর "নবী (দঃ) মুমেনদিগের জন্য তাহাদের নিজ অপেক্ষাও যোগ্যতর। অতএব কোন মুমিন সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার আত্মীয়গণের মধ্যে যাহারা থাকিবে তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে। আর যদি ঋণ বা ক্ষতি রাখিয়া গিয়া থাকে তাহা আমার নিকট আনিবে, আমিই ঐগুলির উত্তরাধিকারী।

৩২। لا جناح عليهن فى ابائهن ولا ابنائهن الاية

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেছেন—"পরদার আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর একদা আবুল কো'আয়সের (হজরত আয়েশার পালক-পিতা) ভ্রাতা আফ্‌লাহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর অনুমতি ব্যতীত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিতে পারি না, কেন না তাঁহার ভ্রাতা আবুল কোআয়েস আমাকে স্তন্যপান করান নাই, আবুল কোআসের স্ত্রী আমাকে স্তন্যপান করাইয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (দঃ) আসিলেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম, হে রাসূলুল্লাহ (দঃ)! আবুল কোআয়েসের ভ্রাতা আফলাহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। আমি আপনার অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করি নাই। তিনি (দঃ) বলিলেন—তুমি তোমার চাচাকে দেখা করিতে অনুমতি দিলেনা কেন? আমি বলিলাম হে রাসূলুল্লাহ লোকটিত আমাকে স্তন্যদান করেন নাই, আবুলকোআয়েসের স্ত্রী আমাকে স্তন্যদান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "তোমার দক্ষিণ হস্ত সিক্ত হউক, তাহাকে অনুমতি দাও, যে হেতু সে তোমার পালক চাচা।" আবুল আলিয়া বলিয়াছেন এই জন্য হজরত আয়েশা বলিতেন, "বংশের যে সমস্ত সম্পর্ক কে হারাম জান স্তন্যপানের জন্য ও সেই সমস্ত সম্পর্ককে হারাম জানিবে।

৩৩। ان الله و ملئكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما

নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ নবী (দঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করেন (অতএব) হে মুমিনগণ তোমরা ও তাঁহার উপর দরূদ পাঠ কর এবং সালাম প্রেরণ কর। ৩৩ : ৫৬।

কা'ব ইবনে উয্‌রা (রাঃ) বলিতেছেন,—একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, "হে রাসূলুল্লাহ (দঃ) আপনার উপর সালাম (শান্তি প্রার্থনা) ত আমরা জানি, সালাত (দরূদ) কিরূপ? তিনি বলিলেন,—তোমরা বল,—"আল্লাহোম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদীন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদীন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহোম্মা বারেক 'আলা মুহাম্মদীন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ক্রমশঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইছ্‌লামি অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্র

হুজ্জাতুল ইছ্‌লাম—দেহ্‌লভী

[হুজ্জাতুল ইছ্‌লাম শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দেছ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কার্লমার্ক্সের এক শত পনের বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্বোর্‌আন ও হাদিছের ভিত্তির উপর তিনি রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির বহু বিস্তৃত এক প্রোগ্রাম রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদীদের অর্থনৈতিক প্ল্যানের কাঠাম দর্শন করিয়া অনেক লোক বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আপন ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখার তাহাদের অবসর নাই। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" হইতে চয়ন করিয়া ইছ্‌লামি অর্থনীতির কয়েকটী সূত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বকার ভাষায় তিনি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের মত তখন উহা নিজস্ব পারিভাষিক শব্দে সম্পদশালী হইয়া উঠে নাই এবং স্বতন্ত্র শাস্ত্রের আকার ধারণ করে নাই,—সম্পাদক।]

১। কোন স্থানে যখন বহু সংখ্যক লোক বসবাস করে, তখন তমাদ্দুনি জীবনের অপরাপর বিষয়সমূহের ন্যায় জনমণ্ডলীর অর্থনৈতিক মান যাহাতে অন্যায় ও অসমঞ্জস হইয়া না উঠে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হুকুমতের অবশ্য কর্ত্তব্য। নাগরিকগণের অধিকাংশ যদি শিল্পকলা এবং রাষ্ট্রের শাসনশৃঙ্খলার কার্য্যে ঝুঁকিয়া পড়ে আর পশুপালন, কৃষি ও খাদ্যসামগ্রীর সংগ্রহ-কার্য্য মুষ্টিমেয় লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় তাহা হইলে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে। আবার কিছু লোক যদি জীবিকার জন্য মদ্য প্রস্তুত ও প্রতিমা নির্ম্মাণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার বহুবিশ্রুত কুফল জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত হইবেই এবং তাহাদের নৈতিকজীবন বিপন্ন না হইয়া যাইবে না। হুকুমৎ যদি জনমণ্ডলীকে বিপথগামী হইতে না দেয় আর তামাদ্দুনের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষণ-কল্পে বৃত্তি ও অর্থোদ্গমের ব্যবস্থাকে সুসমঞ্জস করিয়া জনগণের মধ্যে শ্রমবণ্টন করিয়া দিতে থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণ শান্তি ও সুখের জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে।

২। তামাদ্দুন বিপন্ন হইবার প্রধান অন্যতম কারণ ধনিক ও উন্নত শ্রেণীর প্রবৃত্তিপরায়ণতা। তাহারা সরল জীবনযাত্রা প্রণালী এবং প্রকৃত প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া বিলাস ব্যসন ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইয়া পড়ে। জনসাধারণ তাহাদের রুচি লক্ষ্য করিয়া এবং তাহা লাভজনক মনে করিয়া ধনিক ও উন্নত শ্রেণীর আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য নানারূপী উপায় অবলম্বন করে এবং সেইভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। একদল বালিকাদিগকে 'নাচগান' শিখাইবার জন্য স্কুল খুলিয়া দেয়, অপর দল রং বেরঙ্গের চিত্রিত ও বহুমূল্য বেশভূষা প্রস্তুত করার কার্য্যে লাগিয়া যায়; তৃতীয় দল দৃষ্টি বিভ্রমকারী নানারূপ মনোরম অলঙ্কার প্রস্তুত করার কার্য্যে মনোনিবেশ করে; চতুর্থ দল সুদৃশ্য গগনচুম্বী অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। ফলতঃ কোন দুর্ভাগা রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী জীবিকানির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে বর্ণিত উপায় সমূহ অবলম্বন করার জন্য যখন ব্যস্ত হইয়া উঠে তখন জীবিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপায় এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় তামাদ্দুনি বিষয়সমূহ পরিত্যক্ত হয়; মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আবশ্যক পেশাসমূহ অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহিলেও ট্যাক্সের গুরুভারে তাহাদের স্কন্ধ অসহনীয় ভাবে নত হইয়া পড়ে। কারণ বিলাস-ব্যসন ও ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য ধনিক ও উন্নত শ্রেণীর লোকদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘটে। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের পেট না কাটা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাচুর্য্যের ক্ষুধা মিটিতে পারেনা। অধিকন্তু ধনিক ও উন্নত শ্রেণীর লোকেরা আপন ভোগ-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া রাষ্ট্র ও জনস্বার্থের জন্য এক পয়সাও ব্যয় করার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেনা। তাহাদের আচরণের পরিণতি স্বরূপ জাতির সমগ্র তামাদ্দুন বিষাক্ত হইয়া পড়ে, জলাতঙ্ক রোগের ন্যায় ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ জাতির সমস্ত দেহে সংক্রামিত হইয়া যায়। তামাদ্দুন পা আছড়াইতে আছড়াইতে তাহার শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যে জাতির পার্থিব গৌরবের এ রূপ শোচনীয় পরিণাম, তাহাদের পারলৌকিক গতির অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?

৩। আরবের বহির্ভূত জাতিসমূহ যখন উল্লিখিত মহাব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ্ তাঁহার প্রেরিত শেষ রূহানি চিকিৎসক (দঃ) কে উক্ত পীড়া সমূলে উৎপাটিত করার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রছুলুল্লাহ্ (দঃ) রোগ নির্ণয় করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মুমূর্ষু তামাদ্দুনের মূলব্যাধি-রূপে সুন্দরী নর্ত্তকী ও গায়িকাদের প্রতি অতি আগ্রহ, পুরুষদের রেশম ও অনুরূপ বহুমূল্য বেশ-ভূষার বাতিক, স্বর্ণরৌপ্যের আদান প্রদানের মধ্যে কমবেশী করার প্রথা এবং আরো কতকগুলি বিষয় স্থানাধিকার করিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কৃত্রিম ও ধ্বংসাত্মক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার উপাদান সমূহ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন।

অর্থনীতির প্রাকৃতিক সূত্র :—

৪। যে প্রাকৃতিক সূত্রের উপর ইছ্লামি অর্থনীতির বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিম্ন রূপী :—

আল্লাহ প্রাণীজগতকে ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবিকার ব্যবস্থাও এই পৃথিবীর উপর নিরূপিত করিয়াছেন এবং তাহাদের সকলের জন্য জমির উৎপন্ন দ্বারা উপকৃত হওয়ার কার্য্য বিধিসঙ্গত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ক

৫। স্বার্থপরবশ-প্রতিযোগিতা ও আপোষ সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ায় এবং অপরকে বঞ্চিত করিয়া প্রত্যেকেই জীবিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকরণ স্বয়ং অধিকার করিয়া বসার উদ্যোগ করায় অনাচার ও অসামঞ্জস্য বিদূরিত করার জন্য আল্লাহর ব্যবস্থা হইল এই যে, যাহার জন্য যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, অপর ব্যক্তি তাহার মধ্যে বাধা জন্মাইতে পারিবে না। *

৬। অধিকার অবধারিত হইবার উপায় দ্বিবিধ :— কোন ব্যক্তি অথবা তাহার পূর্ব্বপুরুষ সকলের পূর্ব্বে যে বস্তু অধিকার করিয়া লইয়াছে অথবা সর্ব্বজনমান্য নিয়ম অনুসারে যে বস্তুর উপর তাহার অধিকার সাব্যস্ত রহিয়াছে।

(১—৩) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা : ২৯৫ পৃঃ।

ক কোর্‌আনের নিম্নলিখিত আয়ৎসমূহ হইতে উক্ত সূত্র পরিগৃহীত হইয়াছে :—

ولقد مكنكم فى الارض و جعلنا لكم فيها معايش -

অনন্তর নিশ্চয় তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠের উপর আমি প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছি এবং তাহার মধ্য হইতে তোমাদের জীবিকা অবধারিত করিয়াছি,—আল্ আ'রাফ : ১০ আয়ৎ।

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها -

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণীর আহার্য্যের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন,—হুদ : ৬ আয়ৎ।

هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا -

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তোমাদের জন্য সৃজন করিয়াছেন,—আলবাকারা : ২৯ আয়ৎ। —সম্পাদক।

* জীবিকার বণ্টন এবং ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি নিম্নলিখিত আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হয় :—

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا -

পার্থিব জীবনের জীবিকা আমি স্বয়ং মনুষ্যজাতির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছি,—যুখ্রুফ : ৩২।

www.ahlehadeethbd.org

৭। বিনিময় অথবা আপোষ সম্মতি দ্বারা অধিকার হস্তান্তরিত হইতে পারিবে, কিন্তু সম্মতি সজ্ঞানে হওয়া আবশ্যক।

৮। প্রবঞ্চনা অথবা বাধ্যতামূলক ভাবে যে সম্মতি গৃহীত হইবে, তাহা অগ্রাহ্য।

৯। বৈধ ধনের সাহায্যে ধনবৃদ্ধি করার কার্য্যকে বিধিসঙ্গত করা হইয়াছে। যেমন চারণের সাহায্যে পশুপালের সংখ্যা বৃদ্ধিকরা অথবা সার ও সেঁচের সাহায্যে কৃষি করা।

১০। তামাদ্দুনের মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে এরূপভাবে কেহ কাহাকেও অসুবিধায় ফেলিতে পারিবে না।

যেহেতু সহযোগ ও সহানুভূতি ছাড়া তামাদ্দুন রক্ষা পাইতে পারে না এবং জীবিকার্জ্জনও সম্ভবপর হয় না, অতএব নাগরিক অবস্থার উন্নতিসাধন কল্পে কর্ম্মবিভাগ ও বৈধ জীবিকার সাহায্যে ধনবৃদ্ধির অধিকার দিতে হইবে। কেহ এক নগর হইতে অন্য নগরে পণ্যদ্রব্য আমদানি করিবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহাকে উহা হেফাযৎ করিতে হইবে। কেহ দ্রব্যের প্রকরণকে উন্নতধরণে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে কেহ কাঁচামালকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিবে।

১১। শ্রম ও সহযোগ বিবর্জ্জিত লভ্য যেমন জুয়া ও লটারী এবং বাধ্যতামূলক সম্মতি যেমন সুদী লেন দেন ইত্যাদি তামাদ্দুনি দৃষ্টিভঙ্গীতে বাতিল ও অপবিত্র।

১২। দারিদ্র্য নিবন্ধন অনেক ব্যাপারে যদিও বঞ্চিত দলের সম্মতি এবং আপোষ সহযোগ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আদৌ সম্মতি ও সহযোগের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। অভাবের তাড়নায় বঞ্চিতের দল এমন কতকগুলি শর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়, যাহা পূরণ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সর্ব্ববিধ সম্মতি ও সহযোগ যাহা যবরদস্তিমূলক, তাহা ইছ্‌লামে স্বীকৃত হয় নাই। ‡

১৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি কোন মৃত ভূখণ্ডকে পুনর্জীবিত করিবে, সেই জমি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট। من احيى ارضا ميتة فهى له * মৃতভূখণ্ডের তাৎপর্য্য যে জমি আবাদি নয়, আর পুনর্জীবিত করার অর্থ

‡ বায়হকি আপন ছনদে আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ বলেন :—

তিন প্রকার লোকের আমি বিরুদ্ধাচরণ করিব, আর আমি যাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব তাহাকে পরাভূত করিয়াই ছাড়িব। (তিন প্রকার লোকের মধ্যে এক প্রকার) যাহারা শ্রমিকের নিকট কাজ ষোল আনা বুঝিয়া লয় কিন্তু শ্রমের উপযোগী পারিশ্রমিক দেয় না,—ছুননে কুব্‌রা : (৬) ১২১ পৃঃ।

قال الله عز و جل : ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل استاجر اجيرا استوفى منه ولم يوفه

হাফেয ইব্‌নে হয্‌ম বলেন :—শ্রমিক স্বাধীন বা দাস যাহাই হউক না কেন, যতটুকু কাজ সে ভাল ভাবে করিতে পারে এবং যাহা তাহার সাধ্যায়ত্ত ততটুকুই তাহার নিকট হইতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এরূপ ভাবে কাজ লওয়া চলিবে না—মুহাল্লা : (৮) ১৮৩পৃঃ —

وليستعملهما فيما يحسنانه و يطيقانه بلا اضرار بهما -

সম্পাদক।

* এই হাদিছ বুখারী মুআল্লক ভাবে স্বীয় ছহিহ গ্রন্থে আম্‌র বিনে আওফের প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তিরূপে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন এবং বয়হকি মুত্তাছিল ভাবে ছয়ীদ বিনে যয়েদ ও উর্‌ওয়া বিনুয যুবায়রের (রাযিঃ) বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ফারুক (রাযিঃ) আপন খুৎবায় উক্ত কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন বলিয়া প্রমাণিত আছে। আলি মুর্ত্তযা (রাযিঃ) কুফার পতিত জমিসমূহ সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেন। বুখারী, আবুদাউদ, তির্‌মিযি ও বায়হকি উম্মুল্‌মু মেনিন আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

যে জমি কাহারো অধিকৃত নয়, যে ব্যক্তি উহা আবাদ করিবে, সেই ব্যক্তি উক্ত জমির প্রকৃত হক্‌দার। দেখ : বুখারী : (২) ৩১ ও ৩২ পৃঃ; আত্‌তাজ : (২) ২৫৭ পৃঃ, ছুনানুল কুব্‌রা : (৬) ১৬২ পৃঃ। সম্পাদক।

من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহাকে আবাদ করা অথবা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা।

১৪। উল্লিখিত হাদিছে এই নীতি বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সম্পত্তির যথার্থ অধিকারী আল্লাহ, অন্য কাহারো অধিকার বাস্তব ও প্রকৃত নয়। আল্লাহ স্বীয় অধিকৃত বস্তু দ্বারা উপকৃত হইবার জন্য যখন সকলকে অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন উক্ত বস্তুর স্বত্ব লইয়া স্বাভাবিক ভাবে কলহের উদ্ভব হইল। সুতরাং উক্ত গোলযোগের নিবৃত্তিকল্পে আদেশ প্রদত্ত হইল যে, কোন ব্যক্তি একটা জিনিষ সর্ব্বপ্রথম দখল করিয়া লইলে তাহাকেই উক্ত জিনিষের স্বত্বাধিকারী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব কোন পতিত ও অনাবাদি জমি, যাহা জনপদের ভিতর বা তাহার উপকণ্ঠে অবাস্থত নয়, যে ব্যক্তি কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহা আবাদ করিবে বা আবাদের উপযোগী করিয়া তুলিবে, সে উক্ত জমির অধিকারী হইবে এবং তাহাকে উহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কারণ সমগ্র ভূখণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে মছ্জিদ ও সরাইয়ের ন্যায়। মছ্জিদ ও সরাইগুলি যেরূপ মুছল্লি ও পথিকদের জন্য ওয়াক্ফ থাকে এবং সকল মুছল্লির মছ্জিদকে আর সকল পথিকের সরাইকে ব্যবহার করার যেরূপ তুল্য অধিকার আছে, সেইরূপ সমস্ত ভূখণ্ডকে ব্যবহার করার প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার রহিয়াছে। মছ্জেদের একস্থানে কোন মুছল্লি নামাযের জন্য বসিলে বা সরাইয়ের কোন অংশে কোন পথিক তাহার ডেরা ফেলিলে যেমন উক্ত মুছল্লি বা পথিককে উঠাইয়া দেওয়া চলে না, সেইরূপ পতিত ও অনধিকৃত ভূখণ্ডের কোন অংশ এক ব্যক্তি ঘিরিয়া লইলে নির্দ্দেশিত স্থানটী ব্যবহার করার তাহাকেই অধিকতর হকদার বিবেচনা করিতে হইবে। স্বত্বের অর্থ শুধু এইটুকু যে, একজন মানুষ অপরের তুলনায় কোন জিনিষ ব্যবহার করার অধিকতর অধিকারী।

উল্লিখিত নীতিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) আর একটী হাদিছে বিষদতর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরতের (দঃ) নির্দ্দেশ এই যে عادی الارض لله ولرسوله ثم هی لکم - পরিত্যক্ত জমির অধিকারী আল্লাহ ও তদীয় রছুল, অতঃপর উহা তোমাদের।* [আদ নামক জাতি বিধ্বস্ত হওয়ার পর তাহাদের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডকে 'আদি জমি' বলা হইত। এক্ষণে যে কোন জাতি বা ব্যক্তি যাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন দাবীদার বিদ্যমান নাই, সেইরূপ জমিকে 'আদিয়ুল আরয' বলা হয়—অনুবাদক] কোন জাতি বা ব্যক্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে এবং কেহ আইন সঙ্গত দাবীদার না থাকিলে উক্ত জমির উপর মানবীয় স্বত্ব লোপ পাইবে এবং উহা আল্লাহর নিজস্ব অধিকারে 'খাছ' হইয়া যাইবে।

১৫। অর্থনীতির দ্বিতীয় সূত্র এই যে, নাগরিকদের প্রত্যেকেই যাহাতে তামাদ্দুনের কাঠামে যথাবিহিত স্থান পাইতে পারে এবং সকলেই সহযোগী হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অক্ষম লোক ছাড়া যাহাতে কেহ বেকার না থাকে, সেইরূপ আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

১৬. তৃতীয় সূত্র এই যে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে যে সকল বস্তু স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যেগুলি ব্যবহারোপযোগী করার জন্য দল বা ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতা ও শ্রমের আবশ্যক হয় না সে সকল বস্তু সরকারী থাকিবে। অর্থাৎ সেই সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হইবার প্রত্যেকেরই অধিকার থাকা আবশ্যক। যদি এমন বস্তু হয় যে আটক না করা পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা উপকৃত হওয়া না যায় তাহা হইলে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, যতটুকু প্রয়োজন তাহা

* বয়হকি তাঁহার ছুনেনে এই হাদিছ মুর্ছালরূপে তাউছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন। মরফুভাবে ইব্নে-আব্বাছের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ যাহা রেওয়ায়ৎ করিয়াজেন তাহা এই যেঃ— موتان الارض لله ولرسوله فمن احيا منها شيئا فهی له মৃত ভূখণ্ড আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ), যে ব্যক্তি তন্মধ্যে কোন অংশ পুনর্জ্জীবিত করিবে সে অংশ তাহার। (৬) ১৪৩ পৃঃ। সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপেক্ষা বেশী সময় বা পরিমাণ কেহ যেন আটক করিতে না পারে। ঠিক প্রয়োজন মত আটকাইয়া রাখার পর অপরের জন্য উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ফল কথা, ব্যাপক ভাবে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির ব্যবহার সঙ্কোচিত করা চলিবে না, যেমন ঘাস ও জঙ্গলের কাঠ প্রকৃতি-দত্ত অবদান; উক্ত জিনিষগুলি উৎপন্ন করিতে কাহারো শ্রম বা চেষ্টা আবশ্যক হয় না, সুতরাং উল্লিখিত জিনিষগুলি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থে মুক্ত রাখিতে হইবে, নিজস্ব করিয়া রাখার কাহারো অধিকার নাই।

১৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—চারণভূমি আল্লাহ ও রছুল (দঃ) ছাড়া لا حمى الا لله و رسوله কাহারো অধিকারভুক্ত নয়। * প্রাক্ইছলামি যুগে নিয়ম ছিল যে, উর্ব্বর ও সবুজ চারণভূমিগুলি ধনিকরা নিজস্ব করিয়া লইত এবং সর্ব্বসাধারণকে ব্যবহার করিতে দিত না। তাহাদের উক্ত আচরণ অত্যাচার মূলক, জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক ও অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া ইছলামের ন্যায়পরায়ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে তাহা রহিত হইয়াছে।

১৮। মহযুরের ঝরণা সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) পায়ের গাঁইট পর্য্যন্ত উচ্চভূমির জন্য পানি আটকাইয়া রাখার পর নিম্নভূমির জন্য ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السيل المهزور ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل -

যুবায়র বিনুল আওয়ামের (রাযিঃ) মামলায় রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছিলেন :—যুবায়র, ক্ষেতের اسق يا زبير ثم احبس حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك প্রাচীরের গোড়া পর্য্যন্ত পানি আটক করিয়া রাখার পর তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছাড়িয়া দিবে। ৭

উপরোক্ত হাদিছ দুইটীতে অধিকার ও পরিমাণের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমতঃ নিকটতম ব্যক্তির দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। আবশ্যক বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যাহারা, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দূরবর্ত্তীদের প্রয়োজনকে অগ্রগণ্য করা অবিধেয় আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাবীও অগ্রাহ্য। পায়ের গাঁইট আর প্রাচীরের গোড়া পর্য্যন্ত পানির পরিমাণ অভিন্ন, ইহা অপেক্ষা কম পানি মাটি শুষ্ক করিয়া ফেলে আর ফসল বুনিবার পক্ষে ইহার অতিরিক্ত পানি আবশ্যক নয়।

১৯। আব্ইয়ায্ বিনে হাম্মালকে রছুলুল্লাহ (দঃ) মাআরিবের লবণের হ্রদ তাঁহার প্রার্থনা মত দান করিয়াছিলেন। জনৈক ব্যক্তি হযরত (দঃ) কে জ্ঞাপন করেন যে, উক্ত হ্রদে লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আব্ইয়াযের নিকট হইতে হ্রদ ফেরৎ গ্রহণ করেন এবং দান করিতে অসম্মত হন।

এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে মুক্ত খনি, যাহার পদার্থ উত্তোলন বা ব্যবহারোপযোগী করা বহু আয়াস-সাধ্য নয়, তাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং জনগণকে তাহার অবাধ ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করা জনস্বার্থের প্রতিকূল এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর, সুতরাং উল্লিখিত শ্রেণীর খনি সমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ‡

---

* বুখারী :—(২) ৩৫ পৃঃ। বর্ত্তমান সময়েও ধনিক ও পুঁজিপতির দল চারণ ভূমিগুলি বিনামূল্যে অথবা নাম মাত্র মূল্যে হস্তগত করিয়া নিজস্ব অধিকারে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। সম্পাদক।

৭ মহ্যুরের ঝরণা-মদিনার উপকণ্ঠে বনিকুরায়যা প্রান্তরে প্রবাহিত ঝরণার নাম। উভয় হাদিছ আবুদাউদ তাঁহার ছুননে সঙ্কলিত করিয়াছেন। প্রথম হাদিছ আম্রবিনে শুআয়েবের পিতামহের বাচনিক এবং দ্বিতীয়টী যুবায়রের পুত্র আবদুল্লাহর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। (আওনুল মা'বূদ সহ : ৩—৩৫২ ও ৩৫৩ পৃঃ)। আবুদাউদ জনৈক মুহাজেরের বাচনিক ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—তিনটী জিনিষে সমস্ত মুছলমান পরস্পরের শরিক :—পানি, ঘাস ও আগুন। (৩) ২৯৫ পৃঃ।

‡ টীকার অবশিষ্ট ৬৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একবাল সাহিত্যের মর্ম্মবাণী

(২)

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

একবাল সাহিত্যের উৎস-মূলের সন্ধান পাইতে হইলে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক পার্থক্যের প্রতি নজর দিতেই হইবে। মোছলেম ও অমোছলেম সুধীগণের চিন্তা-ধারা এবং লক্ষ্যপথের পার্থক্য হইতেছে ইহাই। অন্তহীন সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় মানুষের মনও এক গভীর, দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্গম রাজ্য। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সংঘাতে সেখানে স্তরে-স্তরে পলি মাটী জমা হইয়া নিরন্তর অফুরন্ত ভাবলোক রচিত হইতেছে। কবি দার্শনিক প্রভৃতি মরমী মানুষের রচনায় তাঁহাদের মর্ম্মলোকের যে ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সুন্দর ও শয়তান, সত্য ও মিথ্যা, সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি দুইই প্রতিফলিত হয়। উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে পতিত নোঙ্গরছেঁড়া নৌকার আরোহীর ন্যায় মানুষ নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ত মতবাদ ও চিন্তার সংঘাতে হাবুডুবু খাইতেছে, নানা চিন্তার গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। ফলে মানুষের মানসলোক আলোকদীপ্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে পুঞ্জীভূত জঞ্জালে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের অমোছলমান পণ্ডিত সমাজের নানা গবেষণালব্ধ রচনাবলী মাকড়সার জালের ন্যায় শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করিতেছে, মানুষকে সুপথ দেখাইয়া শান্তির সন্ধান দিতে পারিতেছে না। কারণ কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মহাসত্যকে অমোঘজ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া তার উপর চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করিবার বালাই তাঁহাদের নাই। কিন্তু একজন ঈমানদার মোছলমান পণ্ডিতকে বিশ্বের সমগ্র কল্যাণের মূল উৎস পবিত্র কোরআন শরীফকে আল্লাহপাকের বাণী হিসাবে বিশ্বাস করতঃ উহারই উপর তাঁহার চিন্তা ও ভাবলোকের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। কারণ সুদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় চির জ্ঞানময় আল্লাহ স্বয়ং তাঁহার চিন্তালোক নিয়ন্ত্রিত করেন। তাই দেখা যায় মানুষের জীবন, আত্মা ও পরিণতি সম্বন্ধে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ভাবুক রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রভৃতি যখন সত্যের ক্ষণে ক্ষণে প্রাকাশিত ক্ষীণ দীপ্তিতে অন্ধকারে হাতড়াইয়া পথ চলিয়াছেন, মোছলেমসুধী গাজ্জালী, রুমী, একবাল প্রভৃতি সেখানে সার্চ্চলাইটের আলোকে রাজপথে সজোর পদক্ষেপে পথ অতিবাহন করিয়া চলিয়াছেন। ইহাই ছেরাতুল মোস্তাকীম এর আদর্শ।

পাশ্চাত্যের কবি বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার একটা সংযোগ উপলব্ধি করিয়া আফছোছ করিয়াছেন :—

> To her fair work did Nature link—
> The human soul that through me ran,
> But much it grieved my heart to think
> what man has made of man.
> (Wordsworth)

"আমার মধ্যে যে আত্মাটী চির চলমান, প্রকৃতি তার সুন্দর কারুকার্য্যের সঙ্গে উহাকে সংযোজিত করিয়াছে। কিন্তু মানুষ মানুষের যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য হৃদয় আমার ব্যথিত।"

আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এ কবিতাটীর খুবই কদর করা হইয়া থাকে, কিন্তু পবিত্র কোরআনের অসংখ্য প্রাকৃতিক বর্ণনাপূর্ণ আয়াংগুলির তুলনায় ইহা অত্যন্ত নগণ্য। মানুষ দুনিয়ায় খলিফাতুল্লাহ বা স্বয়ং আল্লাহপাকের প্রতিনিধি। সমগ্র বিশ্ব

---

৬৪ পৃষ্ঠার টীকা :—

ফতাওয়ায় শামিয়ায় লিখিত আছে যে, লবণ, ঘাস, পানি ও প্রকাশ্য খনির উপর ট্যাক্স ধার্য্য ধরা ঘুষের পর্য্যায়ভুক্ত, (৫) ৩৭৪ পৃঃ। সম্পাদক।

* হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা : ২৯২—২৯৪ পৃঃ। মাআরিব ইয়ামানের অন্তর্গত নগরী বিশেষের নাম। সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

প্রকৃতিকে নিজের সেবায় নিয়োজিত মহাপ্রভুর অবদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া চির সুন্দরের পথে যখন মানুষের জয়যাত্রা শুরু হয়, তখন বিশ্ব নিখিল অবাক বিস্ময়ে তার গতিপথ ছাড়িয়া দেয়। মানুষের এই মহামহিম সত্তা সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ্পাক বলিতেছেন —

الله الذى خلق السموات والارض - وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقالكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لكم الانهار - وسخر لكم الشمس والقمر دائبين و سخر لكم الليل و النهار - واتكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها -

"আল্লাহ যিনি আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করতঃ তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলশস্য উৎপাদন করেন। তাঁহারই আদেশে সমুদ্রে জাহাজ আদি চলিবার নিমিত্ত তিনি সমুদ্র ও নদনদীকে তোমাদের বাধ্য করিয়াছেন গতিমান সূর্য্য, চন্দ্র ও দিন রাত্রিকে তিনি তোমাদের জন্য বাধ্য করিয়াছেন। তোমরা যাহা কিছু প্রার্থনা কর, সবই তিনি তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমরা পরিমাণ করিতে চাও, তবে তাহা গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" (কোরআন, ছুরা এবরাহীম)। বস্তুতঃ নিখিল প্রকৃতির উপরে মানবাত্মার বিজয় সূচক এরূপ অসংখ্য প্রাণসজীব ও বুদ্ধিদীপ্ত বাণী পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে যদ্দ্বারা চিন্তাশীল পাঠকের মন ও মস্তিষ্ক ধাঁধাঁ মুক্ত হইয়া মানবজীবনের সুদূর প্রসারী পরিণতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। জীবনের বিশ্লেষণই শ্রেষ্ঠতম কাব্য। এই বিশ্লেষণ মোছলেম দার্শনিক শাশ্বত সত্যের দীপ্ত জ্ঞানালোকে যেমন সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিবেন, অমোছলেম পণ্ডিত তেমন সুষ্ঠুভাবে পারিবেন না।

দার্শনিক নীট্শের অবাস্তব Superman এর প্রতিবাদ হিসাবে কবি একবাল "বান্দায়েমোমেন" বা আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত বিশ্বাসী এবং যাবতীয় ঐশীগুণে গুণান্বিত শক্তিমান মানুষের জয়গান গাহিয়াছেন :—

هاته هے الله کا بندۂ مومن کا هاته
غالب و کار افریں کارکشا کارساز -
خاکی و نوری نهاد بندۂ مولی صفات
هردو جہاں سے غنی اسکا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اسکے مقاصد جلیل
اسکے ادا دل فریب اسکی نگا دل نواز -
نرم دم گفتگو - گرم دم جستجو
رزم هو یا بزم پاک دل و پاک باز -

"বিশ্বাসী মোমেন মানুষের হাতই আল্লার হাত। উহা শক্তিশালী, নূতন নূতন কর্মস্রষ্টা, কর্ম-প্রসারী এবং কর্ম সম্পুরককারী। সে পার্থিব মানুষ কিন্তু তার স্বভাব শাশ্বত নূরানী দীপ্তি মণ্ডিত, সে দাস, কিন্তু প্রভুরগুণে গুণান্বিত ইহ-পরকালের অভাব বোধ শূন্য তার মনটা। তার পার্থিব কামনা অতি অল্প, কিন্তু তার জীবনের লক্ষ্য অতি মহান। তার আচরণ মনোহরা, তার দৃষ্টি হৃদয়গ্রাবী। তার কথাবার্ত্তা মৃদু-মধুর, অনুসন্ধিৎসা অত্যন্ত তীব্র। যুদ্ধে অথবা বন্ধু মহলে সর্ব্বত্রই সে পবিত্র হৃদয়, পবিত্র চরিত।"

প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ অমর মনীষী মরহুম আল্লামা জামালউদ্দীন আফগানীর ন্যায় কবি একবালও যাবতীয় দুর্ব্বলতাকে ঘৃণা করিতেন। মোছলমানের জীবনে তার দেহ মনে, তার সঙ্কল্পে, তার কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় কোন প্রকার দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে না। কারণ দুর্ব্বলতা শয়তানের বাহন। তাই তিনি সাবধান করিয়াছেন :—

ناتوانی زندگیرا رهزن است
بطنش از خوف و دروغ ابتن است -
هوشیار اے صاحب عقل سلیم
در کمینها نشیند ایں غنیم -

"সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাই জীবনের সম্পদ লুণ্ঠনকারী। তার গর্ভে নিহিত থাকে মিথ্যা, ভয় এবং

www.ahlehadeethbd.org

আত্ম-প্রতারণা। অতএব সাবধান হও হে সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী, মনের নিতান্ত গোপন কোণে বাস করে এই প্রতারক।”

উন্নত ও গৌরবময় ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনের সাধনাই মানুষ তথা মোছলমানের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই সাধনার পথে আত্ম-ভোলা বিমূঢ় সমাজকে আহ্বান করিয়া কবি বলিতেছেন :—

خوار گشتی از وجود خام خویش
سوختی از نرمی اندام خویش -
فارغ از خوف و غم و وسواس باش
پخته مثل سنگ شو الماس باش -
می شود از وے دو عالم مستنیر
ہر کہ باشد سخت کوش و سخت گیر -
در صلابت آبروے زندگی است
ناتوانی ناکسی ناپختگی است -

“তোমার অপরিপক্ক ও অনুন্নত সত্তার জন্যই তুমি অবহেলিত ও অপমানিত, তোমার কোমলদেহ ও আরাম প্রিয়তার জন্যই তুমি জ্বলিতেছ। মিথ্যা ভয়, দুঃখ এবং সন্দেহ পরিত্যাগ কর। পাথরের মত (দেহ মনে) শক্ত ও কঠিন হও। হীরকখণ্ডের মত মূল্যবান হও। যে ব্যক্তি কঠোরকর্ম্মা ও কৃচ্ছ্রাচারী উভয় জগত তার দ্বারা আলোকিত হয়। জীবনের সম্মান দৃঢ়তাতেই নিহিত থাকে, দুর্ব্বলতা হইতেছে অকিঞ্চিৎকরতা ও অপরিপক্কতা।

মোছলমান দুঃখের তাপস। উন্নত জীবনের সাধনায় সে ত্যাগ-সুন্দর ও আত্মবিলীন কর্ম্মী। তুচ্ছ ভোগ-বিলাস এবং আরাম-প্রিয়তায় মোহ-প্রপঞ্চের মধ্যে সে নিষ্ক্রিয় ও কর্ম্ম-বিমুখ ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহজীবনের সম্পদরাজি তাঁর উন্নত জীবনে পৌঁছিবার উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নহে। সেই দুঃখের পথে সংগ্রামশীলরূপে অগ্রসর হইবার জন্য কবি আত্ম-ভোলা মোছলমান সমাজকে ডাকিয়া বলিয়াছেন :—

بمقام خویشتن را بر فشان زی
زتیغ پاک گوہر تیز تر زی -
خطه تاب و توان را امتحان است
عیار ممکنات جسم و جان است -

“(নিজকে সংশোধন করিবার মানসে) বারংবার আপনাকে শানের পাথরে আঘাত কর, তীক্ষ্ণধার অসির চেয়েও নিজকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তোল। দুঃখ-বিপদেই মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার পরীক্ষা হয়। শরীর ও প্রাণের শক্তি সম্ভাবনা পরখ করিবার উহাই হইতেছে পরশ পাথর।”

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাহারা আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও চিন্তাচর্চ্চায় বিজাতীয় ভাবধারার অনুকরণ করাকেই কৃতিত্ব মনে করে, কবি তাহাদের প্রতি শ্লেষের সুরে বলিয়াছেন :—

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
تم مسلماں ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود -

“বাহিরের রূপে তুমি নাছারা, কৃষ্টি ও আচারে তুমি হিন্দু। তোমরা এরূপ মোছলমান, যাহাদিগকে দেখিয়া চির-অভিশপ্ত এহুদিরাও লজ্জা পায়।”

ভারতীয় মোছলমান সমাজের অসাড় কর্ম্ম-বিমুখতা, অধঃপতিত জীবনাদর্শ এবং অসার বংশ-গৌরব ও আভিজাত্যের পানসে বিলাসকে তিনি গভীর আন্তরিকতার সহিত আঘাত হানিয়া বলিয়াছেন :—

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ؟
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو
پھر پسر قابل میراث پدر کیونکر ہو ؟
ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے
تم مسلماں ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے ؟

“তুমি ছৈয়দ মির্জ্জা, আফগান—সব কিছুই হইতে পার, কিন্তু বল দেখি—তুমি মোছলমানও আছ ত? পিতার এলেমের যদি পুত্র অধিকারী না

হয়, তবে পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেমন করিয়া হইতে পারে? প্রত্যেকেই আয়েশ আরামের মদিয়ায় মত্ত। তুমি মোছলমান? ইহাই কি মুছলমানির আচরণ?"

পবিত্র কোরআন-বাণীর জীবন্তরূপ হইতেছেন—নূর নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। একবাল মনে প্রাণে একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিতেন, মোছলমান তথা বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি নূর-নবী (দঃ) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ দ্বারাই একমাত্র সম্ভব এবং ইহা করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح وقلم تیرے ہیں۔
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمن دھر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔
یہ ساقی نہ ہو تو پھر مئے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو۔
بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔
صوت ہے نغمہ کن میں تو اسی نام سے ہے
زندگی زندہ اسی نور کے اتمام سے ہے۔

"যদি তুমি সত্যিকার ভাবে মোহাম্মদ (দঃ) এর বিশ্বস্ত হও তবে আমিও তোমার। এই পৃথিবী ত তুচ্ছ কথা, পৃথিবী পরিচালনের অদৃশ্য ভাগ্য লিপি ও কলমও তোমার! দুনিয়ার গুলবাগিচায় যদি এ ফুল না ফুটিত তবে বুলবুলের মধুর তানও শ্রুত হইত না; নূতন ফুলকুঁড়িও মুখ খুলিয়া হাঁসিত না। এ সাকী যদি না আসিতেন, তবে মদিরাও থাকিত না, পানপাত্রও রহিত না ধরণীর বুকে তওহিদের জল্‌ছাও বসিতনা তোমারও অস্তিত্ব থাকিত না। ওই নামের গুণেই "কুন" শব্দসঙ্গীত চির প্রবাহমান, ওই নূরের পরিণতি দ্বারা জীবন চির জীবন্ত।"

প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মমতের ন্যায়—এছলাম শুধু একটি সাধারণ ধর্ম্মমত নহে, বরং লক্ষ যুগের সাধারণ পুষ্ট মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় বিশ্ব প্রভুর মহত্তর অবদান, মানবতার উচ্চতর উৎকর্ষ (Highest development of humanity) ও বিকাশের শ্রেষ্ঠতম মার্গ। কবির চক্ষে এ সত্যটি কত সুন্দর ভাবে ধরা পড়িয়াছে।

نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا۔
پھل ہے سیرت ان صدیوں کی چمن بندی کا۔

"সার্থকতার আদর্শ হইতেছে এছলামের বৃক্ষ, লক্ষ শতাব্দী ধরিয়া ধরণীর আঙ্গিনাতলে যে বাগিচা সাজান হইতেছিল এছলাম তারই পরিণতি।

এই এছলামের অনুসারী মোছলমান সত্যের প্রচারে ও প্রসারে চির চলমান। দেশ কাল পাত্রের কোন সীমারেখা তার অস্তিত্ব বাঁধা নয়।

پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا
تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا۔
قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا
غیر ایک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا۔

"গৃহের ধূলাবালি থেকে তোমার উত্তরীয়ের আঁচল চির পবিত্র। তুমি ওই ইউছফ—প্রত্যেক মিস্‌র নগর যার কানান। তোমার যাত্রাপথের কাফেলা কোনদিন বিরাণ হইবে না একমাত্র কাফেলার ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া আর তোমার কোনই সম্বল নাই।

বস্তুতঃ মোগল রাজত্বের অবসানে ভারতীয় মোছলমান সমাজে নানাদিক দিয়া অধঃপতনের যে শোচনীয় ও সর্ব্বনাশা পরিস্থিতি ঘনাইয়া আসিয়াছিল, এছলামের নামে সমাজজীবনে প্রতিক্রিয়াশীলতার ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের যে অভিশাপ জমিয়া উঠিয়াছিল, কবি একবাল তারই বিরুদ্ধে ঘুমন্ত সমাজকে প্রবল ভাবে ঝাঁকানি দিয়া উত্থানের বাণী শুনাইয়াছেন।

কবি এছলাম ও মোছলমান সমাজকে যে ভালবাসিতেন সারা জীবনের সাধনায়—তাঁর কাব্যে, গানে, দর্শনে তারই মূর্ত্ত প্রকাশ দুনিয়া দেখিয়াছে। মোছলমানের অধোগতির বেদনাতেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মোছলেম লীগের অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে তিনি সর্ব্বপ্রথম পাকিস্তানের পরিকল্পনা

www.ahlehadeethbd.org

পেশ করেন। এই বেদনা ব্যাকুলতার মর্ম্মস্পর্শী আবেগে তিনি কাব্যেদে আজমকে সর্বদা নিষিক্ত রাখিতেন। পৃথিবীর কোন কবির জীবনেই স্বজাতি প্রীতির এমন অনুপম আদর্শ সম্ভবতঃ নাই। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য,—সকল সংগ্রাম শেষে ইহার বাস্তব-রূপায়নের পুণ্য মুহূর্ত্তে তিনি পাকিস্তানীদের সম্মুখে নাই। আজিকার যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক মোছলমান তাঁর অমর বাণীর সার্থক অনুশীলন করতঃ বলিষ্ঠ আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেহ মনে সত্যিকার ভাবে সজীব ও প্রাণবন্ত মোছলমান হউন, একমাত্র এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর রূহ মোবারককে সান্ত্বনা যোগাইবে। সকল কথার সার কথা হিসাবে কবির এই উপদেশগুলি আজ সমস্ত মোছলেম তরুণের অন্তর স্পর্শ করুক, তাহাদিগকে নব জীবনের উন্মাদনায় ব্যাকুল করিয়া তুলুক :—

سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جائیگا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔

"তুমি আবার নূতন করিয়া পাঠ আরম্ভ কর—সত্য পরায়ণতার, ন্যায়-বিচারের এবং শৌর্য্য ও বীর্য্যের; আবার তোমার দ্বারা পৃথিবীকে পরিচালিত করিবার কাজ লওয়া হইবে।"

প্রত্যেকটী পাকিস্তানী তরুণের ইহাই হউক জীবনের চরম লক্ষ্য, অন্তরের আকুল প্রার্থনা।

আমীন।

সভাপতির অভিভাষণ

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমাহ্‌লে-হাদিছ কন্‌ফারেন্স।

দ্বিতীয় অধিবেশন

স্থান :—নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(২৮শে ফাল্গুন তারিখে পঠিত)

সভাপতি :—মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইব্‌নো আবিলহাদিদ 'নিহিজ্‌জুল বালাগাহ' গ্রন্থের ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—খোরাছানেও বাগ্দাদের মত হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষ তুমুলভাবে চলিতেছিল, হালাকু তখনো খিলাফতে ইছ্‌লামিয়ার চতুঃসীমা অতিক্রম করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল, কিন্তু তুছ্‌ শহরের হানাফীরা শাফেয়ীদের বিদে পড়িয়া হালাকুকে আমন্ত্রিত করিল এবং নগরের খিংহদ্বার নিজেরাই খুলিয়া দিল। খলিফাতুলমুছ্‌লেমিনের শিয়া উযির ইব্‌নুল্‌আল্‌কামি স্বয়ং হালাকুকে বাগ্দাদে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বাগ্দাদের পতনের পর হইতে মুছলমানদের জাতীয়জীবন ক্রমশঃ অধিকতর জটিল ও ভারাক্রান্ত হইতে থাকে, কোর্‌আন ও হাদিছের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার সাথে সাথে রাষ্ট্রীক কেন্দ্রও মুছলমানরা হারাইয়া ফেলেন, তওহিদের স্থলে বহুরূপী শির্ক, ইজ্‌তিহাদের (Assertion) স্থানে তক্‌লিদ এবং জাতীয় স্বার্থ, সংহতি ও সংগঠনের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচার এবং ফের্কাবন্দী মুছলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

সপ্তম শতক হইতে ইছ্‌লামের প্রথম সহস্রকের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অব্যবহিত কাল পর পর্যন্ত যে সকল মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক আহলেহাদিছ আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, শায়খুল ইছ্লাম ইমামুল হুদা ইমাম তকিউদ্দীন ইবনেতায়মিয়াহ ও মুজাদ্দিদে আল্‌ফুছ্ছানি শায়খুল ইছ্লাম আহমদ ছরহন্দির নাম তাঁহাদের সকলের পুরোভাগে উল্লেখ যোগ্য। পুথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে আমি এখন হিন্দের আহলে হাদিছ আন্দোলনের কথাই শুধু আলোচনা করিব।

বিংশ শতকের হিন্দী ঐতিহাসিক আল্লামা শিব্লী তৎকালীন হিন্দী মুছলমানগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—ইছ্লামি সংস্কৃতির সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধিত হইয়াছিল, মোগল দরবারের সাধারণ পোষাক ছিল ঘেরদার পাজামা আর হিঁদুয়ানি পাগড়ী। হিন্দু রাজাদের মত মুছলমান আমির, উমারা ও বাদশাহরা অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, ছালামের পরিবর্ত্তে ছিজদা ও দণ্ডবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। মুছলমানেরা অসঙ্কোচে হিন্দুদিগকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। *

আকায়েদ ও মতবাদের দিক দিয়া মুছলমানগণ যে কত দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। শিয়া, নাছেবী, মু'তাযলী, জহমি, মুর্জি, মুআত্তেলা ও মুশাব্বেহা প্রভৃতি পুরাতন দল ব্যতীত শুধু তাছাউওফের নামে শতাধিক দলের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল :—জুনায়দিয়া, আদ্‌হামিয়া, মওলবীয়া, হাল্লাজীয়া, ওজুদিয়া, আহমদিয়া, কলন্দরিয়া, মাদারিয়া, নিযামিয়া ব্যতীত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেছ তদীয় গ্রন্থে সোহাগী, সন্ন্যাসী ও ঋষি প্রভৃতি ৮টী অভিনব দলের উল্লেখ করিয়াছেন। † বাঙ্গালায় ফকিরি ও দেহতত্ত্বের নামে যে সকল দলের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটীর নাম উল্লেখ করিতেছি :—

বাউল, সাহেবধনী সত্যধর্ম্মী, নাগর্দ্দী, কীর্ত্তনিয়া, চিত্রকার, ন্যাড়া মালেকানা, মোতিয়া, মোমেনা, শেখজী, মওলিছালাম সংঘর সংযোগী কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, পাঁচপীরিয়া জালালিয়া বদরশাহী ইত্যাদি—।

রুশিয়ার বন ইউনিভার্সিটির Semetic philology র প্রোফেসর রেভারেণ্ড হর্টন বলেন যে, ৮ শত হইতে ১১ শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্ততঃ একশতটী ধর্ম্মীয় মতবাদ ইছ্লামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ‡

ন্যাশনালিষ্ট মুছলমানগণের আদর্শ মানব সম্রাট আক্‌বরের সময়ে হিন্দভূমিতে একজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা কল্পে আরাবী ভাষা, ফেক্‌হ, তফছির ও হাদিছের পঠন ও পাঠন নিষিদ্ধ এবং হিন্দু সাহিত্য ও হিন্দি ভাষা অবশ্যপাঠ্য করা হয়। আক্‌বর স্বয়ং প্রত্যহ সূর্য্যের সহস্র ও এক নাম জপ করিতেন। তিলক, ফোঁটা কাটিতেন ও উপবীত ধারণ করিতেন। গরু ও গোবরের পূজা করা হইত, ছালামের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা-চুম্বন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং মদ্যপান করার অনুমতি এবং তজ্জন্য উৎসাহ প্রদত্ত হইত। স্ত্রীসহবাসের স্নান ও খৎনার প্রথা রহিত করা হইয়াছিল, পর্দ্দা ও হিজাব আক্‌বর তুলিয়া দেন এবং গরু কোরবানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়। মছ্‌জিদ ও মাদ্‌রাছা সমূহ জনমানব শূন্য হইয়া পড়ে। বিস্তারিত জানিতে হইলে মোল্লা আব্‌দুল কাদের বাদায়ুনির ইতিহাস পড়িয়া দেখুন। ¶

আক্‌বর ও জাহাঁগীরের সময় হিন্দে মুছলমানদের জাতীয় জীবনের সূর্য্য কিরূপ ভাবে রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধক চূড়ামণি, আলেমকুলগৌরব, সত্যবাদীগণের অবিসম্বাদিত নেতা মুজাদ্দিদে আল্‌ফুছ্‌ছানির (৯৭১—১০৩৪ হিঃ) বাচনিক শ্রবণ করুন :—

প্রায় একশতাব্দী ধরিয়া ইছলামের দুর্গতি এরূপ চরমে পৌঁছিয়াছে غربت اسلام نزدیک بایک

* اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر : ৫২ পৃঃ।

† التفهيمات الالٰهية—(১) ১১২—১১৫ পৃঃ।

‡ Reconstruction of Religious Thought—২২৮ পৃঃ।

¶ منتخب التواريخ—২৫০—৪০০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

قرن بنہج قرار یافتہ است
کہ اہل کفر بمجرد اجرائے احکام
کفریہ برملا در بلاد اسلام
راضی نمی شوند' می
خواہند کہ احکام اسلام بالکل
زائل گردند' و اثرے از مسلما
نان و مسلمانی پیدا نہ شود
کار تا باں سرحد رسانیدہ اند
کہ گر مسلمانے از شعائر اسلام
اظہار نماید' بقتل می رسد

যে. কাফেরের দল কুফরী বিধান সমূহ ইছলাম রাজ্যে প্রকাশ্য ভাবে বলবৎ করিয়াই সন্তুষ্ট নহে ইছলামের নির্দ্দেশগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে মুছিয়া ফেলাই তাহাদের অভিপ্রায়— যাহাতে মুছলমানগণের ও মুছলমানির কোন চিহ্নই প্রকাশ হইতে না পারে। তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে কোন মুছলমান ইছলামের কোন সংস্কার যদি প্রকাশ্য ভাবে প্রতিপালন করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা হইয়া থাকে *

সাড়ে তিন শত বৎসর পরেও- অর্থাৎ ইংরাজ-রাজত্ব, ইউরোপীয় গণতন্ত্র এবং রুশিয়ার কমিউনিযম প্রভৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গি ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা সত্বেও হিন্দুভাইদের রুচি, ধর্ম্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও ইছলাম-বিদ্বেষের যে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না হিন্দু ভ্রাতারা অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ন্যাশনালিযম, পরমত সহিষ্ণুতা, অহিংসা ও সকল ধর্ম্ম, মতবাদ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংরক্ষণের যে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া আসিতেছিলেন, আজ স্বাধীনতা লাভ করার পর তাঁহাদের রাজ্যে হতভাগ্য মুছলমানদের বেলায় তার কোন একটার সত্যতা ও যথার্থতা তাঁহারা প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন কি? কিন্তু হিন্দুদের মজ্জাগত ও ঐতিহাসিক ইছলাম-বিদ্বেষ ও 'পরধর্ম্ম ভয়াবহ' নীতি বিস্ময়ের বিষয় নয়, সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, তথাকথিত ন্যাশনালিষ্ট মুছলমানরা হিন্দুদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অভিলাষকে সার্থক করিয়া তোলার বড় মিশনারী সাজিয়াছেন। সর্ব্বস্বান্ত হিন্দুস্তানি মুছলমানদিগকে আজ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িকতা ও আত্মবিস্মৃতির যে সকল সদুপদেশ তাঁহারা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা শুনিয়া অতি বড় নির্লজ্জকেও মাথা হেঁট করিতে হয়।

যাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক তাহারা যেমন পাকিস্তানি, হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দও ধর্ম্ম গোত্র ও বর্ণনির্ব্বিশেষে যে সেইরূপ হিন্দুস্তানী, এ কথা কাহারো নিকট হইতে শিখিবার বিষয় নয়, কিন্তু মুছলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দুস্তানি বা পাকিস্তানি হইবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে স্বভাবতঃ বুঝা যায় যে মুছলমান হওয়া হিন্দুস্তানি বা পাকিস্তানি হইবার পরিপন্থী এবং সম্পর্ক দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং একটীকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু সম্রাট আক্‌বরের অন্ধ অনুসারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আক্‌বরের ইছলামবৈরী নীতিও হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই এবং তাঁহার সূর্য্যোপাসনা মহারাষ্ট্রের হিন্দু রাজন্যবর্গকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয় নাই। যে জাতি ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়ক মহাত্মা গান্ধীকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হত্যাকারী নরপিশাচদিগকে আজ পর্য্যন্ত যে জাতি রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, ভারত ডমিনিয়নের মুছলমানরা হিন্দুস্তানি বলিয়া খাতায় নাম লিখাইলেই যে সেই হিন্দুরা তাহাদিগকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ন্যাশনালিযমের মুছলিম রূপী অবতারদের দোষ দিয়া লাভ কি? কবি রুমির ভাষায় তাঁহারা বাঁশী ছাড়া কিছুই নন, বংশীবাদকরা যে সুর ভাঁজিতেছেন, বাঁশীর মুখে তাহাই ঝঙ্কৃত হইতেছে।

نغمہ از نائی ست نَے از نَے بداں!
مستی از ساقی است' نَے از مَے بداں!

প্রকৃত কথা এই যে, ছুন্নতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইছলাম ও কুফরের Confederation স্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয়ের সংযোগে এক অখণ্ড জাতি গঠন করার ফর্মুলা ভ্রান্তিমূলক ও অচল। মুজাদ্দিদে আল্‌ফেছানি কুফর ও ইছলামের খিচুড়ি একজাতীয়তার ফর্মুলার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন:—

* মক্‌তুবাৎ: প্রথম দফ্‌তর, ৮১ নং পত্র।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণের তাৎপর্য্য হইতেছে ইছলামি আদেশের অনুসরণ ও কুফরী প্রথা সমূহের বিলোপ সাধন। ইছলাম ও কুফর পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবে সম্পর্কিত, একের প্রতিষ্ঠায় অপরের ধ্বংস অনিবার্য্য : পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর সম্মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। একের গৌরবে অপরের লাঞ্ছনা অপরিহার্য্য। যাহারা কাফেরদের গৌরব বৃদ্ধির কারণ হইবে, অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহারা ইছলামকে লাঞ্ছিত করিবে। কাফের দলের সহযোগ আবশ্যক বিবেচিত হইলে তাহাদের চিরন্তন বিশ্বাসঘাতকতার অভ্যাসকে মনে রাখিয়া তাহাদের সহিত প্রয়োজনমত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) যাহারা শত্রু, তাহাদের সহিত প্রণয় ও ঘেঁসাঘেঁসি গুরুতর পাপরাজির অন্যতম। ইহার সর্ব্বনিম্ন ক্ষতি এই যে, ইহার দ্বারা শরিআতের প্রতিষ্ঠা ও কুফরী সংস্কার সমূহের উচ্ছেদ সাধনের কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইছলাম ও মুছলিম জাতির বিরূপ করা কাফেরদের স্বভাব, সুযোগ পাইলেই মুছলমানদিগকে ইছলাম হইতে টানিয়া বাহির করিতে অথবা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিতে কিংবা শুদ্ধি করিয়া লইতে তাহারা কৃতসঙ্কল্প। অতএব মুছলমানদেরও আত্মসম্মান-বোধ থাকা উচিত। হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে লজ্জা ও আত্মসম্মান-বোধ ঈমানের অন্যতম লক্ষণ।

হযরত মুজাদ্দিদের কর্ম্মবহুল জীবনকথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা এখন সম্ভবপর নয়। ই'লায়ে কলেমাতুল হকের জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি কারাবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার তজদিদি কার্য্যাবলীর কয়েকটী শিরোনাম এই স্থানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

১। জাহাঁগীরের রাজত্বের শেষভাগে হিন্দ ভূমিতে কুফরী প্রভাবের অবসান ঘটাইয়া শরায়ী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

২। ছিজ্‌দা ও দণ্ডবৎ প্রথার উচ্ছেদ।

৩। অদ্বৈতবাদ বা ওয়াহদাতুল ওজুদের খণ্ডন।

৪। বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্যগীতের প্রতিবাদ।

৫। হাদিছের পঠন ও পাঠন এবং ছুন্নতের প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎসাহ দান।

৬। নিছক ছুফীগিরির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া শরিআতের অনুসরণের জন্য আহ্বান।

৭। তক্‌লিদ ও অন্ধ গতানুগতিকতার প্রতিবাদ।

৮। মিলাদ ও অন্যান্য বেদ্‌আতের খণ্ডন।

৯। জাতি গঠন ও জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে আহ্বান।

মুজাদ্দিদের উক্তি শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি বাগীশ ধারণা করিতে পারে যে, ইছলামি স্টেটের যে সকল অমুছলমান প্রজা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করাই ইছলামি বিধান, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইছলামি আদর্শবাদের নিধনকল্পে এবং ইছলামি স্টেটের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা ষড়যন্ত্র করিতে যে সকল অমুছলমান অভ্যস্ত, মুজাদ্দিদের বর্ণিত ব্যবস্থা তাহাদের উপর প্রযোজ্য, কিন্তু যে সকল অমুছলমান ইছলামি স্টেটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র যাহাদের স্বভাব নয়, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই কোর্‌আনে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কোর্‌আনের পরিগৃহীত নীতি এই যে, যাহারা তোমাদের لا ينهاكم الله عن الذين সঙ্গে ধর্ম্মের বৈষম্যের لم يقاتلوكم في الدين و জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না لم يخرجوكم من دياركم এবং তোমাদিগকে ان تبروهم و تقسطوا اليهم তোমাদের গৃহ হইতে ان الله يحب المقسطين বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় না, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন নাই, প্রত্যুত আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠগণকে ভালবাসেন। আল্‌মুমতাহেনা : ৯।

স্বজাতি প্রীতির জন্য ন্যায়বিচারে ব্যতিক্রম করা ইছলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কোর্‌আনের

* মকতুবাৎ, প্রথম দফতর : ১৬৩ নং পত্র লজ্জা সম্পর্কিত হাদিছ বুখারী ও মুছলিম আবদুল্লাহবিনে উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন,—বুখারী : (১) ৭ পৃঃ। সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নির্দ্দেশ এই যে, কোন জাতির পক্ষপাতিত্ব যেন তোমাদিগকে ন্যায় বিচার না করার জন্য لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى - প্ররোচিত না করে। সকল সময়ে ন্যায়বিচার করিবে, ইহাই সাধুতার নিকটবর্ত্তী আচরণ। আল্‌মায়েদাহ ঃ ৮।

ইছলামি স্টেটের অমুছলমান প্রজার রক্তের মূল্য মুছলমানের রক্তের সমতুল্য, তাহার ক্ষতিপূরণের (Compensation-দিয়ৎ) পরিমাণ মুছলমানের দিয়তের সমান। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং অমুছলিম প্রজাকে হত্যা করার জন্য মুছলমান হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। বক্‌রবিনে ওয়ায়েল গোত্রের জনৈক মুছলমান জ্বাব্‌রা নামক স্থানের জনৈক অমুছলিম প্রজাকে হত্যা করায় হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) অপরাধীকে মৃত ব্যক্তির অমুছলমান আত্মীয়স্বজনদের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাহারা মুছলমান অপরাধীকে মারিয়া ফেলে। হযরত আলি মুর্ত্তযার (রাযিঃ) শাসনকালেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু নিহত অমুছলমানের আত্মীয়বর্গ হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দেয়।

দেশরক্ষার জন্য (Defence) সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া মুছলমান নাগরিকদের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory), কিন্তু অমুছলমান প্রজাদের জন্য নয়। তাহাদের রক্ষা ও হিফাযতের জন্য উমর ফারুকের (রাযিঃ) সময়ে ধনীদের নিকট হইতে মাথা পিছু মাসিক ১৲ টাকা, মধ্যবিত্তগণের নিকট হইতে ॥০ আনা ও শ্রমজীবীদের নিকট হইতে ।০ চারি আনা করিয়া টাক্স লওয়া হইত। শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, চিররোগী, দাসদাসী, এবং ধর্ম্মযাজকদের নিকট হইতে উক্ত ট্যাক্স আদায় করার শরিআতে বিধান নাই। যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম, শুধু তাহাদের জন্যই উক্ত ট্যাক্সের ব্যবস্থা আছে। ইয়ার্‌মুকের যুদ্ধে রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুছলিম সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীভূত (Concentration) হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় জেনারেল আবু উবায়দাহ (রাযিঃ) অমুছলমান প্রজাবৃন্দকে তাহাদের ট্যাক্স ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের হিফাযতের প্রতিভূ স্বরূপ তোমাদের নিকট হইতে জিযয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে দায়িত্ব বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তোমাদের ট্যাক্স তোমাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইল।

ইছলামি হুকুমতে দণ্ডবিধি আইনে মুছলমান ও অমুছলমানের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের জন্য উভয় শ্রেণীর নাগরিকদের নিমিত্ত তুল্যদণ্ড নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

হযরত আলি মুর্ত্তযার (রাযিঃ) উক্তি :— اموالهم كاموالنا তাহাদের ধন আমাদের ধনের ন্যায় অনুসারে দেওয়ানি কার্য্যবিধিতেও মুছলমান ও অমুছলমান প্রজার মধ্যে তারতম্য নাই। এমন কি অমুছলমান প্রজার মদ্য ও শূকর যদি কোন মুছলমান প্রজা নষ্ট করে, ইছ্‌লামি বিধানমত তাহাকে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ইছ্‌লামি স্টেটে অমুছলমান প্রজাদের ব্যবহারিক বিষয় সমূহ তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে মীমাংসিত হইবে। যে সকল বিষয় তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে বিধিসঙ্গত অথচ ইছ্‌লামি শরিআতে নিষিদ্ধ, সে সকল কার্য্য অমুছলমান প্রজারা আপনাপন পল্লীতে স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে। ইছ্‌লামি স্টেটের অন্তর্গত মুছলিম নগরী সমূহের অমুছলমানদের পুরাতন দেবালয় ও মন্দিরগুলি সুরক্ষিত থাকিবে, ভাঙ্গিয়া গেলে সেই স্থানে সেগুলি তাহারা সংস্কার করিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু নূতন দেবালয় ও মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্য স্টেটের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে।

এই বিষয়টী একটু সবিস্তার আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, পাকিস্তানকে ইছ্‌লামি স্টেটে পরিণত করা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞের দল নানরূপ সন্দেহের অবতারণা করিয়া থাকেন, কোন দায়িত্ব সম্পন্ন লোকের মুখে আমরা এরূপ কথাও শুনিয়াছি যে, ইছ্‌লামি বিধান অনুসারে অমুছলমান নাগরিকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না, কাজেই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের জন্য সুইজ, ব্রিটিশ, রাশিয়ান, আমেরিকান বা হিন্দুস্তানি Constitution ধার করিতে হইবে। অজ্ঞতা অন্যতম শত্রুর নাম। স্বীয় বিকৃত রুচিকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া যাহারা ইছ্‌লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করে, তাহারা যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, তাহাদের অপেক্ষা ইছ্‌লামের বড় শত্রু আর কেহ নাই। আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি, ইছ্‌লামি বিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বর্ত্তমান যুগের কোন আন্তর্জাতিক Constitution এর সন্ধান কেহ দিতে পারেন কি? (ক্রমশঃ)।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও উহার বিশ্লেষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,—বি, এ-বি, টি।

প্রস্তাবের ভাষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই বুঝা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব তথা পাকিস্তানের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ই, ইহা স্বীকার করা হইলেও পাকিস্তান রাষ্ট্র যে ইলাহী আইনের বলবৎকারী ও প্রতিষ্ঠাতা মাত্র, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। ইহাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করা হয় নাই যে পাকিস্তানের সমস্ত আইন কানুন সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর কোরআন এবং তদীয় রছুলের ছহি হাদিছের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কোরআন ও ছহি হাদিছের প্রতিকূল কোন আইন কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত হইবে না। প্রস্তাবে ব্যাপক অর্থবোধক এই স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে যে, ইছ্‌লামী গণতান্ত্রিকতা, সাম্য, স্বাধীনতা ও সহনশীলতা প্রভৃতি প্রতিপালিত হইবে এবং মুছলমানগণ যাহাতে ইছ্‌লামের শিক্ষানুযায়ী তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন পরিচালিত করিতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে। কিন্তু রাষ্ট্র স্বয়ং মুছলমানদিগকে ইছ্‌লামী হইতে বাধ্য করিবে এমন কথা পরিষ্কার ভাবে বলা হয় নাই।

গণপরিষদে প্রস্তাব পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে জনগণ এবং দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ ও প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং প্রধানমন্ত্রী ও গণপরিষদের মেম্বরদিগকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের দুই একটি উর্দ্দু সংবাদপত্রের মৃদু সমালোচনা ছাড়া কোথাও প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত দোষ ত্রুটি ধরার চেষ্টা হয় নাই।

কিন্তু সুখের বিষয় প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদিছের সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত আহ্‌লেহাদিছ কন্‌ফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে ইছ্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে উদ্দেশ্য প্রস্তাবের এই সব ত্রুটী বিচ্যুতির প্রতি জনসাধারণ, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট এবং গণপরিষদের সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। * গণপরিষদে প্রস্তাব সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়াও নিখিল পাকিস্তান

* শরিঅতী শাসনের মূল সূত্র এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণের শাসন নীতি জানিতে হইলে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেব কৃত 'ইছলামি শাসন তন্ত্রের সূত্র' দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সভাপতি মওলানা শাব্বির আহমদ ওস্‌মানী ছাহেব শরিঅতী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রস্তাবটিকে শিথিল বলিয়া মন্তব্য করেন।

এ সব ত্রুটী বিচ্যুতি সত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সমূহের সহিত তুলনা করিলে ইহা দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে এমন কি মুছলিম রাজ্যগুলির মধ্যে পাকিস্তান একক ভাবে একটী সুস্পষ্টরূপে ভিন্ন পথ বাছিয়া লইয়াছে এবং অশান্তি বিচলিত দুনিয়ার সম্মুখে একটী আদর্শ লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।

পৃথিবীর সমস্ত অমুছলিম শাসনতন্ত্রে ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন কোন রাষ্ট্রে ধর্ম্মকে মানবজীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আর কোথাও ধর্ম্মকে মানুষের শুধু ব্যক্তিগত পারলৌকিক ব্যাপাররূপে ধর্ম্মমন্দির ও ও সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। একমাত্র আয়র্ল্যাণ্ড ছাড়া দুনিয়ার কোন অমুছলিম রাষ্ট্রতন্ত্রে ধর্ম্মের কোন স্বীকৃতি নাই। *

মুছলিম রাজ্য সমূহের মধ্যে তুরস্ক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্মের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। একমাত্র সউদী আরব ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রে ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত রাখা হয় নাই। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নির্ব্বিচার তক্‌লিদ করিতে গিয়া অনেক রাষ্ট্রেই আল্লাহর সার্ব্বভৌমত্বের পরিবর্ত্তে জনগণ বা জাতিকেই চরম প্রভুত্বের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তুরস্কের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্বের অসীম অধিকারী তুর্কী জাতি— (**Sovereignty belongs without restiction to the nation— Turkey Art 3**। ইরাকের গঠনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ক্ষমতার উৎস জনগণ (**The powers of the realm are derived from the people—Iraq Art—25**) আফগানিস্তানের রাজা শরিয়তে মোহাম্মদীয়া এবং তৎসহ দেশের মৌলিক আইন অনুসারে দেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন (**The King of Afganistan swears to rule according to the shariat of Muhammad** [P. b. o. n] **and the fundamental rules of the country** (Afganistan art 206) † ইরাণে উদার ইছলামকে রাজকীয় ধর্ম্মরূপে স্বীকৃতি না দিয়া

---

* Congress shall make no law respecting an eastablishment of religion. (U. S. A. Art. 1)
The Church in the U. S. S. R is separated from the State. (U. S. S. R— Art. 124)
There is no State Church (Weimer– Garmany Art. 137 Para 1.)
The Common-wealth shall not make any law for imposing any religious observance (Australia Act — Art — 116)

Quoted from the article 'Constitutional Objectives of the Muslim State" by Dr. M. Aziz Ahmed published in Dawn on February 21, 1949.

† ইছলামি দৃষ্টিভঙ্গীতে "মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, খলিফা (**vicegerent**) মাত্র। সে যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ নয়, সেইরূপ সর্ব্ব শক্তিমানত্বেরও অধিকারী নয়। আল্লাহর সার্ব্বভৌম ও একচ্ছত্র রাজত্ব (**Supreme and absolute sovereignty**) ও উচ্চতম প্রভুত্বের (**Paramountcy**) অধীনে মানুষকে সীমাবদ্ধ প্রভুত্বের (**Limited sovereignty**) অধিকার হস্তান্তরিত (**Delegated**) করা হইয়াছে। চরম প্রভুত্বের অধিকার (**Supreme sovereignty**) কোন ব্যক্তি বিশেষ, বংশ, শ্রেণী (**Class**) বা দলবিশেষ (**Party**) এমন কি স্টেটের সমুদয় অধিবাসী একত্র হইয়াও লাভ করিতে পারিবে না। প্রকৃত রাজ্যেশ্বর হইতেছেন আল্লাহ এবং সমুদয় মানুষ তাঁহার প্রজা মাত্র"...

মানব জাতির ত্রাণকর্ত্তা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে আল্লাহ সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন—

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك

হে রছুল (দঃ) আপনি আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ বিধান অনুসারে জনমণ্ডলীকে শাসন করিতে থাকুন; আপনি কদাচ জনসাধারণের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেন না এবং যাহাতে ইলাহি বিধানের কতক অংশ হইতে তাহারা আপনাকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য আপনি সতর্ক থাকুন,— আল্‌মায়েদা ৪৯ আয়াৎ—ইছ্‌লামি শাসনতন্ত্রের সূত্র, ১৩-১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিয়া মতবাদের জা'ফরি ফের্কাবাদকেই সরকারী ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে (**The official relig(i)oin of Iran is Islam according to Orthodox Jafari doctrine of the Ithna Ashariyya** [Iran Art, 1]

আফগানিস্তানে হানাফী মজহব সরকারী ভাবে গৃহীত (**The faith of Afganistan is sacred faith of Islam and the official religion is the Hanafi religion** [Afganistan art. 1]

সঊদী আরব কোরআনের বিধিবিধান বলবৎ করার চেষ্টা করিলেও, ইছলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। সেখানে ইবনেসঊদ সুলতান। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বহু মুছলিম রাষ্ট্রেই কোরআনী বিধানমত আল্লাহর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জনগণকেই ক্ষমতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রই সাম্প্রদায়িক ফের্কাবাদের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। তুরস্কে যে গণতন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে ইছলামী গণতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। পাকিস্তান যে উপরি উক্ত মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের গঠনতন্ত্রের দোষক্রটী হইতে অনেকখানি মুক্ত হইয়া ইছলামী আদর্শ লইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহা উদ্দেশ্য প্রস্তাবে এবং উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্ত্রীগণের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।

আমরা যে পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য দীর্ঘদিন লড়িয়াছি, যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জান ও মাল অকাতরে কোরবান করিয়াছি উদ্দেশ্য প্রস্তাব (**objective resolution**) আমাদের সেই সাধের পাকিস্তানের ইপ্সিত শাসনতন্ত্রের মূল শিকড় বা ভিত্তি। সুতরাং উদ্দেশ্য প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থ জানিবার এবং উহার সুদূর প্রসারী ফলাফল বুঝিবার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আমরা বাঙ্গালী। ভাবপ্রবণ ও হুজুগপ্রিয় জাতি বলিয়া বাঙ্গালীদের দুর্ণাম আছে। সত্যই আমরা রাজনৈতিক দলাদলি ও দলগত কলহ কোন্দলে যেরূপে সহজেই উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠি, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের উপর সে বিষয়ে শতাংশের একাংশ উৎসাহও দেখাইনা। পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্দেশ্য প্রস্তাব ও উহার গুরুত্ব সম্বন্ধে উর্দু ও ইংরেজী পত্রিকা সমূহে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। বাংলা পত্রিকায় এ বিষয়ে বড় একটা আলোচনা দেখা যায় নাই।

উদ্দেশ্য প্রস্তাবের সম্যক্ মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে গণপরিষদে প্রস্তাব লইয়া যে সুদীর্ঘ আলোচনা এবং তদুপরে পাকিস্তানের মন্ত্রী মহোদয়গণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা এ স্থলে তাঁহাদের বক্তৃতার নির্ব্বাচিত অংশ পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খান বলেন,—"মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি তাঁহার বিশ্বাসকে শিথিল না করিত এবং জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্যকে অস্বীকার না করিত, তাহা হইলে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি আজ তাহার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিত না।

একমাত্র খোদার প্রতি জাগ্রত মনোভাবই বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে উর্দ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত নবীরূপে পরিচিত শিক্ষকগণের সুনির্দ্ধারিত নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মানুষের অধিকৃত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে আমরা পাকিস্তান-বাসীগণ ইহা ভাবিতে লজ্জাবোধ করি না যে, আমরা আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যায় মুছলমান এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা একমাত্র আমাদের ঈমান ও আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়াই বিশ্বের কল্যাণ পথে প্রকৃত কিছু দান করিতে পারিব। সেই জন্যই প্রস্তাবের শুরুতেই ইহা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আল্লাহর অধীনে প্রযুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবে ”

প্রস্তাবের যে অংশে কোরআন ও হাদিছের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠনের কথা বলা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—“মুছলমানগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানগুলি প্রতিপালন করিতে পারে রাষ্ট্র শুধু তাহা নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে না, কারণ রাষ্ট্রের পক্ষে ঐরূপ আচরণ, আমরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পাকিস্তান দাবী করিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণরূপে পণ্ড করিয়া দিবে। রাষ্ট্র প্রকৃত ইছলামী সমাজ গঠনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিবে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে এই ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বলেন ইছলাম শুধু মাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের নাম নহে। মহৎ জীবন যাপনের জন্য একটি আদর্শ সমাজ গঠন কার্য্যে ইছলাম তাহার অনুসারীবৃন্দকে অনুপ্রেরণা দান করে।”

অবশেষে তিনি ঘোষণা করেন,—“এমন কোন মুছলমান নাই যে আল্লাহর কালাম এবং রছুল (দঃ) এর জীবনকে তাহার অনুপ্রেরণার মূল উৎস বলিয়া স্বীকার করে না এই ব্যাপারে মুছলমানদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই এবং ইছলামে এমন কোন দল নাই যাহারা ইহার মূল্যকে অস্বীকার করে। রাষ্ট্র বিরোধমুক্ত একটি ইছলামী সমাজ গঠনের চেষ্টা করিবে কিন্তু ইহার অর্থ এটা নয় যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন মুছলিম দলের বিশ্বাস ও স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা হইবে। ধর্মীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বিশ্বাসের বেলায় প্রত্যেক দলের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।”

বিরোধী দলের সন্দেহ অপনোদন এবং তাহাদের আলোচনার জওয়াবে সহকারী মন্ত্রী ডাঃ ইশ্তিয়াক হুসেন কুরাইশী সাহেব বলেন—

“আমাদের নিকট ধর্ম্ম রবিবাসরীয় পরিচ্ছদ নহে যে উপাসনালয়ে প্রবেশ উপলক্ষে উহা পরিধান করিব এবং দৈনন্দিন অন্যান্য কার্য্যকালে খুলিয়া রাখিব। রাজনীতি এবং ধর্ম, বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞাকে আমরা বিরোধীদলের মতানুসারে কোন অবস্থাতেই পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না।” অবশেষে তিনি বলেন, “ধর্মীয় ও নৈতিক মূলতত্ত্ব সমূহ পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার কার্য্য হইতেছে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যা গরিষ্ঠগণের প্রতি একচ্ছত্র স্বেচ্ছাচারিতার (absolution) বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি ”

সরদার আবদুর রব নিশ্তার বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন,—

“পাকিস্তানের সম্মুখে এক বিরাট মিশন রহিয়াছে। বর্ত্তমান দুনিয়ার কমিউনিজম ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুই মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আমাদিগকে ডলার বা এ্যাটমবম দ্বারা রোধ করা যাইবে না। যদি আপনারা সত্য সত্যই আগ্রহান্বিত থাকেন তাহা হইলে স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার এবং মানব জাতির মর্য্যাদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইছলামী সমাজতন্ত্র আপনাদিগকে দুনিয়ার সামনে পেশ করিতে হইবে। হয় ত এই পদ্ধতিই পৃথিবীর পতনোন্মুখ গৃহকে বিধ্বংসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। ইহা হইবে একটী প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে, নাও পারে; কিন্তু এরূপ চেষ্টার সুযোগ জাতির সম্মুখে প্রতিদিন আসে না। কয়েক শতাব্দীর পর মাত্র একবার তাহাদের দ্বারে উপনীত হয়।”

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া স্যার জাফরুল্লাহ খান বলেন—

“বাস্তবক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রবঞ্চনা ও চক্রান্তজালে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই অনর্থের মূলীভূত কারণ কী? কারণ এই যে ভোটাধিকারকে এত লঘুভাবে, বিচার করা হইয়া থাকে যে একটি সুমহান পবিত্র দায়িত্ব প্রতিপালনের পরিবর্ত্তে ভোটাধিকার অধিক সময়ই মানবের নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা এবং দলীয় কোন্দলের গণ্ডযুদ্ধের নিম্নস্তরে নামিয়া আসে। ইছলাম এই সমস্তকে পবিত্র দায়িত্বের উল্লঙ্ঘনরূপে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ভোটাধিকারের প্রকৃত মর্ম্ম এবং গুরুত্ব উপলব্ধ না হইবে যে; “আরোপিত কর্ত্তব্যের মহামূল্যবান

www.ahlehadeethbd.org

হিসাব আল্লাহ তালার উপস্থিতিতে প্রদান করিতেছে এবং ভোটদান কালে মানুষ যতদিন এরূপ ভাবিতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসননীতি কস্মিনকালে কোন উপকারে আসিবে না, আসিতে পারে না।

কোরআনে স্পষ্ট সঙ্কেত দ্বারা মুছলমানদের উপর নির্দ্দেশ জারি করা হইয়াছে যে, ভোটদানের ন্যায় পবিত্র দায়িত্ব প্রতিপালনে তাহারা যেন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে এবং যে কাজের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইবে শুধু সেই কাজের যোগ্যতা দেখিয়াই যেন তাহারা নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন করে "

মওলানা শাব্বির আহমদ উছমানী ছাহেব প্রস্তাব সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলেন,—"পাকিস্তান বর্ত্তমান পৃথিবীকে নাস্তিকতা ও জড়বাদের অন্ধকার হইতে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে চাহে। তিনি নিশ্চিন্ত যে, পৃথিবীর অন্যান্য মুছলিম রাষ্ট্র সমূহ কর্ত্তৃক পাকিস্তানের এই আমন্ত্রণ গৃহীত হইবে এবং তাহারা মিলিত হইয়া কমিউনিষ্টিক ও ধনতন্ত্রবাদী ব্লক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ব্লক গঠন করিবে।

আলোচনার শেষে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলী খান আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,—

"আমরা উপলব্ধি করি যে, দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপরেই যদি আমাদের শাসনতন্ত্র আমরা রচনা করি তাহা হইলে জগতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমরা কিছুই দান করিতে পারিব না। আমরা যাহা করিতে চাহিতেছি এবং যাহা আমরা বিশ্বাস করি তাহা এই যে, বর্ত্তমান জগতের মুক্তির জন্য আমরা কিছু দিতে পারি। আমি জানি ইহা একটি বিরাট উচ্চাভিলাষ, কিন্তু পাকিস্তান একটী মহান দেশ—একটি সম্পদশীল দেশ। আমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম লোক আছে, আমরা একটি বিস্ময়কর জাতি। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, যথার্থ সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশে এমন একদিন অবশ্যই আসিবে যে দিন সমস্ত লোক, সমগ্র মনুষ্যজাতি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এই জন্য যে আমরা এমন জিনিষ দান করিয়াছি যাহা মানবজাতির মধ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে এবং পৃথিবীকে আত্মবিধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।"

বক্তৃতা সমূহের উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পাকিস্তান অর্জ্জনের পূর্ব্বে ও পরে এবং উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া যে সব মহৎবাণী বিভিন্ন নেতৃকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে মুছলমানগণের আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এজন্য দেশের সর্ব্বপ্রান্ত হইতে তাঁহারা যথেষ্ট মোবারকবাদ পাইয়াছেন। আমরাও অন্যান্যের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহাদিগকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে শুধু মহৎ প্রস্তাব পাশ করিয়া এবং জোরালো বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাইয়া নেতৃবৃন্দ যেমন জাতীয় ও সামাজিক জীবনের স্তূপীকৃত গলদ দূর করিতে পারিবেন না তেমনি আমরা মোহমুগ্ধ রাষ্ট্রের আপামর জনগণও শুধু জন্মবার্ষিকী ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা দিবসে আনন্দোচ্ছ্বাসের উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তি এবং মৃত্যু বার্ষিকীতে মামুলি স্মৃতি উদ্যাপন ও কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারাও প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিব না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিছক সমালোচনার উদ্দেশ্যেই নেতৃবৃন্দের দোষ ত্রুটি সমালোচনা করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারিব না।

বাক্যের সহিত কার্য্যের অসামঞ্জস্য, আদর্শের সহিত আচরণের অসামা আমাদের জাতীয় জীবনের মারাত্মক অভিশাপ। কিন্তু এ জন্য দায়ী কে বা কাহারা? পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম সদস্যা বেগম শায়েস্তা সুহরাওয়ার্দ্দী ইকরামুল্লাহ উদ্দেশ্য প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দকেই এ জন্য দায়ী করিতে চাহিয়াছেন এবং তজ্জন্যই তাহাদিগকে মোবারকবাদ জানাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"I do not think mere declaration of this type is a great achievement. When we have translated into practice we certainly will deserve congratulation and praise. Till then let us have an attitude of self research and humility ... ...

There is no doubt that Islam is the remedy of all ills of the present day world. Islam arose 13 hundred years ago with a beacon of light to serve humanity. But at this stage let us be humble. Let us not claim superiority till we have become superior.

They had accused the opposition of ignorance of Islam. But they themselves were the cause of this ignorance, because their lives had not the remotest semblance of the teachings of Islam. How could the minorities know about Islam when their neighbours who professed Islam did not practice"?

অর্থাৎ "এই ধরণের ঘোষণা-বাণীকেই আমি একটি বাহাদুরীর কাজ বলিয়া মনে করি না। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করার পর আমরা অবশ্য অভিনন্দন ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইব। তৎকাল পর্য্যন্ত আসুন আমরা বিনয়নম্র মনোভাব অবলম্বন করি এবং আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।"

"বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বপ্রকার রোগের ঔষধ যে ইছলাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইছলাম তের শত বৎসর পূর্বে মনুষ্যজাতির সেবার জন্য আলোক বর্ত্তিকা হস্তে অবির্ভূত হয়। কিন্তু আসুন, এখন আমাদের মস্তক অবনত করি; আমরা মহৎ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন মহত্বের দাবী না করি"

"তাঁহারা (সরকার পক্ষীয় বক্তাগণ) বিরোধী-দলকে ইছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য দোষারোপ করিয়াছেন. কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই (প্রতিবেশী-গণের) এই অজ্ঞতার জন্য দায়ী। কারণ তাঁহাদের বাস্তব জীবনের সহিত ইছলামের দূরতম সামঞ্জস্যও বিদ্যমান ছিল না মুছলমানগণ নিজেরাই যখন শরি-আতের বিধানকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলে না তখন প্রতিবেশী সংখ্যালঘিষ্ঠগণ কিরূপে ইছলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে।" *

ইছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ইছলামী আদর্শকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে রূপায়িত করিয়া না তোলার জন্য আমরা শুধু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই কি নিষ্কৃতি পাইতে পারি? সমাজের সর্বোচ্চ স্তর হইতে শুরু করিয়া সর্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত বালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে সকলেই কি আমরা এই দোষে অপরাধী নই? সকলের দোষেই আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবন সমষ্টিগত সমাজজীবন, আমাদের অর্থনীতি, নৈতিক ও যৌনজীবন অনৈস্-লামিক ভাবধারা এবং শয়তানি কার্য্যকলাপে কলু-ষিত। এই উচ্ছ্বসিত ও চলন্ত কলুষস্রোতের গতিরোধ ও পরিবর্ত্তন সাধনের কাজটি সহজসাধ্য নহে।

আমরা সুদীর্ঘ কাল পর ইছলামের সুমহান শিক্ষার আদর্শে আমাদিগকে সংশোধিত ও প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত করার সুযোগ লাভ করিয়াছি উপর হইতে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আল্লাহ তাবারকা ও তাআলা আমাদের কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। আমরা জগতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) এর শাশ্বত শিক্ষার ধারক ও বাহক। রাহমাতুল্লিল আলামিন মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) প্রদর্শিত ছেরাতুল মোস্তা-কীমে আমাদিগকে চলিতে হইবে, দিশাহারা বিশ্ব-বাসীকে শান্তি ও মুক্তির সহজ পথে আহ্বান করিতে হইবে। ইহাই আমাদের উপর ন্যস্ত মহান কর্ত্তব্য, গুরুভার দায়িত্ব। এই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দলাদলি ভুলিয়া কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া এবং কলুষিত হৃদয়ের সমস্ত কালিমা বিধৌত করিয়া মোহমুক্ত হৃদয় লইয়া সকলকেই নিস্বার্থভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ইছলামের নীতি এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে সর্ব্বপ্রথম আমাদের জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলার জন্য প্রত্যেককে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

* উদ্দেশ্য প্রস্তাব এবং তৎসম্পর্কীয় বক্তৃতা সমূহের উদ্ধৃতাংশ ১৯৪৯ সালের ৮ই মার্চ্চ হইতে ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইংরাজী Dawn পত্রিকা হইতে গৃহীত ও অনূদিত।

www.ahlehadeethbd.org

شرح الاحاديث النبوية
হাদিছের ব্যাখ্যা

রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার প্রতি ঈমান

আল্ মোহাম্মদী।

"মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল"—এই বিশ্বাসের অর্থ, অন্যান্য ভাববাদী ও আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষগণের মত তাঁহাকেও শুধু একজন নবী ও রছুল মান্য করিয়া লওয়া নয়। আম্বিয়া আলায়হিমুছছালাম যে আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, মূলনীতির দিক দিয়া তাহা অভিন্ন, কিন্তু জ্ঞানের পরিপক্কতা এবং জাগতিক প্রগতির ক্রম বিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়ে দাওয়াৎ ও প্রচারণার সুর যেমন বিভিন্ন কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, নবুওৎ ও রিছালতের আকৃতি ও প্রকৃতিও তদ্রূপ অনিবার্য্য ভাবে বৈচিত্রময় ছিল। কাহারো নবুওৎ নবীগণের আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে, কাহারো আপন নগরীর চতুঃসীমার ভিতর, কাহারো একটী নির্দ্দিষ্ট জাতির জন্য, কাহারো ভূখণ্ডের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটী নির্দ্ধারিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। নবীগণের মধ্যে কাহারো আগমন ঘটিয়াছিল সমসাময়িক অন্য কোন নবী বা রছুলের সমর্থন ও সাহায্যের জন্য, কেহ আসিয়াছিলেন পূর্ব্ববর্ত্তী নবী ও রছুলের বিস্মৃত শিক্ষাকে জাগ্রত করার কারণে কেহ সাময়িক বা আঞ্চলিক দুর্নীতির সংশোধন কল্পে, কেহ আসিয়াছিলেন নির্দ্দিষ্ট কোন জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে; কাহারো আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পরবর্ত্তী রছুলের আগমন পথকে সুগম করার নিমিত্ত।

বর্ণ, গোত্র ও জাতির পার্থক্য বহুরূপী স্বার্থের সংঘাত ও ভৌগলিক সীমার বেড়াজালকে মিছমার করিয়া নিখিল বিশ্বের সকল মানব সন্তানের জন্য, তাহাদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন ও অভাবকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে, শতধা বিক্ষিপ্ত ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভক্ত মনুষ্য শ্রেণীকে এক অখণ্ড ও সুসমঞ্জস মহাজাতিতে পরিণত করার নিমিত্ত বিশ্বপ্রকৃতি এক বিশ্বনবীর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্‌গ্রীব ছিল। সৃষ্টির পূর্ণতা লাভের এই তীব্র ব্যাকুলতাকে চরিতার্থ করার জন্যই আল্লাহ মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবী ও রছুলরূপে আগমন করা সত্ত্বেও আদম, নূহ, ইবরাহিম, মুছা ও ঈছা আলায়হিমুছছালাম ছফি, নজি, খলিল কলিম ও রুহ নামেই কথিত হইয়াছেন, একমাত্র মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামকেই আল্লাহ বিশ্ববাসীর নিকট "রছুলুল্লাহ" রূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন।

অতএব "মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল" এই স্বীকারোক্তির অন্যতম তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার নবুওৎ ও রিছালৎ কোন দেশ জাতি বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ভূমণ্ডলের প্রতি প্রান্ত এবং পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি ভূমি তাঁহার সুদূর প্রসারী নবুওতের সাম্রাজ্য সীমার অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম কোন অংশকেও নবীসম্রাট মোহাম্মদ রছুলুল্লাহর (দঃ) পয়গাম্বরীর সাম্রাজ্যের বহির্ভূত মনে করে, নিখিল বিশ্বের পৃষ্ঠে অবস্থিত দেশ জাতি ও গোত্র নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করার অপরিহার্য্যতাকে সন্দেহ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর রছুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি তাহার ঈমান স্থাপিত হয় নাই। ইহা ভাববিলাসের অভিব্যক্তি নয় ইহা ঈমানিয়াতের বুনিয়াদি বিধান। আমরা ঈমানিয়াতের এই সূত্র প্রথমতঃ স্বাদশটী আয়তের সাহায্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রমাণিত করিব, অতঃপর আয়াৎ সমূহের ব্যাখ্যাস্বরূপ চল্লিশটি হাদিছ উদ্ধৃত করিব।

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب -

প্রথম আয়াৎ :—আল্লাহ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আদেশ করিতেছেন :—আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত সেই আল্লাহর রছুল,— আকাশসমূহ এবং পৃথিবী যাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্ আ'রাফ : ১৫৮ আয়াৎ

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض -

দ্বিতীয় আয়াৎ :—আপনি বলুন, হে মানবগণ, প্রত্যুত আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। আল্ হজ্ব : ৪৯।

قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين -

তৃতীয় আয়াৎ :—এবং আপনাকে হে মোহাম্মদ (দঃ), সমগ্র মানবের জন্য রছুলরূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট। আন্নিছা : ৭৯।

و ارسلناك للناس رسولا و كفى بالله شهيدا -

চতুর্থ আয়াৎ :—হে মানবগণ, নিঃসন্দেহরূপে আর্‌রছুল স্বয়ংসত্য সহকারে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে আগমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে বিশ্বাস কর, ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। আন্নিছা : ১৭০।

يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم -

বর্ণিত আয়াৎ চতুষ্টয় সম্পর্কে কতিপয় অভিমত উল্লেখ করিতেছি :—

(ক) ইব্‌নেআব্বাছ (রাযিঃ) বলেন :—আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। *

(খ) ইব্‌নেকছির বলেন, গৌর ও কৃষ্ণ, আরব ও আজমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইছলাম ধর্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে উক্ত আকিদা মানিয়া লওয়া অপরিহার্য। †

(গ) ছৈয়দ রশিদ রিযা বলেন,—আরব ও আজমের সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, আরাবী, হাশেমি নবী মোহাম্মদ বিনে আব্‌দুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সকলের জন্য আল্লাহর রছুলরূপে আগমন করিয়াছেন। ‡

পঞ্চম আয়াৎ :—হে রছুল (দঃ) আমরা আপনাকে বিশ্ব চরাচরের জন্য অনুকম্পা স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। আল্-আম্বিয়া : ১০৭।

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

ষষ্ঠ আয়াৎ :—মহিমান্বিত সেই প্রভু, যিনি তদীয় দাসের প্রতি ফুর্কান (প্রভেদকারী) অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে উহা বিশ্বচরাচরের জন্য সতর্কবাণী হইতে পারে। আল্‌ফুর্কান : ১ আয়াৎ।

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا -

আল্লাহ স্বয়ং রাব্বুল আলামিন, তিনি যেরূপ বিশ্ব চরাচরের অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য, প্রত্যক্ষীভূত এবং দৃষ্টি ও অনুভূতির অন্তরালে অবস্থিত জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত ভূলোক ও দ্যুলোকের অধীশ্বর, সেইরূপ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ও জীবজগতের শান্তি ও অনুকম্পারূপী এবং কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্কবানী। কোন বস্তু যেরূপ আল্লাহর রবুবিয়ৎ বা প্রভুত্বকে অস্বীকার করিতে পারে না, তদীয় রছুলের (দঃ) রহমত বা অনুকম্পাকেও তদ্রূপ কেহ অস্বীকার করার অধিকারী নয়, যাহারা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, কেবল তাহারাই শান্তিহারা ও করুণা বঞ্চিত। বিশ্ব চরাচরের জন্য সতর্কতার পয়গাম যিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন, তিনিই বিশ্বনবী।

সপ্তম আয়াৎ :—সে দিন কিরূপ হইবে, যখন আমি প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنابك على هؤلاء

* দুর্‌রেমনছুর :— (৩) ১৩৫পৃঃ।

† তফ্‌ছির ইব্‌নে কছির :— (৪) ২৫৩ পৃঃ।

‡ তফ্‌ছির আল্‌মানার :— (৯) ৩০০পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সাক্ষ্যদাতা উত্থিত شهيدا - يومئذ يود الذين كفروا و عصوا الرسول لوتسوى بهم الارض - করিব এবং আপনাকে হে রছুল (দঃ) তাহাদের সকলের জন্য সাক্ষ্যদাতারূপে উপস্থিত করিব? যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং রছুলুল্লাহর অবাধ্য হইয়াছে, সে দিন তাহারা মাটিতে মিশিয়া যাইবার আকাঙ্খা করিবে? আন্ নিছা : ৪১ ও ৪২।

উল্লিখিত আয়ৎ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক নবী শুধু আপনাপন উম্মতের সাক্ষ্যদাতা, কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) সমুদয় আম্বিয়ার উম্মৎগণের জন্য অর্থাৎ দুনিয়ার সকল অধিবাসীর জন্য সাক্ষ্যদানকারী। তাঁহার প্রতি মানবমণ্ডলীর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর তাঁহার সাক্ষ্যের ফলাফল নির্ভর করে। যে মানুষ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করে নাই, এবং তিনি যে অনুসরণীয় কর্ম্মসূচি মানবজাতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করে নাই, সে যত বড় শক্তিশালী, ধীমান ও দেশপ্রিয় হউক না কেন, তাহাকে চরম দিবসে অনুতপ্ত হইতেই হইবে এবং অনুশোচনার আতিশয্যে সে মাটিতে মিশিয়া যাইবার আকাঙ্খা করিবে।

রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমনের পূর্ব্বে যে সকল জাতি আল্লাহর গ্রন্থের ধারক হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, প্রত্যক্ষ নিদর্শনাদি অবলোকন করিয়া যাহারা হযরতের (দঃ) নবুওৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই, তাঁহারাও রছুলুল্লাহর (দঃ) রিছালৎকে আরবের অশিক্ষিত প্রতিমাপূজকদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করিতেন। উল্লিখিত শিক্ষাভিমানীদলের ক্ষুদ্র সংস্করণরূপী এক শ্রেণীর মানুষ মুছলমান সমাজেও ইদানীং গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ধারণা যে, হযরতের (দঃ) শিক্ষা ও আদর্শ কেবল অন্ধকার যুগের মানুষদের অনুসরণীয়, যাহারা বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদে সুপণ্ডিত এবং ইউরোপ ও আমেরিকার চলতি বিদ্যায় সুদক্ষ, তাহাদের জন্য আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ (দঃ) কে বরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু অশিক্ষিতদের মত শিক্ষাভিমানী, গ্রন্থধারী আহলেকিতাবদিগকেও রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অষ্টম আয়ৎ :—আল্লাহ বলিতেছেন,—হে গ্রন্থধারীগণ, রছুলগণের আবির্ভাব সংবৃত হইবার প্রাক্কালে তোমাদের নিকট আমাদের রছুল তোমাদের জন্য আমার উক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা এ কথা বলিতে না পার যে আমাদের নিকট কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আগমন করেন নাই; অতএব শুন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আগমন করিলেন। আল্ মায়েদাহ : ১৯।

يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا - يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير - فقد جاءكم بشير و نذير -

উল্লিখিত আয়ৎ সম্পর্কে ইব্নে কছির বলেন যে, রছুলদের আগমন সংবৃত ও হেদায়তের পথ রুদ্ধ হওয়ায় যখন ধর্ম্মের বিকৃতি এবং প্রতিমা, আগুন ও ক্রুশের পূজা ব্যাপক আকার ধারণ করে, সমস্ত দেশে অশান্তি, অনাচার ও মূর্খতা বিস্তৃত হইয়া পড়ে তখন হেদায়তের প্রয়োজন বিশ্বজনীন আকারে অনুভূত হয়। তাই আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে বিশ্বনবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বিপথগামীরা যাহাতে এ কথা বলিতে না পারে যে সুপথের সন্ধানদাতা এবং কুপথ হইতে সতর্ককারী কোন রছুল আমাদের আছে আসেন নাই, তজ্জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে অবিভক্ত মানবজাতির জন্য বশীর ও নযিররূপে প্রেরণ করা হইল। (সংক্ষেপ) *

যে সকল শিক্ষাভিমানী আহলে কেতাব রছুলুল্লাহ (দঃ) কে নবীরূপে এবং তাঁহার প্রচারিত বিধানকে স্বীয় জীবনপদ্ধতীরূপে গ্রহণ করে নাই, তাহারা শুধু যে কাফের, তাহাই নয়, তাহারা বিদ্রোহী। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহ

* তফ্ছির ইব্নেকছির :— (৩) ৩১৩—৩১৫পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আদেশ দিয়াছেন।

নবম আয়ৎ :—যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং পরকালের উপর যাহাদের আস্থা নাই এবং আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা বর্জ্জন করে না এবং স্বয়ংসত্য বিধানানুসারে যাহারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করে না, আহলে-কিতাবগণের সেই সকল দলের সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। আততওবা : ২৯।

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب -

নবম হিজরীতে এই আয়ৎ অবতীর্ণ হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) তথাকথিত সুসভ্য খৃষ্টান রোমক সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে বহির্গত হন এবং তবুক নামক ওয়াদিউল কোরা ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তথায় কুড়ি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

ছয়ীদবিনেজুবায়র, আবুযয়েদ, মুজাহেদ ও হাছান বছরী প্রভৃতি তাবেয়ী ইমামগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়ৎ দ্বারা রছুলুল্লাহ (দঃ) ইয়াহুদ ও খৃষ্টান-দের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। *

দশম আয়ৎ :—আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিতেছেন হে রছুল, আপনি বলুন, এই কোর্‌আন আমার প্রতি ওয়াহি করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার সাহায্যে আমি তোমা-দিগকে এবং যাহাদের নিকট উহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেই। আল্‌আন্‌আম : ১৯

و اوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ -

(ক) আনছ বিনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, উক্ত আয়ৎ অবতীর্ণ হওয়ার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) পারস্য সম্রাট কিছরা, রোমক সম্রাট কাইছর, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং অন্যান্য স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। †

(খ) মুজাহেদ বলেন যে, আয়তে বর্ণিত "তোমাদিগকে" শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—আরব জাতি এবং "যাহাদের কাছে কোর্‌আন প্রচারিত হইয়াছে" বাক্যদ্বারা আরবের বহির্ভূত সমুদয় জাতি বুঝাইতেছে। ‡

(গ) ছৈয়দ রশিদ রিযা উল্লিখিত আয়ৎ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—এই আয়ৎ শেষ প্রেরিত মহানবীর (দঃ) বিশ্বজনীন নবুওতের অকাট্য প্রমান। আরব ও আজমের প্রতি স্থানে, প্রত্যেক সময়ে, প্রলয়কালপর্য্যন্ত কোর্‌আনের দা'ওয়াৎ যাহাদের কাছে পৌছিয়াছে বা পৌছিবে তাহাদের সকলকেই রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতে ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। যাহাদের নিকট কোর্‌আন প্রচারিত হয় নাই, তাহাদের কাছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইছ্‌লামের দাওয়াৎ পৌছে নাই। ইছ্‌লামের নীতি ও আদেশাবলী কোর্‌আনের বাচনিক উপস্থাপিত না করিয়া শুধু দার্শনিক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা দ্বারা তব্‌লিগের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। ছৈয়দ বলেন :—আমরা দেখিতেছি যে, ছলফে ছালেহিনের অর্থাৎ ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগের পর হইতে মুছলমানরা কোর্‌আনের দাওয়াৎ ও তব্‌লীগের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে, ছুন্নৎ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত কোর্‌আনের ব্যাখ্যার রীতি পরিহার করিয়া তাহারা মুতাকাল্লেমিন ও ফকিহদের অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের অবলম্বিত বর্ত্তমান আচরণের স্বয়ং কোরআন প্রতিবাদ করিতেছে। ¶

একাদশ আয়ৎ :—আল্লাহ তদীয় রছুল হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানব তাহা অবগত নয়, ছাবা : ২৮ আয়ৎ।

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

উল্লিখিত আয়তের অর্থ এত সুস্পষ্ট যে কোনরূপ

* দুর্‌রেমন্‌ছুর :— (৩) ২২৮ ও ২২৯পৃঃ।
† দুর্‌রেমন্‌ছুর :— (৩) ৭পৃঃ।
‡ দুর্‌রেমন্‌ছুর :— (৩) ৭পৃঃ।
¶ তফ্‌ছিরআল্‌মানার :— (৭) ৩৪১পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, তথাপি কয়েকজন খ্যাতনামা ছাহাবা ও তাবেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(ক) ইব্নে আব্বাছ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) কে মানব ও দানবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। *

(খ) মুজাহেদ বলেন, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।

(গ) মোহাম্মদ বিনে কাআব বলেন, আল্লাহ্ হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) কে বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

(ঘ) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) কে আরব ও আজমের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। †

(ঙ) প্রাচীনতম তফছিরের সঙ্কলয়িতা ইমাম ইবনে জরির বলেন :—আল্লাহ্ উল্লিখিত আয়তে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আমি আপনাকে নির্দ্দিষ্টরূপে আপনার সগোত্রদের জন্য প্রেরণ করি নাই, অধিকন্তু সমগ্র মানব সমাজ :— আরব, আজম, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলের জন্য আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। যাহারা আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের জন্য আপনাকে সুসংবাদবাহী এবং অস্বীকারকারীদের জন্য সতর্ককারী করা হইয়াছে। ‡

রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমন যে গ্রন্থধারী ইয়াহুদ, নাছারা এবং গ্রন্থহীন আরব, হিন্দ, পারস্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সমুদয় দেশের সমগ্র মানব জাতির জন্য ঘটিয়াছে, তাহা কোরআনের বিভিন্ন আয়ৎ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু হয্‌রতের আহ্বান শুধু মানব জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, কোরআনে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে জিনদিগকেও সম্বোধন করা হইয়াছে। কোর্‌আনকে রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী বলিয়া মান্য করিলে তাঁহার রিছালৎকে জিন্‌দের জন্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আল্লাহ জিন ও ইন্‌ছান উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

দ্বাদশ আয়ৎ :—হে জিন ও ইন্‌ছানমণ্ডলী, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পার্শ্বদেশ সমূহ (**Zone**) যদি অতিক্রম করিয়া যাইবার তোমাদের ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে অতিক্রম করিয়া দেখাও। আর্ রহমান : ৩৩ আয়ৎ।

يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا

(ক) ইব্নে আব্বাছ (রাযিঃ) মানুষের ন্যায় জিনদের জন্যও রছুলুল্লাহর (দঃ) রিছালৎ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ¶

(খ) মুকাতল বলেন, হয্‌রতের (দঃ) পূর্ব্বে কোন নবী দানব ও মানব উভয়ের জন্য প্রেরিত হন নাই।

(গ) ফখরুদ্দীন রাযি বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ মনুষ্যজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জিনদের জন্যও তিনি আগমন করিয়াছিলেন। §

হয্‌রতের বিশ্বজনীন নবুওৎ সম্পর্কে চল্লিশ হাদিছ মুছনাদের নিয়ম অনুসারে হাদিছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইন্‌শাআল্লাহ আগামী বারে পেশ করা হইবে।

* তফ্‌ছির ইব্‌নে কছির :—(৭) ৯১পৃঃ।
† ক, খ, গ ও ঘ— দুর্‌রে মন্‌ছুর :—(৫) ২৩৭ পৃঃ।
‡ তফ্‌ছির ইব্‌নে জরির :—(২২) ৬৬পৃঃ।
¶ তফ্‌ছির ইব্‌নে কছির :—(৭) ৯১পৃঃ।
§ (খ) ও (গ) তফ্‌ছির কবির :—(৭) ৫১৯পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইছলামের নির্দ্দেশিত গণতন্ত্র (**Democracy**) প্রতিপালিত হইবে বলিয়া পাকিস্তান গণপরিষদ ভাবীশাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রস্তাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রস্তাবের ভিতর বা তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইছলামের নির্দ্দেশিত গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করা হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ওয়াইন এণ্ড ফুডের হোটেল, রেস্তরাঁ, বিড়িফ্যাক্টরী, সুদী লেনদেনের প্রতিষ্ঠান, নাচঘর, সিনেমা ও মিনাবাযার হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যাশ্‌নালিয্‌ম ও সোশিয়ালিয্‌ম পর্য্যন্ত "ইছলামি" সাইনবোর্ড ও লেবেলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইছ্‌লামি ও কুফরী পানশালা, ইছলামি ও কুফরী বিড়ি, ইছ্‌লামি ও কুফরী সুদ, ইছলামি ও কুফরী নাচ, ইছলামি ও কুফরী ব্যভিচার, ইছ্‌লামি ও কুফরী ন্যাশনালিযম ও সোশিয়ালিযমের মধ্যে প্রভেদ করা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ ইছ্‌লামি ও কুফরী গণতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সুগঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইছলামি গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ পর্য্যায়ে স্বরাজ ও স্বাধীনতার অর্থ ও তাৎপর্য্য হেঁয়ালি করিয়া রাখার বিষময় ফল স্বরূপ যে সকল অনর্থের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, পাক-ভারতের জনমণ্ডলীকে আজো তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইতেছে। স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্রের মূলমন্ত্র যাহা, তাহার অর্থের অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার কুফল অতলস্পর্শী, কারণ ইহাকেই ভিত্তি করিয়া পাকিস্তানরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। জাতীয় প্রাসাদের বুনিয়াদের বক্রতা সমস্ত জাতিকে, তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশকে, তাহার বিশ্বাস ও আচরণকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিপথগামী করিয়া ফেলিবে। আন্দোলন বিশেষের সাময়িক ও উদ্দেশ্যমূলক অস্পষ্টতার কুফল চিরস্থায়ী ও বুনিয়াদী প্রহেলিকার ভয়াবহ পরিণতির তুলনায় নগণ্য। সুতরাং সুস্থ ও নিরপেক্ষ মন লইয়া জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

خشت اول چوں نہد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج !

মুছলমানগণের একক বা দলগত ভাবে অনুষ্ঠিত কোন কার্য্য বা পোষিত কোন মতবাদের নাম ইছলামি কার্য্য বা ইছলামি মতবাদ নয়। যে আচরণ ও ধারণার পিছনে ইছলামের প্রত্যক্ষ বা গৌণ সম্মতি বিদ্যমান আছে কেবলমাত্র তাহাকেই ইছলামি কার্য্য বা মতবাদ বলিয়া গণ্য করা হইবে। যাহার পিছনে এই সম্মতি বিদ্যমান নাই, আল্লাহ না করুন, সমস্ত মুছলমান এরূপ কোন কার্য্য সমর্থন বা মতবাদ বরণ করিয়া লইলেও তাহাকে কোন প্রকারেই ইছলামি মতবাদ বা কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা চলিবে না। অনৈছলামিক মতবাদ বা কার্য্যকে ইছলামি বলিয়া গ্রহণ করা গুরুতর অন্যায়, এই আচরণের নাম বেদ্‌আৎ। বিরোধী দলের অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্রজাতির পক্ষে কোন বেদ্‌আতের জন্য সম্মতি প্রদান করা অসম্ভব।

সুখের বিষয় উদ্দেশ্য প্রস্তাবের সাহিত্যে "ইছলামি গণতন্ত্রের" পরিবর্ত্তে "ইছলামের নির্দ্দেশিত গণতন্ত্র" স্থান লাভ করিয়াছে। রচনা কৌশলের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার ভাবে জানা যাইতেছে যে, প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করার সময়ে রচয়িতা "গণতন্ত্রবাদ"কে ইছলামি ও অনৈছলামিক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অর্থাৎ যে গণতন্ত্র ইছলাম কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হয় নাই, তাহা অনৈছলামিক গণতন্ত্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাহা প্রতিপালিত হইবে না। কিন্তু তথাপি আমরা "ইছলামের নির্দ্দেশিত গণতন্ত্রে"র সার্থকতা যে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাহা অকুণ্ঠ ভাবেই স্বীকার করিয়া লইতেছি।

ইছলামি রিয়াছতে (**Islamic state**)

www.ahlehadeethbd.org

ইছলাম প্রতিপালিত হওয়ার কার্য্যকেই আমরা আবশ্যক ও যথেষ্ট মনে করি। ইছ্লামের মধ্যে গণতান্ত্রিক যদি কোন ইঙ্গিত থাকে তজ্জন্য "গণতান্ত্রিক ইছলাম" (**Democratic Islam**) নামে কোন বস্তু পরিকল্পিত হইতে পারে না। রাজতন্ত্রের (**Monarchical state**) ভিতরও যে গণতান্ত্রিক রীতি পাওয়া যাইতে পারে, রাজনীতি বিশারদগণ তাহা অস্বীকার করেন নাই। **The limited monarchical state is infact a democratic or aristocratic state having a constitutional government in which the executive power is vested in a monarch.** যে রাজতন্ত্রের শাসন-পদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিক, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে গণতন্ত্রের নামান্তর মাত্র; এইরূপ সীমাবদ্ধ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা রাজার হস্তে জনবৃন্দের পক্ষ হইতে অর্পণ করা হয়। * কিন্তু তাই বলিয়া কোন রাজতন্ত্রই গণতন্ত্রের আখ্যা লাভ করিতে পারে না। ইছ্লামে গণতন্ত্রের আংশিক রূপ ও মন যে বিদ্যমান আছে তাহা আধুনিক বা তৎকালীন প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্টি নয়, ইছ্লামের নিজস্ব বৈশিষ্ট দ্বারাই তাহা সূচিত হইয়াছে।

দুনিয়ার বাযারে গণতন্ত্রের যে বেসাতির তেজারৎ চলিতেছে, ইছলামের সহিত তাহার আপোষহীন বৈষম্যের জন্য তাহাকে ইছলামি মার্কা দিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন উদ্দেশ্য প্রস্তাবের রচয়িতাগণ বোধ করিয়া থাকিলে, সেরূপ গণতন্ত্রকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া শুদ্ধি করাইবার আবশ্যক কি ছিল? প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রসমূহ কেবল গণতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রে বিভক্ত নয়, পঞ্চমশ্রেণীর আর এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যাহার নাম ইছ্লামি রাষ্ট্র। ইছলামি রিয়াছৎ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, উহা রাজতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক ও পুরোহিত তান্ত্রিকও নয়, এই পঞ্চবিধ রাষ্ট্রের অমিশ্রযোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক। বক্ষ্যমান নিবন্ধে ইহাই আলোচ্য।

* Political Science. P. P. 127

(ক) রিয়াছতের (**State**) সার্ব্বভৌম অধিকার (**sovereign power**) যাহাদের হাতে ন্যস্ত, তাহাদের সংখ্যানুপাতের উপর গণতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য নির্ভর করে। যে স্টেট রাজতন্ত্র **Monarchy** নামে অভিহিত তাহা মাত্র এক ব্যক্তির ইচ্ছায় আর সামন্ততন্ত্র **Aristocracy** অল্প সংখ্যক লোকের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। **A democracy is a state in which the exercise of sovereignty rests with the mass of the population.** যে রাষ্ট্রে সার্ব্বভৌম অধিকার পরিচালনা করার কার্য্য রাষ্ট্রের অধিবাসী জনবৃন্দের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তাহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (**Democracy**) নামে অভিহিত। ইহাই গণতন্ত্রের জনক এরিস্টটল, সিসেরো ও পলিবিয়স কর্ত্তৃক প্রদত্ত ত্রিবিধ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা। ☬

(খ) গণতন্ত্র শুধু সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাহার পক্ষে স্বয়ংসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিমান হওয়াও আবশ্যক। Among the Characteristics of sovereignty is the quality of absolution. সার্ব্বভৌম অধিকারের অন্যতম বৈশিষ্ট সর্ব্বশক্তিমানত্বের গুণে গুণান্বিত হওয়া। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে এমন শক্তি থাকিতে পারে না এবং Sovereignty cannot be limited; it is an original, not a derived power. As it is the Supreme power in the state, there cannot be any authority above it, and to speak of it as being limited by some higher power is a contradiction of term. Sovereignty can be bound only by its own will, that is, it can only be self-limited. তাহাদের সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব সীমাহীন, অনন্ত ও মৌলিক, অন্যের নিকট হইতে পরিগৃহীত নয়। রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ উচ্চতম শক্তির আধার বলিয়া তাহাদের উর্দ্ধতন কোন প্রাধান্য থাকিতে পারে না; কোন উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার কথা "গণতন্ত্র" সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সার্ব্বভৌমিকত্ব

☬ Aristotle : Politics, III 7; Ethics VIII 12; Cicero : De Republica, I 26; Polybius : History of Rome, VI 3,

www.ahlehadeethbd.org

শুধু আপন ইচ্ছার কাছে আবদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ উহা কেবল মাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। *

(গ) সংখ্যা গরিষ্ঠ (Majority) দের প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত ভাবে পরিচালিত নাগরিক জনসাধারণের শাসন (Government) কে Thomas Jefferson গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বলিয়াছেন। ♣

Hamilton এর উক্তি অনুসারে যে স্থলে ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে আছে এবং তাহারাই উক্ত ক্ষমতা তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের সাহায্যে মধ্যস্থ ভাবে বা প্রত্যক্ষরূপে পরিচালিত করিতেছে, এইরূপ শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট বলে। ♯

(২)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট হইতেছে, তাহার জনসংখ্যা, কিন্তু ইছলামি স্টেটের জন্য জনসংখ্যার কোনই মূল্য স্বীকৃত হয় নাই। দ্বিতীয় শতকের শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ও ব্যবহারশাস্ত্রবিদ (Jurist) ইমাম আবুহানিফা (রহঃ) ইছলামি স্টেটের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন :—

ইছলামি রাষ্ট্রের সমুদয় ভূভাগের অংশ মুছলিম জনমণ্ডলীর একচ্ছত্র নেতার অধিকারভুক্ত থাকা আবশ্যক এবং তাঁহার ক্ষমতা মুছলিম জনমণ্ডলীর ক্ষমতার নামান্তর মাত্র। ¶ কাযী আবুইউছফ ও মোহাম্মদ বিন্হাছান ইমামের উক্তির তাৎপর্য্যকে স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন ভূখণ্ড ইছলামি রাষ্ট্র কিনা, তাহা পরীক্ষা করার উপায় এই যে, ইহা দর্শন করিতে হইবে, তথায় প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্ব কাহাদের হস্তে রহিয়াছে? ইছলামি স্টেটের জন্য জনসংখ্যা দ্রষ্টব্য নয়। অর্থাৎ যে ভূখণ্ডের উপর মুছলমানগণ প্রভুত্ব করিতেছেন এবং দেশ ও জনমণ্ডলীর ধনপ্রাণ সুরক্ষিত করার দায়িত্ব তাহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে সেই দেশ ইছলামি রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। *

উল্লিখিত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এই যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সহিত আদর্শবাদের (Ideology) কোন সম্পর্ক নাই, পক্ষান্তরে ইছলামি রিয়াছৎ আদর্শবাদের উপর স্থাপিত, উহা Ideological State, জনসংখ্যার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ফলে গণতন্ত্রে শ্রেণী ও দলের যেমন প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইছলামি রাষ্ট্রে সেরূপ বিভিন্ন শ্রেণী (Class) ও দলের (Party) অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণবৃত্তি আমাদের মানসলোক এতদূর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে, অদলীয় শাসনরীতির (No party system) কথা আমরা কল্পনা করিতে চাইনা, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতর নানাদলের অস্তিত্ব ও তাহাদের পরস্পর বিরোধী কর্ম্মসূচির (Programme) দরুণ অধিকার ও ক্ষমতালাভের যে অপরিসীম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যাহা অনিবার্য্য শোচনীয় পরিণতি তাহা কাহারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যাহা, আজ কোন স্থানেই তাহা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে না। শ্রেণী প্রাধান্য, সামাজিক সুবিধা ভোগ ও বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থ গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানে পরিণত হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রাধান্যের সাহায্যে প্রত্যেক দল উল্লিখিত বিষয়গুলি হস্তগত করিতে সমুদয় গণতন্ত্র বদ্ধপরিকর। ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রচলিত গণতন্ত্রের বিষময় ফলের কথা ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

একদলীয় শাসনপদ্ধতি (One party system) ও ইছলামি রুচির অনুকূল নয়। একদলীয় শাসনের

---

* Political Science, P. P. 250, 251.
♣ Works, Vol X, P. P. 28.
♯ Federalist No 9.
¶ المبسوط للسرخسى : (١٠) ٩٣ পৃঃ।

* المبسوط للسرخسى : (١٠) ٩٣ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কথা বলিতে অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধ দলের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না, বলপ্রয়োগের সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা হয় মাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠের দল গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর যবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন চালাইতে থাকে। ন্যায় অন্যায় নির্ব্বিচারে একদলীয় শাসন প্রতিপক্ষের সমুদয় অধিকার ও দাবী পদদলিত করে। স্বীয় ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের অনুকূলে তাহারা আইন প্রস্তুত করে এবং পরিশেষে তাহাই রাষ্ট্রের আইন (State Law) রূপে পরিচিত হইয়া উঠে। এক দলীয় শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ গুরুতর অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভয়াবহ সামাজিক অসামঞ্জস্য আত্মপ্রকাশ করে। একদলীয় স্বেচ্ছাচার (Absolution) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসে এবং সাম্রাজ্য নীতির গোটা দেহে (Body potitics) ঘুণ ধরাইয়া দেয়।

(৩)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট তাহার চরম প্রভুত্বের দাবী (Paramountcy) এবং সার্ব্বভৌম অধিকার (Sovereign power), তাহার প্রভুত্ব মৌলিক (original) এবং অসীম (unlimited)। যে রাষ্ট্রে এই চারিটী গুণের অভাব আছে, তাহা গণতন্ত্র (Democraey) পদবাচ্য নয়। ইছলামি রাষ্ট্রের চরম প্রভুত্ব এবং সার্ব্বভৌম অধিকার আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট। আল্লাহর চরম প্রভুত্ব ও সার্ব্বভৌম অধিকার যাহারা মান্য করিয়া লইয়াছে, তাহারা ইছলামি স্টেটের নাগরিক। আল্লাহকে প্রভু মান্য করার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস পোষণ না করা পর্য্যন্ত কেহ মুছলমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মহীন (লা-দিনি) স্টেটের কর্ত্তৃপক্ষরা আল্লাহর পরিবর্ত্তে স্বয়ং চরম প্রভুত্বের দাবী করিয়া থাকে। ফির্‌আউন পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিয়াছিল :—আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধতন প্রভু (Supreme authority) ৭৯ : ২৪। ফির্‌আউন পারিষদবর্গকে ডাকিয়া বলিল :—হে নেতৃমণ্ডলী, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য

فقال : انا ربكم الاعلى -

يا ايها الملا ما علمت لكم

কোন প্রভুকে আমি

من اله غيرى -

চিনি না (২৮ : ৩৮)। যে সকল ব্যক্তি তাহার চরম প্রভুত্বের দাবীকে অস্বীকার করিয়া আল্লাহকে পরম প্রভুরূপে মান্য করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে সে কারারুদ্ধ করার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। মুছা আলায়হিছ্‌ছালামকে তাঁহার এই অপরাধের জন্যই সে জেলে

لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونين -

পুরিতে চাহিয়াছিল (২৬ : ২৮)। কালেডিয়ার সম্রাট যে সার্ব্বভৌম অধিকার দাবী করিয়াছিল, ইব্‌রাহিম আলায়হিছ্‌ছালাম তাহার সেই মিথ্যা দাবীর বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কোর্‌আনে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই ঘটনা উল্লিখিত হই-

الم تر الى الذى حاج ابراهيم ان اتاه الله الملك -

য়াছে। হে রছুল (দঃ), আপনি কি সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেন নাই, যে ইব্‌রাহিমের (দঃ) সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার দুঃসাহসিকতার কারণ শুধু এই যে, আল্লাহ তাহাকে শাসন-ক্ষমতা (রাজত্ব) প্রদান করিয়াছিলেন (২ : ৩৫)। বাবিলোনিয়া ও মিছরের অধিপতিরা দ্বিবিধ প্রভুত্ব দাবী করিয়াছিল :—অন্নদাতারূপী প্রভুত্ব (رب) এবং পূজা ও আনুগত্যের অধিকারী প্রভুত্ব (الاه)। তাহাদের দাবীর সারাংশ ছিল এই যে, কেবল তাহাদিগকেই সার্ব্বভৌম শক্তির আধার বিবেচনা করিয়া তাহাদের পরিকল্পিত সমুদয় বিধান স্টেটের নাগরিকদের পক্ষে অবশ্য প্রতিপালনীয় বিবেচনা করিতে হইবে। ইব্‌রাহিম, মুছা ও মোহাম্মদ আলায়হিমুছ্‌ছালাম অরাজকতা (Anarchism) প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নাই, তাঁহারা মানুষের এবং সকল প্রকার শাসনতন্ত্রের সার্ব্বভৌম অধিকার এবং চরম প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বপতি রাব্বুল আলামিন এবং রাজরাজেশ্বর মালেকুল্ মুল্‌ক আল্লাহর সার্ব্বভৌম অধিকার এবং চরম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজতন্ত্রই হউক আর পুরোহিততন্ত্র, সামন্ততন্ত্রই হউক আর গণতন্ত্র, যে স্টেটের নাগরিকগণ বা তাহাদের সমষ্টির প্রতীক এক বা একাধিক

www.ahlehadeethbd.org

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ চরম প্রভুত্ব ও সার্ব্বভৌম প্রাধান্যের দাবী করিবে, তাহারা সকলেই নমরূদ ও ফিরআওনের দোসর।

আল্লাহকে শুধু প্রতিপালক ও উপাস্য বলিয়া মান্য করা যথেষ্ট নয়, আল্লাহকে "মালেকুল মুল্ক"—রাজরাজেশ্বর ও রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ স্টেটের Supreme authority বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে [কোরআন :—(৩) ২৫ ; '১৭' ১১১ ; (৯৭) ১]। আল্লাহর প্রভুত্ব কল্পিত রাজের জন্য মানিয়া লইলে চলিবে না এবং তাঁহার রবুবিয়ৎ ও মালেকিয়তের আকিদা প্রাসঙ্গিক ভাবে উচ্চারণ করিলে যথেষ্ট হইবে না। কোরআনের পরিষ্কার ঘোষণা যে, ভূমির প্রকৃত মালিকানা সত্ত্ব ও অধিকার আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট ; মানুষের অধিকার মৌলিক (Original) ও সীমাহীন (Unlimited) নয়, তাহার কাছে ক্ষমতা ও অধিকার হস্তান্তরিত (Delegated) হইয়াছে মাত্র (৭ : ১২৮) আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি সন্দেহবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন :—মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার উপরি ভাগে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ের অধিপতি কে? বল যদি তোমরা অবগত থাক। তাহারা বলিবে, সমস্ত বস্তুর অধিকার আল্লাহর জন্য। আপনি বলুন, তবে কেন চিন্তা করিয়া দেখিতেছ না? (২৩ : ৮৫)। জিজ্ঞাস করুন, সপ্ত আকাশ এবং মহিমান্বিত আরশের—প্রভুকে? তাহারা বলিবে, সমস্তের প্রভুত্ব আল্লাহর জন্য, বলুন তবে কেন তোমরা সাবধান হও না? জিজ্ঞাসা করুন কাহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধীনে সকল জিনিষ রহিয়াছে? তিনি কে যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁহার প্রতিকূলে কোন আশ্রয় পাওয়া যায় না? তাহার তৎক্ষণাৎ বলিবে সমস্তই আল্লাহর জন্য, বলুন, তবে কোন্ মন্ত্রে মুগ্ধ হইতেছে? (২৩ : ৮৬ ও ৮৭)।

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده -

قل لمن الارض و من فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون ؟

قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل افلا تتقون ! قل من بيده ملكوت كل شئى و هو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانى تسحرون ؟

ইছলামি রিয়াছতের এই নীতিগত বৈশিষ্ট উদ্দেশ্য প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে। আল্লাহর চরম প্রভুত্ব ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ সুনির্দ্ধারিত সীমারেখার ভিতর কর্তৃত্ব করার অধিকার পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন। এই ঘোষণার তাৎপর্য্যানুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্র সার্ব্বভৌম শক্তির (Sovereignty) সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশক্তিমানত্বের (absolutism) অধিকার যেমন অস্বীকার করিয়াছে, তেমনি অসীম ও মৌলিক প্রভুতের দাবীও পরিহার করিয়াছে। যে জনপদের অধিবাসীবৃন্দ আল্লাহর চরম প্রভুত্ব এবং তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রাধান্য মান্য করিয়াছে, তাহা ইছলামি স্টেট, গণতন্ত্র নয়। এই রিয়াছতের নাগরিকগণ আইনের কোন মৌলিক সূত্র রচনা করার অধিকারী নহেন, আল্লাহর মৌলিক প্রভুত্ব মান্য করিয়া লওয়ার দরুণ তাঁহার নির্দ্দেশ সমূহ বলবৎ করার ক্ষমতা পাকিস্তানের নাগরিক অথবা তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে মাত্র। এরূপ রিয়াছতে কোন দল থাকিতে পারে না, ব্যক্তিগত ও দলগত মতের প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থোদ্ধারের এখানে স্থান নাই। এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণের সম্মিলিত কর্ত্তব্য স্থান ও প্রয়োজন অনুসারে ইল্‌হামি আইনের ব্যাপক সূত্রাবলীকে সীমাবদ্ধরূপ প্রদান করা।

(৪)

ইছলামি রাষ্ট্রের দলহীন সমাজের নাম জামাআৎ। রছুলুল্লাহ (দঃ) ইছলামি জামাআতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রীতি দয়া ও সহানুভূতির দিক দিয়া ইছলামি জামাআৎ একটি দেহের

مثل المومنين فى توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى -

www.ahlehadeethbd.org

ন্যায়। শরীরের একটী অঙ্গ পীড়িত হইলে সমস্ত দেহ তার জন্য বিনিদ্র ও জ্বরাক্রান্ত হইয়া উঠে। *

জামাআতের ব্যাখ্যা স্বরূপ রছুলুল্লাহ (দঃ) আরো বলিয়াছেন যে, একজন অন্য মুছলমানের জন্য প্রাচীরের ইষ্টকরাজী সদৃশ, যাহা পরস্পর দৃঢ় ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। ان المؤمن للمؤمن كالبنيان এই কথা বলার পর يشد بعضه بعضا' و شبك رছুলুল্লাহ (দঃ) দুই اصابعه - হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পরের ভিতর ঢুকাইয়া দিলেন। † অধিকতর স্পষ্ট ভাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) ইছলামি জামাআতের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,— হযরত (দঃ) বলিয়াছেন :—ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বয়স্ক, শিশু, و المسلمون تتكافؤ دماؤهم নর, নারী, দাসদাসী, يسعى بذمتهم ادناهم' وهم কুলীন ও অকুলীন يد على من سواهم - নির্ব্বিশেষে সমস্ত মুছলমানের রক্তের মূল্য সমান, ক্ষুদ্রতম মুছলমানের দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি সমগ্র জাতির পক্ষে প্রতিপালনীয়। শত্রুদলের জন্য তাহারা সম্মিলিত ভাবে একটি হস্তের ন্যায়। ‡

ইছলামি জামাআতের অন্তর্গত প্রত্যেকের রক্ত, ধন ও সম্ভ্রমকে অপরের জন্য মক্কা নগরীর মত এবং হজ্বের দিবসের ন্যায় মহাপবিত্র বলিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিদায় হজ্বের ঘোষণায় (Charter) প্রচারিত করিয়াছেন ইহাদের পবিত্রতাকে নষ্ট করা মক্কার পবিত্রতাকে নষ্ট করার সমতুল্য। ¶ ইছলামি জামাআতের যে স্বরূপ ও ব্যাখ্যা রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে উচ্চারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রেণী ও দলের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ইছলামি জামাআৎকে বিভক্ত করা এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হওয়ার কার্য্য কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। শ্রেণী স্বার্থ ও দলীয় সংগ্রামের কোন ইঙ্গিত ইছলামি রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে নাই, ওগুলি জাহেলি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট। তাহাদের নাম গণতন্ত্র রাখা হউক অথবা অন্য কোন নামে তাহাদের আখ্যায়িত করা হউক, ইছলামের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বুখারী ও মুছলিম আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :— যে ব্যক্তি জামাআৎ من فارق الجماعة شبرا ومات হইতে বিঘৎ পরিমাণ فقد مات ميتة جاهلية - দূরে সরিয়া যাইবে, যদি সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সে মৃত্যু অনৈছলামিক মৃত্যু হইবে।

কিন্তু শুধু সদুপদেশ দ্বারা এবং কোরআন ও হাদিছের নির্দ্দেশ বর্ণনা করিয়া ইছলামি জামাআৎ গঠিত হইতে পারিবে না। ইছলামের রুহ এবং ইছলামি পরিবেশ হইতে সুদীর্ঘ দুইশতাব্দী ধরিয়া বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার দরুণ যে সকল মানসিক, নৈতিক সামাজিক, আর্থিক ও ধর্ম্মীয় অসামঞ্জস্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সমাজজীবনকে সেই সকল আবিলতার অভিশাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া নূতন ভাবে ইছলামি পরিবেশ সৃষ্টি না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত ইছলামি জামাআৎ পুনর্গঠিত হওয়া সুদূর পরাহত, অথচ ইছলামি রিয়াছতের বৈশিষ্ট ইছলামি জামাআতের উপরেই পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

ইছলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অধিকারের মর্য্যাদা কতখানি এবং আল্লাহর প্রদত্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা কি ভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে সকল কথা আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

والله المعين و به نستعين

---

* মুছনাদে আহমদ ও ছহিহ মুছলিম— নুমান বিনুল বশির (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত।

† ছহিহ বুখারী, আবুমুছা আশআরির (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত।

‡ তাবারানি (মাজমাউয্ যুওয়ায়েদ ৬ ঃ ২৮৩ পৃঃ) জাবির বিনে আবদুল্লাহ কর্ত্তৃক বর্ণিত।

¶ বুখারী ও মুছলিম,—আবদুল্লাহ বিনে উমরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

নিরাপত্তা পরিষদ : —

চারি বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বসমরের অব্যবহিত কাল পরেই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ (U. N. O.) নামক এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পৃথিবীকে যাহাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হইতে না হয় তজ্জন্য মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন দলের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টিকরা এবং জগতের উপর শান্তির আবহাওয়া প্রবাহিত করাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করার প্রধানতম কারণ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল। আজো পৃথিবী যখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা দর্শন করিতেছে, তাহার শান্তিপ্রিয় অধিবাসীবৃন্দ শিথিলবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছে। কারণ মতবাদের সংঘর্ষ, রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার বৈষম্য এবং সর্ব্বোপরি ভয়াবহ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা পৃথিবীকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে এবং মনুষ্যসমাজ আজ পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। এই বিরোধের মাঝখানে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

কিন্তু বিগত চারি বৎসর কালের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার উদ্দেশ্যপথে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ও কাশ্মীরের সংগ্রাম রাষ্ট্রসঙ্ঘ থামাইয়া দিতে পারে নাই। প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া এই সঙ্ঘ সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থকেই সমর্থন দান করিয়াছে, আমেরিকান ডলারের বলে আরব প্যালেষ্টাইনে মার্কিন ও অন্যান্য ইয়াহুদীরা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। আমেরিকান ডলারের বলেই "ইয়াহুদী ইছরাঈল-রাষ্ট্র" রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদের টিকিট ক্রয় করিতে পারিয়াছে আর প্যালেষ্টাইনের স্বাধীন আরব গণের তথায় স্থান সঙ্কুলন হয় নাই, তাহারা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষিত হইয়াছে মোটের উপর নামের মার্কা পৃথক হইলেও জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) ন্যায় ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের আওতায় পড়িয়া বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘও বিশ্বাস ঘাতকতা ও অপদার্থতার এ যাবৎ সমান ভাবে পরিচয় দিয়া আসিতেছে।

ইউরোপ ও এশিয়ার দূরবর্ত্তী অঞ্চলের কথা বাদ দিয়া শুধু পাকিস্তানের কথা আলোচনা করিলে কি দেখা যায়? জুনাগড় পাকিস্তানের সহিত স্বীয় সংযোগ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভারত ডমিনিয়ন বলপূর্ব্বক চড়াও করিয়া তাহা দখল করিয়া রাখিয়াছে, ভারতীয় সৈন্যদল সমগ্র হায়দ্রাবাদ ষ্টেট গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, মুছলমানদের রক্তে হায়দ্রাবাদের ভূমি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হায়দ্রাবাদের আবেদন নিবেদন সমস্তকেই ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছে। যে কাশ্মীরের অধিবাসীবৃন্দের শতকরা ৯৩ জন মুছলমান, তাহাকেও ভারত ডমিনিয়নের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কবলে পড়িতে হইয়াছে। আল্লাহর ফযলে কেবল কাশ্মীর ও সীমান্তের মুছলমানগণের অমিতবিক্রম এবং পাকিস্তান হকুমতের সাময়িক বাধা প্রদানের ফলেই কাশ্মীরের গ্রাস আজো ভারত ডমিনিয়ন গলাধঃকরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এ সমস্ত ব্যাপার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ নীরবে দর্শন করিতেছে এবং প্রতিবিধান দূরে থাক, সম্প্রতি ভারত ডমিনিয়নকে তহোর ঔদ্ধত্য ও হিংস্রতার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের মহামান্য সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, কাশ্মীর প্রশ্ন আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সমস্যায় ভারতের অবস্থা অভিযুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

পক্ষের ন্যায়, তাহাকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থান দান করার তাৎপর্য্য হইতেছে—আসামীকে বিচারকের আসন ছাড়িয়া দেওয়া। কোন রাষ্ট্রের একক অভিমতের সাহায্যে কোন প্রশ্নের সমাধান না হইতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই যাহারা আসামীর জন্য বিচারকের আসন ছাড়িয়া দেয় এবং যাহাদের অতিক্রান্ত চারি বৎসরের আমলনামা এরূপ মসীলিপ্ত, তাহাদের ভাবী আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন নয়। ধর্ম্মহীন, দায়িত্বজ্ঞান বিবর্জ্জিত সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকদলে পরিপুষ্ট বিশ্বাসহন্তারা যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে এবং পৃথিবী তাহাদের নিকট হইতে ন্যায়, বিচার লাভ করিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। হৃতসর্ব্বস্ব জাতিবৃন্দ বিশেষতঃ মুছলমানগণ এই সত্যকথাটী যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, ততই মঙ্গল।

মুছলিম রাষ্ট্রসমূহের সুমতি :—

মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ বিশেষতঃ নব্যতুর্কী যে ইউরোপীয় গণতন্ত্রকে আদর্শ করিয়া তাহার রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার ফলে তুর্কী স্বীয় বর্ণগত জাতীয়তার অস্তিত্ব পূর্ণ বিধ্বস্তির হস্ত হইতে কতকটা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে অপরিসীম। খিলাফতে ইছলামিয়ার গৌরব হারাইয়া ইছলামের প্রভাবকে আপন জাতীয়জীবনের প্রত্যেক অংশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে তুর্কীর পুরাতন মহাসাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের উপর ক্ষুদ্র এক লা-দিনি (Secular) স্টেট নব্যতুর্কী রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র তুর্কীজাতিকে ইছলামের আনুগত্যের স্থলে ইউরোপীয় সভ্যতার হস্তে দীক্ষাগ্রহণ করাইতে নবরাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। গণতন্ত্রের প্রধানতম অস্ত্র একদলীয় স্বেচ্ছাচারের (Totalitarianism) সাহায্য লইয়া বিরোধীদলকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য ঘাতকের হস্তে নির্ম্মূল করিয়া ফেলা হইয়াছিল। শত সহস্র মছ্জিদ ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তুর্কীর পার্লামেণ্টে বামপন্থী (opposition group) দলের কোন স্থান ছিল না; ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত তুর্কীরাষ্ট্র কোন ধর্ম্ম স্বীকার করে নাই। কিন্তু এত করিয়াও তুর্কীজাতির হৃদয় হইতে আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) আসন নব্যতুর্কীর রাষ্ট্রনেতাগণ কাড়িয়া লইতে পারেন নাই।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া ১৯৪৫ সালে সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টে বামপন্থী দল গঠন করার অনুমতি প্রদত্ত হয়। পরে পরেই পার্লামেণ্টের সভ্যগণ প্রচুর ভোটাধিক্যে নূতন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গ্রামাঞ্চল হইতে শতকরা একশত জন এবং খাস ইস্তাম্বুলের শতকরা ৯৩ জন অধিবাসী সন্তান সন্ততির জন্য ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা দাবী করিয়া শিক্ষাবিভাগের নিকট লিখিত অভিমত পেশ করিয়াছেন। বিগত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যতালিকায় ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ছাব্বিশ বৎসর পর ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে সিসিলি নামক স্থানে একটী নূতন মছ্জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে।

তুরস্ক হইতে ইছ্লামের 'জানাযা' বাহির হইয়াগিয়াছে মনে করিয়া যাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহারা ইহা শুনিয়া হতাশ হইবেন যে, নব্যতুর্কীর সুমতিলাভের সূচনাতেই তুরস্কে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, নামাযের সময়ে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পথেঘাটে ফেরিওয়ালাদের হাতেও কোর্আনে-মজিদের তুর্কী অনুবাদ শোভা পাইতেছে। পুরুষ মুছল্লিগণ কেহ তুর্কীর পুরাতন পোষাক পরিয়া, কেহ ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আর কেহবা ছিন্ন মোযা পায়ে দিয়া, কেহ নগ্ন পায়ে দলেদলে পরিত্যক্ত মছ্জিদসমূহে প্রবেশ করিতেছে। কেহ মাথায় রুমাল বাঁধিয়া, কেহ হ্যাট উল্টাদিকে ঘুরাইয়া, কেহবা নরম কাপড়ের টুপী মাথায় দিয়া আবার কাবাতুল্লাহর দিকে ছিজ্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুর্কী নারীরা পুনরায় কালো রঙ্গের বোর্কা পরিয়া পুরুষদের সারি হইতে স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইয়া নামায আদা করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

সিকি শতাব্দীর ইছ্‌লাম-বৈরী নীতি ও বেদিন তুর্কী গভর্ণমেণ্টের নৃশংস অত্যাচার তুরস্ক হইতে ইছলামকে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হয় নাই। ইস্তাম্বুলের একটী বিদ্যালয় সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, গোটা বিদ্যালয়ে মাত্র ২৭জন ছাত্র ধর্ম্ম সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়, অন্যান্য সকলকেই তাহাদের অভিভাবকগণ মোটামুটি ভাবে ইছ্‌লামের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

ইস্তাম্বুলের প্রাচীন ছুলায়মানি জামে মছ্‌জিদে ৬১বর্ষীয় ইমাম রিশাদ গ্রেল চল্লিশ বৎসব যাবৎ ইমামং করিয়া আসিতেছেন। রবিবারের এক পঞ্চগানা জামাআতে প্রায় চারিশত তুর্কী তাঁহার পিছনে নামায আদা করিয়াছেন।

ইস্তাম্বুলের মুফ্‌তি উমর নছুহী বলেন, তুর্কী-জাতির অভিপ্রায় অনুসারেই গভর্ণমেণ্ট আপন নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন তুর্কী পার্লামেণ্টের সভ্য আহমদুল্লাহ ছুফী মন্তব্য করিয়াছেন যে, শুধু ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্যেই আমরা কমিউনিয্‌মের প্রতিরোধ করিতে পারিব। ধর্ম্মের অপরাজেয় শক্তিকে বিনা কারণে নষ্ট হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র সরকারের পরিবর্ত্তিত নীতি সম্বন্ধে যুবক দলের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে আমাদের কতিপয় বন্ধু আতাতুর্ক (মুছ্‌তফা কামাল) কে আল্লাহর আসন দিয়া রাখিয়াছে, ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ধর্ম্মশিক্ষার দিকে জনসাধারণ তাহাদের মোড় ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী তুর্কী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার নূতন **Faculty** র দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বলেন যে, শুধু সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্যই ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত সহনশীল নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহা বুদ্ধিমানোচিত এবং ধর্ম্মের এরূপ স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতীতে কোন ব্যতিক্রম ঘটাইবে না।

ঈরানেও নবযুগের সূচনা দেখা দিয়াছে। বিশিষ্ট মুছলিম নেতা ছৈয়দ আবুল কাছিম কাশানী চাদর ব্যতীত মুছলিম নারীগণের প্রকাশ্যে বাহির হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার জন্য আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার অভিযানের লক্ষ্য হইতেছে :— পর্দ্দার পুনঃ প্রবর্ত্তন ; গণিকালয়, নৈশ-ক্লাব, পানাগার ও সাধারণ বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা এবং সাময়িক পত্র সমূহে উলঙ্গ ও অর্দ্ধোলঙ্গ নারী চিত্রের প্রকাশ বন্ধ করা।

এযাবৎ ঈরানের শাহ্ নওরোজ অথবা তাঁহার আপন জন্ম দিবসে সাধারণ দরবার আহ্বান করিয়া আসিতেছিলেন। এবারে কিন্তু পবিত্র ঈদুলআয্‌হা উপলক্ষে ছাআদাবাদ রাজপ্রাসাদে 'ছালামালাইক' উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই উৎসবে পারস্যের শাহ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পার্থিব ব্যাপারসমূহের উপর ধর্ম্মীয় প্রভাবের আবশ্যকতার গুরুত্ব আলোচনা করিয়া বলেন :—মুছলমানগণের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি এবং সংস্কৃতিমূলক প্রগতি ইছলামের বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। অন্যান্য জাতির সমকক্ষতায় মুছলমানদের গর্ব্ববোধ করা উচিত যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রত্যেক কার্য্যে ইছলাম অকৃত্রিমতা, ভ্রাতৃত্ব সত্যবাদিতা ও অবারিত ন্যায়-বিচারের উচ্চতম নৈতিক মান স্থাপিত করিয়াছে এবং জীবনের সকল স্তরেই তাহাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। মুছলমানগণের পারস্পরিক যোগসূত্রের কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলেন :— ইহা আমাদের সৌভাগ্য যে, ইছলামের পতাকামূলে আমরা সমুদয় মুছলমান পরস্পরের সহিত আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ। সকল মুছলিম-জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মুছলমান বিলক্ষণ অবগত আছে যে, তাহাদের ভ্রাতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ককে সকল সময়ে রক্ষা করিয়া চলা প্রত্যেকের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কর্ত্তব্য।

মুছলিম জাহানের কূটনৈতিক মিশনের নেতাগণও 'ছালামালাইক' উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে 'কাখে ইলাকি' তে এক ভোজ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান লাবনান, সিরিয়া ও তুর্কী প্রভৃতি রাষ্ট্রের শুধু মুছলিম

www.ahlehadeethbd.org

দূতগণকে উক্ত ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়। ঈরানের বৈদেশিক মন্ত্রী আলিআছগর হিক্‌মৎ 'ঈদুল-আযহা' উৎসবের বৈশিষ্ট সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আজ ইছলামজগতের সর্ব্বত্রই এই উৎসব প্রতিপালিত হইতেছে। তিনি বলেন :— ইতো-পূর্ব্বে সকল মুছলমান তাহার মাতৃভূমির কথাই সর্ব্ব প্রথম চিন্তা করিত, তাহারা ইরাকী, আফগানি অথবা তুর্কী ছিল প্রথম, তারপর ছিল— মুছলমান; কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সীমাবদ্ধ জাতীয়তা দ্রুতগতিতে বিদায় গ্রহণ করি-তেছে, মুছলিম রাষ্ট্রগুলি এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের একত্বের মধ্যেই তাহাদের নিরাপত্তা নিহিত রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মুছলিম সকলের প্রথমে আর ইরাকী, আফগানি ও তুর্কী তারপর। পাকিস্তান ও তুর্কীর রাষ্ট্রদূতগণও উপযুক্ত ভাষায় ঈরানি মন্ত্রীর উক্তির প্রতিধ্বনি করেন। পাকদূত জনাব গযন্‌ফরআলি খান উক্তি করেন যে, 'ঈদুল আযহা' কোর্‌বানি বা ত্যাগের উৎসব, কোর্‌-বানির অনুভূতি কোন দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। মুছলিম জাহানের সমুদয় রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিপদে আগাইয়া আসিতে হইবে। সিরিয়ার দূত একটী মুছলিম ব্লক প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত মিঃ আলি যহির তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতায় স্বাদেশিকতার জয়গান করিয়া বলেন যে, ইছলামের প্রতি তাঁহার আনুগত্য জন্ম-ভূমির প্রতি তাঁহার আনুগত্যের পরবর্ত্তী বস্তু!

হিন্দুস্তান ইছলামি রাষ্ট্র নয়, মিঃ আলি যহির তাঁহার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং ভারত সরকারের নিমকহালাল কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহার ইছলাম ও ইছলামি-সম্পর্ক পরবর্ত্তী বিষয়বস্তুতে পরিগণিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এইযে, তিনি যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, ধর্ম্মের প্রতি তাহার বৈরাগ্য যদি মিঃ আলি যহিরের মত হইত, তাহা হইলে আজ হিন্দুস্তানের সাড়ে তিন কোটী মুছলিম অধি-বাসীর অবস্থা অসহায় হইয়া উঠিত না। মুখে বড়াই করিলেও ধর্ম্মহীন Secular State গঠন করার মত মন ও মস্তিষ্ক হিন্দু ভাইদের নাই, তবে তাঁহাদের একটী বিশিষ্ট গুণ এইযে, সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ সাম্প্র-দায়িকতাকে যেরূপ তাঁহারা অখণ্ড জাতীয়তার নামে বাজারে চালু করিতে সিদ্ধহস্ত, তেমনি মুছলমান স্টেটগুলির ধর্ম্মহীনতা ও লা-দিনির জন্য আনন্দো-চ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠাও তাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব।

মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের সুমতি যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে, ইছলামের শত্রুদলের পক্ষে তাহা যতই অবাঞ্ছিত হউক তাহার আগমন সুনিশ্চিত। মুছলমান তুর্কী হউক, ঈরানি হউক, আরাবী হউক, ইরাকী হউক, পাকিস্তানি হউক, সে মনে প্রাণে কোনদিন কাফের হইতে পারেনা। ইছলামি আদর্শবাদের যথোপযুক্ত প্রচারণা এবং কোর্‌আন ও হাদিছের সময়োপযোগী তর্‌-জীগের অভাব আর সর্ব্বোপরি ইছলামি আদর্শ বাদের (Ideology) বাস্তব রূপায়ণের সংবৃত্তি আজ জাহানে ইছলামের আত্মাকে আড়ষ্ট ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া রাখিয়াছে। ইছলাম কে সত্যকার ভাবে বুঝিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে এবং তাহার নির্দ্দেশ-কে কর্ম্মজীবনে রূপায়িত করার সাধনার স্থানে চর্তুমুখী সঙ্কটের ভয়াবহতায় দিশাহারা হইয়া মুছলিম রাষ্ট্রগুলি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির যে ফাঁসী গলায় ধারণ করিয়াছিল, তাহা আজ তাহাদিগকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ইছলামের নিঃস্বার্থ মনিষীবৃন্দ মুছলিম জগতকে এই শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতির কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন কি?

পাট অর্ডিন্যান্স :

পাকিস্তানের অপরিবর্ত্তিত মুদ্রামান নীতির ফলে ভারতসরকার পাকিস্তানের সহিত অর্থনৈতিক সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার জন্য পূর্ব্বপাকের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ পাট ক্রয় করিতে তাঁহারা একদম অস্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে বহির্দ্দেশে পাট রফ্‌তানি করার উপযোগী বন্দর নাই। চট্টগ্রাম বন্দরে দেশ বিভাগের সময়ে মাত্র ৬ লক্ষ টন মালের স্থান ছিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এতদিনে শতকরা ২৫ ভাগ উন্নতি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে উক্ত বন্দরে মাত্র ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন মালের আমদ ও রফ্‌ত চলিতে পারে, অথচ আবশ্যক ৩০ লক্ষ টনের। খাদ্যশস্যের যে নিদারুণ অভাব ও ঘাট্‌তি, তাহাতে সকল স্থানেই দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা দেখা যাইতেছে, এ দিকে আবার শীতকালও আসিয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্য চাষীরা পাট বেচিয়া কায়ক্লেশে ক্ষুধা নিবারণ করিবে ও শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা পোষণ করিতেছিল, কিন্তু ভারতসরকারের 'যুদ্ধংদেহী' আচরণের ফলে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। যাহাতে কৃষকদিগকে অনশনে পাটের বস্তা পাহারা দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করিতে না হয়, তজ্জন্য তর্জ্জমানের বিগত সংখ্যায় আমরা পাকিস্তান সরকারের সম্মুখে উচিত মূল্যে কৃষকের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া মওজুদ রাখার প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলাম।

কেন্দ্রীয় সরকার বর্ণিত সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৪৯ সনের জুট অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। কাঁচা পাটের দর নিম্নবর্ণিত হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

পাটের শ্রেণী—	মণ প্রতি সর্ব্বনিম্ন মূল্য—
হোয়াইট জেট টপ	২৮৲
„ „ মিড্‌লস	২৬৲
„ „ বটম্‌স	২৩৲
„ ডিষ্ট্রীক্ট টপ স	২৭৲
„ মিড্‌লস	২৫৲
„ ডিষ্ট্রীক্ট বটম্‌স	২২৲
„ নর্দান টপ্‌স	২৬৲
„ „ মিড্‌লস	২৪৲
„ „ বটম্‌স	২১৲

টোশা পাট মণ প্রতি দুই টাকা বেশী। কাঁচা ও পাকা সর্ব্ববিধ পাটের গাঁইট বাঁধিবার ও কেন্দ্রে পৌছাইয়া দিবার সমস্ত খরচ উল্লিখিত দরের ভিতর ধরা আছে। পাট ক্রয় করার এজেন্সী বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনায় জুট অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে মূল সমস্যার কোনই প্রতিকার হইবে না। খরচপত্রের পরিমাণ চাষীদের পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়; অতএব খরচপত্রের টাকা কাটিয়া লওয়ার পর পাটের মূল্য বাবৎ কৃষকদের হাতে যাহা পড়িবে, তাহা অতি সামান্যই হইবে। এই দর যেমন পরিমিত নয়, তেমনি ন্যায় সঙ্গতও হয় নাই। কোন কোন স্থানে ইতোমধ্যেই ১০৲ দশ টাকা মন হিসাবে পাট বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চাষীদের অবস্থা ও দাবীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অর্ডিন্যান্স বিরচিত হয় নাই, ইহার ফলে চাষীরা পাটচাষের উপর বিশ্বাস হারাইবে, চোরাকারবারের পথ সুগম হইবে এবং ধনপতিরাই অর্ডিন্যান্সের সমস্ত সুবিধাটা ভোগ করিবে।

কাশ্‌মীরের জিহাদ :—

নিরাপত্তা পরিষদে ভারত ডমিনিয়ন সভ্যপদ লাভ করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর স্বর সপ্তমে চড়িয়াছে। আমেরিকা পরিভ্রমণ কালে তিনি ওট্টাওয়ায় জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, হিন্দুস্তান নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কাশ্‌মীর অধিকার করিয়াছে। কোন্ সময়ে আর কোন্ নিয়মে এই দখল সাব্যস্ত হইয়াছে, আমেরিকান পণ্যের বড় মার্কেট ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট আমেরিকাবাসীগণ তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা সঙ্গত মনে করেন নাই, কিন্তু পাকিস্তানের যে সকল মন্ত্রী ও প্রতিনিধির নাকের উপর পণ্ডিতজী এই আস্ফালন করিলেন তাঁহারাই বা তাঁহার সেই অসত্য উক্তির কি প্রতিবাদ করিলেন?

অবশ্য জনমতের দ্বারা এই অধিকার প্রমাণিত হয় নাই, কারণ গণভোটের সাহায্যে কাশ্‌মীরের অধিকার সাব্যস্ত করার প্রস্তাব ভারত সরকার আগাগোড়াই এড়াইয়া আসিতেছেন, তবে কি অস্ত্রবলে ভারত কাশ্‌মীর জয় করিয়া লইয়াছে? কিন্তু অস্ত্রবলের পরীক্ষা যে এখনো বাকী আছে, পণ্ডিতজী কি আজো তাহা বুঝেন নাই? কাশ্‌মীর হায়দ্রাবাদের মত "দিল্লিকা লাড্‌ডু" নয়, নিযামের মত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বার্থসর্ব্বস্ব ও সুবিধাবাদী নেতার অধীনে কাশ্‌মীরে আযাদির জিহাদ আরম্ভ হয় নাই।

নিরাপত্তা পরিষদে গণভোটের ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করার কোন প্রচেষ্টাই যে স্থগিদ রাখা হইবে না, আযাদ কাশমীরের নেতা ছরদার ইব্‌রাহিম তাহা মুক্ত ভাবেই প্রচার করিয়াছেন, আর ইহাই যে শেষ, তাহাও নয়, কিন্তু কাশমীরের জিহাদ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার ও পাক-নাগরিকগণের কর্ত্তব্যও অতিশয় কঠোর এবং সুদূর প্রসারী।

কাশ্‌মীর ফণ্ড :

কাশমীরের জিহাদ ও সাহায্যের নামে নানা ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে টাকাকড়ি আদায়ের কার্যে আত্ম নিয়োগ করিয়াছে। কাশমীরের জন্য সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে, কিন্তু তজ্জন্য নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা, সদিচ্ছা এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বস্ততা একান্তভাবে আবশ্যক। যদৃচ্ছভাবে অর্থসংগ্রহ ও সাহায্যদান কার্য্য যেমন কল্যাণকর নয়, তেমনি প্রকৃত উদ্দেশ্যের পক্ষেও উহা সহায়ক হইবে না। পাকিস্তান সরকার স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকিলে যাহাতে অসম্পর্কিত লোকেরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে কাশমীরের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া না বেড়ায়, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, জনসাধারণেরও সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল সরকারী কর্ম্মচারী, ইউনিয়ন বোর্ড ও আনছার বাহিনীর মধ্যস্থতায় সরকারী পদ্ধতিতে অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না। গুরুত্ব এবং সহানুভূতি সৃষ্টি করার জন্য বেসরকারী এবং জনসাধারণের মাননীয় ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং ফণ্ডের হিসাব সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করাও বাঞ্ছিত হইবে। বেসরকারী ভাবে এই কার্য্য পরিচালিত করিতে হইলে একটী নিখিল পাকিস্তান কাশ্‌মীর রিলিফ কমিটির মধ্যস্থতায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়। এবারে সরকারী উপায়ে এই উদ্দেশ্যে কোবানির চামড়া সংগ্রহ করার যে অভিযান বিভিন্ন স্থানে আরম্ভ করা হইয়াছিল, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মনে তাহার ফলে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে; ব্যবস্থাপকগণের ত্রুটীতে অনেক স্থানে লবণের অভাবে কাঁচা চামড়া মাটিতে পুতিয়া ফেলা হইয়াছে।

ইংরাজীশাসনে ইছলাম প্রচার, প্রাথমিক ও উচ্চ ধর্ম্মশিক্ষা, মছজিদসমূহের শৃঙ্খলা, সমাজের দীন-দরিদ্র ফকির ও মিছকিন বিধবা ও ইয়াতিমের সাহায্য প্রভৃতি কার্য্য সরকার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ছিল বলিয়া মুছলিম জনমণ্ডলী তাহাদের যাকাৎ, ফিৎরা, কুর্‌বানির চামড়ার মূল্য ও উশর প্রভৃতির সাহায্যে উল্লিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। এসকল আব্‌ওয়াবের দিকে ইংরাজ সরকার কোন দিন দৃষ্টি দেয় নাই। আজ পাক সরকার যদি এই অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইংরাজী আমলের কার্য্যক্রমের যে ধারা এখনো তাঁহারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন তাহা অনিবার্য্যভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে ইছলাম প্রচার এবং প্রাথমিক ও উচ্চ ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। মছজিদ, জুম্‌আ, জামাআৎ ও আযান ইকামতের ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে প্রতিপালিত সংস্কারগুলি তাঁহাদিগকেই আন্‌জাম দেওয়াইতে হইবে। ফকির ও মিছকিন ইয়াতিম ও আতুরের অংশ তাঁহাদিগকেই চুকাইতে হইবে। যতক্ষণ না পাক-সরকার উল্লিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে অর্থের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সে অর্থের দিকে সরকার তাকাইতে পারেন না, কারণ তাহা অবৈধ ও শরিআৎ বহির্ভূত হইবে। দেশরক্ষা ও ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য ধনবান ও উচ্চহারের বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের পকেট ও পাশ বহির পূর্ব্বে ফকিরের ঝুলির দিকে নযর দেওয়া প্রশংসনীয় আচরণ নয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে বায়তুলমাল সংক্রান্ত যে অর্থ প্রতি বৎসর মুছলিম জনসাধারণ প্রদান করিয়া থকেন, শৃঙ্খলা ও যোগ্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাহার মধ্যে অপচয়, অনাদায় এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিভ্রাট ঘটে প্রচুর। বয়তুলমালের সনাতন ব্যবস্থা কে দৃঢ়, সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পরিচালনা করার উপর জাতির ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করে, অতএব বিশৃঙ্খলা ও অপচয় নিবারণ করার জন্য ত্বরান্বিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

পাকিস্তানে শত্রুর গুপ্তচর :—

ইংরাজী ডন পত্রিকার ৭ই মুহার্‌রম তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, সুদূর ব্যাঙ্গলোর ও পুনার অধিবাসী ভারত ডমিনিয়নের কতিপয় গুপ্তচর পাকিস্তানে ধরা পড়িয়াছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়া আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি ভারতে প্রেরণ করার জন্য এই সকল গুপ্তচরকে খৎনা করাইয়া ও ইছলামি নাম ধরাইয়া পাকিস্তানে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহারা সচরাচর মুহাজেরিনের বেশে গ্রাম ও নগরাঞ্চলের মছজিদে বাসা বাঁধে এবং মুছলিম আতিথ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকে। এই সংবাদ অতিশয় চাঞ্চল্যকর ও মারাত্মক, ইহার আশু বিহিত প্রতিকার আবশ্যক। হিন্দুস্তান রাষ্ট্রে মুছলমানদের নৈতিক-বলকে যে ভাবে চাপিয়া মারা হইতেছে তাহার ফলে গুপ্তচর দূরে থাক, পাকিস্তানের কোন অধিবাসী প্রকাশ্য ভাবেও অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করিতে চায় না, কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ইংরাজ আমলে মুছলমানদের নৈতিকবল যে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পাকিস্তান লাভ করার পরও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পুনরুদ্ধারের কোন ব্যবস্থা, অন্ততঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানে অবলম্বিত হয় নাই। বাবু, ভদ্র ও অস্পৃশ্য ছোটলোকের পার্থক্য আজো বহাল আছে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের মনস্তুষ্টি অর্জ্জনের জন্য তাহাদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। পাকিস্তানের ভিতর বসিয়া থাকিয়াও এই দল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতে চায় তাহাদের সে সুযোগের কোনই অভাব নাই। তার পর আযাদির যে ন্যামৎ, তাহার সুফল এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকেরাই কেবল উপভোগ করিতেছে, গোলামির ও আযাদির পার্থক্য আজো দরিদ্র, নিরক্ষর, মূক জনসাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর হইতেছে না। এ সমস্তের উপর গুপ্তচরের আফৎ! বড়ই ভাবনার কথা, আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন, তাঁহার নিকট শয়তানের প্ররোচনা হইতে আশ্রয় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? এ সম্পর্কে আমাদের কিন্তু মনে হইতেছে যে, গুপ্তচর দলের সহিত ভারত সরকারের সম্পর্ক যতখানি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষা অধিক। পুনা প্রভৃতি স্থানেই তাহাদের বড় আড্ডা আর ইছলামজগতের তাহাদের তুল্য ঘৃণিত শত্রু আর কেহ নাই।

আমাদের কৈফিয়ৎ :—

জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, যিনি এক সময়ে আমাদের সহযোগীও ছিলেন, "তর্জুমানুল হাদিছে"র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন :—"আপনারা যদি জাতিভেদ, গুরুবাদ ও অদ্বৈতবাদ ইছলামের বাড়ী থেকে তাড়াতে চান, সেটা ভালো কাজই হবে। ঐ তিনটা আপদ জুটে এ দেশে ইসলামকে সাংঘাতিক জখম করে রেখেছে, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা পাওয়া সত্যিকার খেদ্‌মৎ। আমার আরো বিশ্বাস এই যে, এই শুভকার্য্য একটা বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণীর নামে না চালিয়ে সাধারণ ভাবে ইছলামের নামে চালালে ফল বেশী হওয়া সম্ভব। হানাফীরা আহলেহাদিস নামটা শুনলেই চটে ওঠেন, আপনারা ভাল কথা বল্‌লেও তাহা সন্দেহ করেন, হয়তো কোনো মতলব নিয়ে বল্‌ছেন। এটা বড়ো মুশকিলের ব্যাপার! তা ছাড়া আপনার নিজের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ ভাবে আহলেহাদিসদের সম্বন্ধে আমার সংশয় এই যে, তাঁরা অক্ষর পূজক, Literal meaning নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত; মর্ম্মার্থ তাঁরা ধর্‌তে চান না; tendency বা প্রবণতা দেখ্‌তে চান না। অথচ ইসলামকে কালজয়ী করতে হ'লে তার প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে বিকশিত করা চাই। "ইসলামের বিকাশ" নামে একটা প্রবন্ধ লিখে রেখেছি। সেটা আপনাদের হজম হবে কি না বুঝি না। ... ... ।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের বক্তব্য এই যে, গুরুবাদ জাতিভেদ ও অদ্বৈতবাদকে বিতাড়িত করা আহলে হাদিছ আন্দোলনের কর্ম্মসূচির অন্তর্গত যাঁহারা এই আন্দোলনের ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহাদিগকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই আন্দোলন সম্পর্কে জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলার জন্য ইহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিকৃত তাছাউওফকে অমান্য করা ও তাহার প্রতিবাদ করার কার্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। আহলেহাদিছ আন্দোলনের নেতারা তথাকথিত আশরাফত্বের শুচিবায়ুকে প্রকৃতিস্থ করিতে গিয়াই নির্য্যাতিত শ্রেণীগুলির সমর্থন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিয়াছিলেন এবং 'কুলীন মুছলমান'রা তজ্জন্য তাহাদিগকে 'এক ঘরে' করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু আহলেহাদিছ আন্দোলনের ইহাই সবটুকু নয়। এক কথায় বলিতে গেলে ইছলামের বাড়ীতে অনৈছলামিক যত কিছু ভাবধারা, সংস্কার ও আচরণ চড়াও করিয়া বসিয়াছে, সমস্তকে বহিষ্কৃত করিয়া কোরআন ও হাদিছের প্রকৃত ও অবিমিশ্র ইছলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার নাম আহলে হাদিছ আন্দোলন।

আপনি উল্লিখিত তিনটা আপদ সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, তাহারা এ দেশে ইছলামকে সাঙ্ঘাতিক জখম করিয়া রাখিয়াছে। শুধু এ দেশে নয়, ঐ তিনটা আপদ, সমস্ত দেশেই ইছলামের সর্ব্বনাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আপদগুলি শুধু অশিক্ষিত মুছলমানদের মধ্যেই সংক্রামিত হয় নাই, সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও জাতিভেদ, গুরুবাদ ও অদ্বৈতবাদের কবলে পড়িয়া ওগুলির যবরদস্ত ওকালতি করিয়া গিয়াছেন। ইহা কি ভাবে সম্ভবপর হইল? মুছলিম পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের ইছলামের tendency বা প্রবণতার ভিতর ওগুলির স্থান আছে মনে করিয়াই কি তাঁহারা ওগুলিকে সমর্থন করিয়া যান নাই? ইছলামের কালজয়ী শক্তিকে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই, কিন্তু কালের ইছলামজয়ী ক্ষমতা আহলে হাদিছ আন্দোলন বিশ্বাস করেনা। আপনি যে প্রবণতার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা কালজয়ী না ইছলামক্ষয়ী কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? সুতরাং মর্ম্মার্থ আর কল্পনাবিলাসের পার্থক্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করার জন্য শব্দার্থের অভিজ্ঞতা অপরিহার্য্য কিন্তু আপনি আহলে হাদিছদিগকে শব্দার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকার জন্য বিদ্রূপ করিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা অতিরিক্ত সৌজন্যের খাতিরে আমাকে বাদ না দিলেও চলিত, কিন্তু কোন আহলেহাদিছই 'অক্ষর পূজক' নয়, তাহারা শুধু আল্লাহর ইবাদৎ করিতে চায়, কিন্তু তাঁহার পরিচয় অক্ষরের সাহায্যেই লাভ হয় নাই কি? কোর্‌আনে বর্ণিত "আল্লামা বিল্ কলমে"র তাৎপর্য্য অবশ্যই আপনার অবিদিত নাই। অক্ষরের সাহায্যে অর্থাৎ কোর্‌আন ও ছুন্নতের লিপিবদ্ধ বর্ণনাকে উড়াইয়া দিয়া শুধু ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাবিলাসের উদ্দাম স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়ার জন্যই আজ ইছলাম ও কুফরের বাড়ী পৃথক ভাবে চিনিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। বাড়াবাড়ি কোন বিষয়েই আর কাহারো পক্ষেই কোনদিন ভাল নয়, যদি শাব্দিক অর্থ লইয়া কোন আহলেহাদিছকে আপনি কখনো সীমালঙ্ঘন করিতে দেখিয়া থাকেন, তার জন্য সমস্ত আহলেহাদিছকে অক্ষর পূজক বলিয়া গালা-গালি করাও কি বাড়াবাড়ি নয়? ব্যক্তিগত ভাবে আমি আজ যদি আমার দেশে কোন আহলেহাদিছকে কোর্‌আন ও ছুন্নতের Literal meaning সম্পর্কে মাথা ঘামাইতে দেখিতাম, তাহা হইলে আপন জীবনকে ধন্য মনে করিতাম।

আপনি বলিয়াছেন যে, হানাফীরা আহলেহাদিছ শব্দ শুনিলেই চটিয়া উঠেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আহলেহাদিছগণের বিরুদ্ধে আরোপিত আপনার অক্ষর পূজার অভিযোগ হইতে তাঁহারাও মুক্ত নহেন। আমার মনে হয় যে, আহলেহাদিছ আন্দোলনকে মযহবী অর্থাৎ দলীয় রূপ দেওয়ার জন্য আর ইংরাজী আমলের রাজনৈতিক পরিবেশের দরুণে হানাফী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাইদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের উপর চটা. কিন্তু আযাদী লাভ করার পর মেঘ শীঘ্রই ইন্‌শা আল্লাহ কাটিয়া যাইবে আর আমাদিকেও technique এর ভুল শোধরাইয়া লইতে হইবে। হানাফীরা যেদিন বুঝিতে পারিবেন, আহলেহাদিছ কোন দলীয় আন্দোলন নয়, সে দিন তাঁহাদের শিক্ষিত-দল বর্ত্তমান আহলেহাদিছগণ অপেক্ষা এ আন্দোলনের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন। "হাদিছ" একটী ব্যাপক শব্দ এবং কোরআন ও ছুন্নৎ উভয়ের উপর উহা সমভাবে প্রযোজ্য। শাব্দিক কোনরূপ ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হইলে তাহা সংশোধন করিয়া ফেলা উচিত, কিন্তু কোন শব্দের উপর কাহারো অহেতুকী Prejudice এর জন্য তাহা কেন পরিত্যক্ত হইবে? ইছলামের নামে সকল মুছলমানের সর্ব্ববিধ আন্দোলন পরিচালিত করার যে রীতি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা অস্বীকার করা আহলেহাদিছ আন্দোলনের নীতি নয়। যে ইছলামি আন্দোলন কোরআন ও হাদিছের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, একমাত্র তাহাই আহলেহাদিছ আন্দোলন। আমরা তাহার নগণ্য পতাকাবাহী মাত্র। আন্দোলনকে রূপায়িত করা আমাদের কর্ত্তব্য, নাম পরিবর্ত্তন করার আমাদের অধিকার নাই। আপনার প্রবন্ধ যদি দুষ্পাচ্য হয়, তাহা হইলে উহা স্বাস্থ্যবিধির অনুকূল হইবেনা, মাঝে মাঝে আমাদের ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক করিতে থাকিলেই আমরা উপকৃত হইব।

লেখকগণের নিকট আবেদন :—

তর্জুমানুল হাদিছের জন্য অনেকেই লেখা পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং প্রবন্ধাদি লেখার সময়ে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তর্জুমানের কলেবর প্রয়োজনের হিসাবে যথেষ্ট নয়, ইহা একটী বিশিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহার একটা নিজস্ব সাহিত্যিক ভঙ্গী আছে। কোন মাসিক পত্রে অসমাপ্ত লেখার পরিমাণ বেশী হওয়া দোষাবহ। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ তর্জুমানের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া লিখিতে হইবে। যে সাহিত্যচর্চ্চা শুধু সাহিত্যের জন্য, যে ইতিহাসের পিছনে কোন দার্শনিক তথ্য নাই, যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি ইছলামের আদর্শ-বিকৃত, যে শাস্ত্রালোচনা ভেদবুদ্ধির সহায়ক, তর্জুমানের পৃষ্ঠায় সে সমস্তের স্থান নাই। এক সংখ্যায় সমাপ্ত প্রবন্ধ অগ্রগণ্য হইবে এবং গবেষণামূলক লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। ছন্দের মিলের নাম কবিতা নয়, আর যে কবিতায় পদ, ছন্দ, ভাষা ও ভাব, কোনটারই মিল নাই এরূপ কবিতা প্রকাশ করিতে না পারার জন্য আমাদিগকে ক্ষমাই করিতে হইবে।

দারুণ ইফ্‌তা :—

অনেকেই আমাদের কাছে মছআলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। অযোগ্যতার সঙ্গে সময়ের অভাব নিবন্ধন তর্জুমানুলহাদিছের সম্পাদকের পক্ষে এই আবশ্যক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইতেছেনা। তর্জুমানের জিজ্ঞাসা (রাছায়েল ও মাছায়েল) অধ্যায়ের জন্য আমরা সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি।

শোক সংবাদ :—

কলিকাতার প্রাক্তন আন্‌জুমানে আহলেহাদিছের প্রচারক মওলবী মোহাম্মদ আব্‌দুল কাদের ছাহেব পাচপুরী বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে হঠাৎ নাকেমুখে রক্ত উঠায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মরহুম যবরদস্ত আলেম না হইলেও আজীবন আহলেহাদিছ জামাআতের খিদমৎ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার জন্য মগ্‌ফেরাৎ কামনা ও তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে অভিমত।

রাজশাহী কলেজের প্রোফেসর এবং বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ ইন্‌আমুল হক ছাহেব—এম, এ (সুবর্ণপদক প্রাপ্ত), পি, এচ্, ডি, লিখিয়াছেন ঃ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

السلام عليكم

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

১৩৬৯ হিজরীর "মুহর্‌রমুল-হারাম্" মাসে প্রকাশিত বঙ্গ ও আসামের "'অহ্‌ল্-ই-হদীথ্'' আন্দোলনের মুখ-পত্র "তর্‌জুমানু'ল্ হদীথ্" নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উপহার পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। প্রায় দুই যুগ পূর্ব্বে মওলানা মুনীরু-'য্-যমান্ ইসলামাবাদী সাহেবের যোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত "আল্ ইস্‌লাম" নামক খ্যাতনামা মাসিক পত্রের পরে কোন ধর্ম্মীয় মাসিক পত্র বাংলায় প্রকাশিত না হওয়ায় এক এক বার মনে হইত, পাশ্চাত্ত্যের চটকদার সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার মুসলমান বোধ হয়, তাহাদের প্রাণের সাংস্কৃতিক প্রেরণার মূল উৎস হারাইয়া ফেলিয়াছে। "তর্‌জুমানু-'ল্-হদীথ্" এর প্রথম সংখ্যা লাভ করিয়া দেখিতেছি, চেতনাহীন বাংলা ও আসামের মুছলমান এতদিনে তাহাদের হারানো আত্ম-সম্বিৎ ফিরাইয়া পাইয়াছে।

আমাদের এই "শিরক্' ও "বিদ্'অৎ" পরিপ্লাবিত "গুম্‌রাহ্" বা বিপথগামী দেশে সাবেক ইসলামের আদর্শ ও নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা যে শুধু ধর্ম্মীয় দিক হইতে একান্তই বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে, বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিক হইতেও ইহার আবশ্যকতা কতখানি কাম্য ও অভিপ্রেত, বলিয়া শেষ করা যায়না। আমাদের যে সমস্ত "হাদি-ই দীন্" ধর্ম্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা বা পাণ্ডিত্যকে এবং "বারথতু-'ল্-আম্বিয়া" বা 'নবীর উত্তরাধিকারী' এর ন্যায় গৌরবময় উপাধিকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ঘৃণিত বেদিতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন বা দিতেছেন, তাঁহারা যে দলভুক্তই হউন, তাঁহাদের কাছ হইতে কোন প্রকারের ধর্ম্মীয়, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সুফল পাওয়ার প্রত্যাশা অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমার বিশ্বাস, বাংলা ও আসামে একমাত্র "অহ্‌ল্-ই-হদীথ্" আন্দোলনই সাবেক ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। "তর্‌জুমানুল-'ল্-হদীথ্" এই মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত ও আত্মত্যাগী আলিমের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করায়, যাহা মনে হইতেছে তাহাকে নিজের কথায় প্রকাশ না করিয়া বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় বলিতে হয়-

বাজ্‌লো কিরে ভোরের সানাই
নিদ্-মহলার আঁধার পুরে।
শুন্‌ছি আজান গগন তলে
অতীত রাতের মিনার চূড়ে॥

প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ, সুনাম দুর্ণামে উদাসীন এবং শুধু আত্মত্যাগী নয়, সর্ব্বত্যাগী আলিমদের "জিহাদ-বিল্-কলম্" দ্বারাই যুগে-যুগে, দেশে দেশে জীবন্মৃত ইসলাম নবজীবন লাভ করিয়াছে। এইরূপ লক্ষণ "তর্‌জুমানু-'ল্-হদীথ্"-এর আবির্ভাবে দেখিতে পাইয়া, ইহার উদ্যোক্তাগণের জন্য আমি ধর্ম্মের ভাষায় মুনাযাৎ করিতেছি—

جزاك الله فى الدارين

মুহম্মদ এনামুল হক

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে দুটি কথা

[সৈয়দ মোস্তাফা আলী—বি, এ।
এস্, ডি, ও—পাবনা।

মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত আহলেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র "তর্জুমানুল হাদিছ" মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা মত প্রকাশের জন্য পাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পত্রিকাখানা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার দিনে ঠিক এমনি একখানা পত্রিকার আবশ্যক ছিল। ইহাকে কেবল "আহলেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র" স্বরূপ গণ্য করিলে ভুল হইবে—কেননা গোটা মুছলমান সমাজের মুখপত্র হিসাবে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে।

পত্রিকাখানায় সকল রকম বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। "হামদ ও নাআৎ"এ পরম করুনাময় সৃষ্টি কর্ত্তার গুণগান করিয়া যাত্রা আরম্ভ করা গিয়াছে। সুলেখক মৌলানা আবু ছাঈদ মোহাম্মদ "খোশ আমদেদ" শীর্ষক কবিতায় পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছেন। "লক্ষ্যের পথে" প্রবন্ধে সংক্ষেপে জনাব সম্পাদক সাহেব পত্রিকার লক্ষ্য কি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "কোর্আন ও হাদিছের শিক্ষাকে সঠিক ভাবে প্রচারিত এবং তাহার আদর্শকে মুছলিম জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল এবং মানব জীবন সার্থক হইবে।" বলা বাহুল্য এ উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। "তর্জুমানুল হাদিছ" কবিতায় জনাব মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী কয়েকটী অতি খাঁটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন

"তেরশ বছর পূর্ব্বের পথে
আবার ফিরিয়া চল—
তোমাদের পথ, চলা পথ নয়,
ঐ পথে সব গেলে"

তিনি বর্ত্তমান যুগের বিভ্রান্ত মানবকে হজরতের পদাঙ্কঅনুসরণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন, অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"তোমরা সাজায়ে বিবিদের নিয়ে
"মী-না" বাজারে যাও।
আমি বলিতেছি আড়ালেই থাক
আমাদের বো'ন মাও।"

"সভাপতির অভিভাষণে" মৌলানা কাফী সাহেব দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তবে যতটুকু এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন "মহোদয়গণ! আহলেহাদিছ মতবাদ কোন অভিনব মতবাদ এবং ইহার আন্দোলন মুছলমান গণের একটী স্বতন্ত্র দলের আন্দোলন নয়, অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন "ইছলামের মূল দাবী যাহা, আমরা কেবল তাহাই দাবী করি।" আমরা এই প্রবন্ধের বাকীটুকুর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

অধ্যাপক আদমুদ্দীন এম, এ, "বিশ্বস্ততম তফসীর" প্রবন্ধে অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহাও ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

"পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও উহার বিশ্লেষণ" প্রবন্ধে জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি এ, বি,টি রাজনৈতিক বিষয় নিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন—তিনি পাকিস্তান লাভের মূল উদ্দেশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া Objective resolution পাশ করা পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। আমরা তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার ও তিনি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা পাঠ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

www.ahlehadeethbd.org

জনাব মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার "একবাল সাহিত্য" নিয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার প্রবন্ধও ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

জনাব আলমোহাম্মদী ছাহেব "আল্লাহর রছুল হযরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি ঈমান" প্রবন্ধে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে "যাহারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) কে রছুল মান্য করেনা, তাহারা যত বড় বিশ্বপ্রেমিক, বিদ্বান, দার্শনিক, সাধু ও মহাকবি হউক না কেন, তাহারা ঈমানদার ও মুছলিম নয়—তাহারা বেঈমান ও কাফের।" ইহাই ঈমানের মূলকথা ও ইহা তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

'বিবিধ প্রসঙ্গে' জনাব সম্পাদক ছাহেব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নানাবিষয়ে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সম্পাদক ছাহেবের নির্ভীকতা ও অগাধ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করে।

শেষ প্রবন্ধে "আহলেহাদিছ" আন্দোলনের নানা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

অতি সংক্ষেপে পত্রিকাখানার পরিচয় দিলাম। বাস্তবিক পক্ষে ইছলামীয় কৃষ্টি ও তামদ্দুনের কোন কাগজ ছিলনা, এই কাগজ খানা বহুদিনের অভাব দূর করিবে। প্রসঙ্গতঃ এ কথা বলিতে চাই যে এককালে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের "আল এসলাম" কাগজ মুছলমান সমাজে যে প্রেরণা যোগাইয়াছিল বহুদিন পরে "তর্জুমানুল হাদিছ" আরও উন্নততর পরিবেশে ও স্বাধীন রাষ্ট্রের আবহাওয়ায় তদধিক প্রেরণা যোগাইবে ও ইসলাম প্রচারের সহায়ক হইবে। আমরা আমাদের ছাত্রজীবনে 'আল এসলামের' সঙ্গে পরিচিত হই ও তাহাতে জনাব মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ও জনাব মোহাম্মদ কে, চাঁদ সাহেবানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া ইছলামের লুপ্ত গৌরবের সঙ্গে পরিচিত হই। অগ্রজের পথ ও সাহিত্যিক সাধনা অবলম্বন করিয়া মৌলানা কাফী সাহেব যে কাগজ বাহির করিয়াছেন তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। আমিন!

সৈয়দ মোস্তাফা আলী

২৫।১০।৪৯

সংবাদ চয়ন

মুহাররমুল হারাম

১লা তারিখ হইতে ২০শে পর্য্যন্ত।

১। অদ্য আষাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের সভাপতি ছরদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান কাশ্মীরের প্রতি ইঞ্চি জমি শত্রুকবল হইতে মুক্তকরার জন্য নূতন ভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। অমৃতসরের ৫০ হাজার লোকের এক সভায় মাষ্টার তারাসিং সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের অধীনে বাস করিতে অস্বীকার করিয়া পৃথক শিখ রাষ্ট্র গঠন করার দাবী উপস্থিত করেন। ঢাকা মানসী সিনেমা হলের এক বিচিত্র অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খানের বেগম ছাহেবা যোগদান করেন। সেতার, নাচ-গান এবং একটী ছায়া নাটিকা এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের জর্জিয়া ষ্টেটের গভর্ণর শ্বেতকায় ও নিগ্রো বালক বালিকাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমান সুযোগ ও সুবিধার দাবীর প্রত্যুত্তরে ঘোষণা করেন যে, জর্জিয়ার শ্বেতকায় অধিবাসীরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই দাবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। পাক প্রধান-মন্ত্রী ঢাকায় পূর্ব্বপাকিস্তান রাইফেল ও পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড পরিদর্শন করেন এবং অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলারের বাস ভবনের প্রাঙ্গণে আহুত অভ্যর্থনা সমিতির সভায় বক্তৃতা দেন।

২। অদ্য ষ্টার্লিং এর মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রিটেনে ২৮ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত করা হয়। চিকিৎসকগণের প্রত্যেক প্রেসক্রিপ্‌শনে রোগী-দের কাছ হইতে এক শিলিং আদায় করা হইবে। বিলাতের প্রচলিত বিবাহবিচ্ছেদ আইন যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় বিবাহ-আইন-সংস্কার কমিটী বিনা বিবাহে নরনারীদিগকে অবাধ মিলনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। অদ্য জানা গিয়াছে যে আগামী ২৮শে ডিসেম্বর ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট ইন্দো-নেশিয়া যুক্ত রাষ্ট্রের হস্তে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা হস্তা-ন্তরিত করিবেন। প্রধান মন্ত্রী ঢাকায় এক প্রেস কনফারেন্সে সরকারের পাট সংক্রান্ত নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ঘোষণা করেন।

৩। অদ্য পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে মন্ত্রী-সভা সারকমিটী আগামী নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব রহিত করার ছুফারিশ করিয়া-ছেন। অদ্য প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভ্রমণ শেষ করিয়া করাচী রওয়ানা হইলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স বিলাতের পার্লা-মেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেন তাহার ষ্টার্লিং পাওনা এযাবৎ যে ভাবে পরিশোধ করিয়া আসি-তেছিল, ভবিষ্যতে আর সেভাবে করা সম্ভবপর হইবেনা।

৪। স্বাধীন কাশ্মীরের নেতা ছরদার ইব্রা-হিম খান অদ্য রাওয়ালপিণ্ডি হইতে করাচী পৌঁছি-য়াছেন. তিনি ১লা নভেম্বর আমেরিকা যাত্রা করিবেন।

৫। নিখিল পাকিস্তান মুছ্‌লিম লীগের সভাপতি চওধরী খালিকুয্‌যামান ঈরান, সিরিয়া, ইরাক ও ছউদী আরবের পরিভ্রমণ শেষ করিয়া অদ্য মিছরের কায়রো নগরীর সভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান হইতে মিছর পর্য্যন্ত সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত এক ইছ্‌লামি ব্লক গঠন করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

৬। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ মত কাশ্‌মীরের যে সকল অঞ্চল হইতে পাকিস্তানি সৈন্য অপসারিত হইয়াছিল, ভারতীয় সৈন্য সেস্থানগুলি দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৭। ডক্টর শুআইব কোরায়শী সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য পাকিস্তানি দূত নিযুক্ত হইলেন। ইনি পূর্ব্বে গান্ধীজী পরিচালিত ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় মওলানা মোহাম্মদ আলি সমভিব্যাহারে ছুলতান ইব্‌নেছউদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুছলিম কনফারেন্সে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূপালের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। মিঃ খালিকুয্‌যামান ইছলামিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য অদ্য কায়রো হইতে লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

৮। ধর্ম্মীয় প্রভাবের বিস্তার মানসে আমে-রিকার ২০টী প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠিত এক আন্ত-ধর্ম্ম সম্মিলনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার উদ্বো-ধনী বক্তৃতায় বলেন যে, যীশু খৃষ্ট ও প্রাচীন নবী গণের নীতি মানিয়া চলিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

৯। পূর্ব্বপাকিস্তান সরকার প্রদেশের উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি ইলাকায় খাদ্যশস্য চলাচলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রূপে জনৈক আমেরিকান মিঃ হ্যান্স হ্যান্সেন নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ রয়টার বিলাত হইতে প্রচার করিয়াছেন।

১০। অদ্য মিঃ হ্যান্স করাচী পৌঁছিয়াছেন।

১১। পূর্ব্বপাকিস্তান সরকারের জনৈক মন্ত্রীর দুর্নীতির তদন্ত সম্পর্কে ঢাকার আল্‌হিলাল প্রেস ও ইংরাজী দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভারের অফিস খানাতল্লাসী হয়। পাকিস্তান ম্যাডিক্যাল এসো-সিয়েশনের সভাপতি লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল জামাল শাহ্‌ পাকিস্তান ও সৈন্য বিভাগে বিদেশী চিকিৎ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সক আমদানি করার নীতির কঠোর প্রতিবাদ করেন।

১২। আফগান রাজপরিবারের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হাজার হাজার লোক পাকিস্তানে আশ্রয় লইতেছে।

১৩। খাদ্যের নিদারুণ ঘাটতির জন্য ভারতের সর্ব্বত্র রেশনিং এর দোকানে এক বেলা আহার বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত ফরম রাখা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৪। পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ১৯৫১ সালে উহা গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পর নূতন নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে।

১৫। চওধরী খালিকুয্যমান ছাহেব আজ লণ্ডনের কিংসওয়ে হলে তাঁহার বক্তৃতায় ইছলামিস্তান গঠন করা সম্পর্কে বলেন যে, "ইহা আমাদের জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য ও বিশ্ব শান্তির পক্ষে অপরিহার্য্য। আত্মরক্ষার জন্য অঞ্চল গঠন করার কার্য্যে ভয় করার কিছুই নাই। ইংলণ্ডের পক্ষে অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ক্ষমতার লড়াইয়ে ইংলণ্ডের আর সুবিধা নাই।"

১৬। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত নওয়াব মুশ্‌তাক আহমদ গুর্‌মানি কাশ্‌মীর সমস্যা সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে পাকিস্তানের মনোভাব প্রচার করার জন্য মিছরে পৌঁছিয়াছেন। অদ্য তিনি রাজা ফারুক, প্রধানমন্ত্রী শিরী পাশা, আরবলীগের সেক্রেটারী আযম-পাশা এবং অন্যান্য আরব ও মিছরী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

১৭। পশ্চিম আফ্রিকার মুছলিম অধ্যুষিত লিবিয়াকে স্বাধীনতা দিবার যে প্রস্তাব রুশ প্রতিনিধি বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটীতে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা চারি ভোটের ব্যতিক্রমে অগ্রাহ্য হইয়াছে। ভারত এবং আরো ৭টী রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে। পণ্ডিত নেহ্‌রু লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া হাউসে অবস্থান কালে কতিপয় ভারতীয় "নেহরু নিপাত যাউক" ধ্বনি করিয়া বিক্ষোভ দেখায়। কলিকাতার এক জনসভায় আযাদহিন্দ ফওজের জেনারেল মোহনসিং ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালার বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্র এবং পাঞ্জাবের সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে আমরা বর্ত্তমান জরাজীর্ণ কংগ্রেসী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্ব্বার অভিযান চালাইব। সীমান্তের উপজাতীয় জীর্গার সম্মেলনে পাকিস্তান বিরোধী আফগান নীতির কঠোর প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের স্বাধীন উপজাতিগণ ঘোষণা করিতেছে যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আফগান সরকার তাহার বর্ত্তমান শত্রুতামূলক নীতি ও মনোভাব বর্জ্জন না করিলে তাহারা উপজাতি ইলাকায় সাময়িক ভাবে একটী গণতান্ত্রিক আফগান সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে। কাশ্‌মীর সম্পর্কে উক্ত জীর্গায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাশ্‌মীর কমিশনের আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে উপজাতীয়গণ অধিকতর বীরত্ব সহকারে কাশ্‌মীরের জিহাদে অবতীর্ণ হইবে।

১৮। আজ রাত্রে পাকিস্তান সরকার এক অতিরিক্ত গেজেটে জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করিয়াছেন। কৃষিঋণ ও কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য ঋণের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে হায়দরাবাদের নিজাম ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের শর্ত্তাবলীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

১৯। জানা গিয়াছে যে ডাঃ শোকরাণা নিশ্চিত ভাবে নূতন ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইবেন।

২০। অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মিলিত শোভাযাত্রার উপর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাশ প্রয়োগ ও লাঠি চালনা করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ৬ জন স্ত্রীলোক সহ ৭২জনকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। পণ্ডিত নেহেরু লণ্ডনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আজ হোক কাল হউক 'ইছরাইল' রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতেই হইবে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছ্‌লামি আবেহায়াতের পয়গাম

বঙ্গাসামের দ্বারে দ্বারে

পৌছাইবার দায়িত্ব নিয়াছে

"তর্জুমানুল হাদিছ"

হাজার হাজার পাঠকের ঘরে ঘরে আপনার ব্যবসায়ের পয়গাম আপনিও পৌছাইতে পারেন তর্জুমানের মধ্যস্থতায়।

নিমক সোলেমানি

অজীর্ণ পেটফাঁপা এবং সমুদয় পেটের-অসুখের মহৌষধ। অম্লপিত্তের বেদনায় খাইলে উপকার হয়। মূল্য ২৷৷০ টাকা

মুগাল্লিজ

মেহ দোষ নাশ করিতে ও তরল শুক্র গাঢ় করিতে অব্যর্থ। মূল্য ২৷৷০টাকা।

গোপনীয় সকল প্রকার রোগের ব্যবস্থা লউন।

হাকিম আবুল বাশার — পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জ্জমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জ্জুমানুল হাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা আট আনা।

৩। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে চারি আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

৪। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।

৫। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৬। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৭। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৮। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা ১০০৲

,, ,, ,,	পৃষ্ঠার অ[illegible]		[illegible]৲
,, ,, ,,	পৃষ্ঠার চতুর্থাং[illegible]		[illegible]৫৲
,,	চতুর্থ পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৫৲
,, ,,	পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	,,	৭০৲
,, ,, ,,	একচতুর্থাংশ	,,	৪০৲
সাধারণ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	৬৪৲
,,	এক কলাম	,,	৩৫৲
,,	অর্দ্ধ ,,	,,	২০৲
,,	প্রতি বর্গ ইঞ্চি	,,	২৷৷০

৯। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

১০। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে [illegible]ব।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১১। তর্জ্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১২। তর্জ্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১৩। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৪। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৫। পরিশ্রমের : [illegible] যত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কল[illegible]ন টাকা হিসাবে দক্ষিণা দেওয়া হইবে।

১৬। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৭। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা পাক-বাঙ্গালা

আল্‌ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী প্রণীত

১। বাঙ্গলা ভাষায় কোরআনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোরআনি ব[illegible] ইছল[illegible]ম আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বি[illegible]—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবুরের মছনুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূ[illegible] [illegible] আনা মা[illegible]

ম্যা[illegible]

আল[illegible] [illegible]ছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউ[illegible]

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

www.ahlehadeethbd.org

Printed & Published by M. A. Kafee al Quraishee at Al-Hadeet[illegible] [illegible]ng and Publishing House from [illegible]